## মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

| ক্রঃ নং | মন্ত্রণালয়ের নাম | মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ | | | মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায় | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা | কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা | জেডিসিএ ফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ | ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা | ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ |
| ১। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ১২ টি | ৯ টি | ৩টি | -- | ৯ টি | ১১ টি | ২৭%-১৪০% | ১০ টি | ২%-৭৩% |

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ১২টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

| প্রকল্পের নাম | প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল |
|---|---|---|
| নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্প (সংশোধিত) | ৩৭০০.০০ | সেপ্টেম্বর ১৪- জুন ১৯ |
| বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-এ: মৎস্য অধিদপ্তর) | ২৫৭৩.৯৬ | জুলাই ১৫- জুন ১৯ |
| বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) | ১৭০২৩.০০ | জুলাই ০৭- জুন ১৯ |
| টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর স্টক এ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ | ২৭১.০০ | নভেম্বর ১৬- জুন ১৯ |
| সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ (এস.সি.এম.এফ.পি): প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটিজ (সংশোধিত) | ৯৩৯.০০ | মার্চ ১৭- ডিসে ১৮ |
| মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | ১৮৪৫.০০ | জুলাই ১২- জুন ১৯ |
| সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়) | ৩৩৯০.৭১ | জুলাই ১২- ডিসেম্বর ১৮ |
| ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ২৫৪৭.৯৬ | জুলাই ১৪-ডিসেঃ ১৮ |
| লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট-বেইজড ডেইরি রিভোলুশান এন্ড মিট প্রোডাকশন (ডিআরএমপি) প্রজেক্ট: প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (সংশোধিত) | ৯৬০.০০ | আগস্ট ১৭-ডিসেঃ ১৮ |
| সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা অংশ-২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) | ২৪৪০.৪৮ | জুলাই ১২- জুন ১৯ |
| ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) | ৪৩১৯.৭৯ | জুলাই ১২- জুন ১৯ |
| বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা (২য় সংশোধিত) | ১২৫৪.০০ | জুলাই ১১- জুন ১৯ |

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

| প্রকল্পের নাম | মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ |
|---|---|
| নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্প (সংশোধিত) | জনবলের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, উৎপাদন উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে পাম্প হাউজ নির্মাণ, ডরমেটরি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ব্যয় বৃদ্ধি, পুকুর পুনঃখনন, রিটেইনিং ওয়াল নর্মাণ |

| প্রকল্পের নাম | মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ |
|---|---|
| | ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। |
| বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-এ: মৎস্য অধিদপ্তর) | বেতন-ভাতা পুনঃনির্ধারণ, বিভিন্ন প্রদর্শনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় কাঁকড়া হ্যাচারির নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি পায়। |
| বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) | জাহাজ ক্রয় বিলম্ব ক্রয় বিলম্ব, সার্ভে, জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পল্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব, ফিসিং ট্রলার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি, পল্টুন নির্মাণ, ডিমারসাল ও পেলাজিক সার্ভে খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ফিসিং ট্রলার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি, পল্টুন নির্মাণ, ডিমারসাল ও পেলাজিক সার্ভে খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হয়। |
| টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর স্টক এ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ | দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হয়। |
| সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ (এস.সি.এম.এফ.পি): প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটিজ (সংশোধিত) | বিশ্ব ব্যাংক হতে অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। এছাড়া পরিবেশগত বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণে অর্থের সংস্থান এবং মেরিন সার্ভিলেন্স ও মেরিকালচার বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর অন্তর্ভূক্ত করায় ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি করা হয়। |
| মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ | গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়) | ভেড়ার খামার নির্মাণ বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ভবন নির্মাণে পুনঃদরপত্র আহবান করা নির্মাণ কাজ বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট-বেইজড ডেইরি রিভোলুশান এন্ড মিট প্রোডাকশন (ডিআরএমপি) প্রজেক্ট: প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (সংশোধিত) | বিশ্বব্যাংক থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় যথাসময়ে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা অংশ-২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) | গবেষণা কার্যক্রম বিলম্ব ও ভেড়ার খামার নির্মাণ বিলম্ব হওয়ায় ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) | জমি অধিগ্রহণ বিলম্ব, নির্মাণ কাজে বালি, মাটি প্রাপ্তিতে সমস্যা, নির্মাণ ব্যয় ব্যয় ও বৃদ্ধির কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |
| বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা (২য় সংশোধিত) | গবেষণা ব্যয় নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ, ল্যাব যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নির্মাণ কাজে বিলম্ব জনিত কারণে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। |

৪। **<u>সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ</u>**

| সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|
| প্রকল্প বার বার সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পায় যা কাম্য নয়। | ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়ন কালে এমনভাবে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিৎ হবে যাতে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিহার করা সম্ভব হয়। |
| অধিকাংশ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন অথবা একাধিক প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাহত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ পরিপত্রের (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) ১৬.৩৭ অনুচ্ছেদ এবং সংযোজনী-ঢ় এর ৪.৩ ও ৪.৮ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক মূল পদে বহাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন এবং একাধিক প্রকল্পের পিডি'র দায়িত্ব পালন পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। | "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" সর্বশেষ পরিপত্র (অক্টোবর ২০১৬ জারিকৃত) অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে। |
| "সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" শিরোনামে জারিকৃত সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী | উন্নয়ন প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি সভার আয়োজন করতে হবে। |

| সমস্যাসমূহ | সুপারিশসমূহ |
|---|---|
| নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় না, যা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী। | |
| অধিকাংশ প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। | প্রকল্পের Exit Plan-এর বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। |
| প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে দেখা যায় না। ফলে মালামালের সঠিক হিসাবও পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংগৃহীত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম মার্কিং করা থাকে না। | সংগৃহীত মালামালের ইনভেন্টরি সংরক্ষণ করতে হবে। মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে মার্কিং করতে হবে। |
| প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের লেবেলে প্রকল্পের নাম লিখা হয় না। ফলে যন্ত্রপাতি বা আসবাবপত্র কোন প্রকল্প থেকে সংগ্রহ করেছে তা জানা যায় না। | প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ল্যাব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের লেবেলে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে লিখন এবং মালামালের স্টক রেজিষ্টার সংরক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
| আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করা হয় না। এমনকি প্রকল্পের পিসিআরের সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ না করা। | আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে। |
| প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভেটেরিনারী কলেজ, ল্যাবরেটরি, প্রাণিসম্পদ খামার ইত্যাদি অবকাঠামোগুলো নির্মাণের পর থেকে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এসব স্থাপনায় জনবল পদায়ন না করায় মূল্যবান ল্যাব যন্ত্রপাতি ও কেমিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন খাতে সরকারের বিনিয়োগকৃত বিপুল অর্থ অপচয় হচ্ছে ও রাজস্ব আয় হতে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে। | প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে জনবল পদায়ন করে দ্রুত দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু করতে হবে। |
| অধিকাংশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদকালে প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তন করা হয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে জানা যায়, পদোন্নতি, বদলীজনিত ও অবসরজনিত কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম ধীরগতি ও ব্যাহত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। | প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে। |
| উন্নয়ন প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কাজ প্রকল্পের শুরুতে সম্পন্ন করা হয় না। জমি অধিগ্রহণ করতে প্রকল্পের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত হয়। তাছাড়া জমি অধিগ্রহণে অনেক ক্ষেত্রে মামলা জটিলতায় প্রকল্প কার্যক্রমে বিলম্ব হয় এবং প্রকল্প সংশোধন করা হয়। | উন্নয়ন প্রকল্পের শুরুতেই জমি অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। |

# বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-এ: মৎস্য অধিদপ্তর) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (কম্পোনেন্ট-এ: মৎস্য অধিদপ্তর) (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ২২৩৮.২৫ | ২৫৭৩.৯৬ | ২৫৬০.১৭ | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ | জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ | +৩২১.৯২ (১৪.৩৮%) | + ১ বছর (৩৩.৩৩%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** আদিবাসি ও বাংলাদেশের কিছু কিছু সম্প্রদায়ের জনগণ কুচিয়া ও কাঁকড়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, বিদেশে কাঁকড়ার প্রচুর চাহিদা থাকায় উপকূলীয় এলাকায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং একই সময়ে দেশে কাঁকড়ার সীডলিং (বড় পোনা) উৎপাদনের জন্য কোন সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারি গড়ে না উঠায় প্রকৃতি থেকেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁকড়ার হ্যাচলিং (ছোট পোনা) সংগ্রহ করা হচ্ছে। হ্যাচলিং সংগ্রহের সময় প্রচুর পরিমাণে প্রজননক্ষম কাঁকড়া ও অন্যান্য প্রজাতির জলজ প্রাণি ধরা পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ফলে কাঁকড়ার প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে এবং জলজ পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। দূরপ্রাচ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশে কুচিয়ার ব্যাপক চাহিদা থাকায় এ দেশের কিছু কিছু জেলা যেমনঃ ময়মনসিংহ, শেরপুর ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা প্রকৃতি থেকে কুচিয়া সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানী করছে। কিন্তু কুচিয়ার চাষ পদ্ধতি, খাদ্যাভাস, প্রজনন কৌশলসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা খুবই জটিল হওয়ায় এবং কুচিয়া প্রকৃতি থেকে আহরণ করাও খুবই দুরূহ হওয়ায় এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে প্রদর্শনীর প্রয়োজন। পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাও অত্যাবশ্যক। আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, দেশীয় জ্ঞান সম্প্রসারণ, কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও ব্যবস্থাপনার ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, দরিদ্র সুফলভোগী বিশেষ করে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কুচিয়া ও কাঁকড়ার বর্তমান মজুদ/স্টক নির্ণয় করা, সর্বোপরি কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে পুকুর ও ধান ক্ষেতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
২) সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষে দেশীয় জ্ঞান সম্প্রসারণ;
৩) কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৪) দরিদ্র সুফলভোগী বিশেষ করে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫) কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষে উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে জলজ ইকো সিষ্টেম উন্নয়ন; এবং
৬) কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ- ৪৫ ব্যাচ
- মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ- ৩৬৮ ব্যাচ
- রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ- ৩৮০ ব্যাচ
- পুকুরে, পেনে, খাঁচায় কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী
- জলাশয়, পুকুরে, খামারে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী
- যানবাহন ক্রয়
- আসবাবপত্র সংগ্রহ
- কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ ও নার্সারি স্থাপন
- গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | অফিসারদের বেতন | জন | ০৪ | ৫২.৮২ | ০৪ | ৫০.৯০ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ০৩ | ১৯.৯৭ | ০৩ | ১৮.৭৮ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ০৭ | ৪৮.৯১ | ০৭ | ৪৩.২৯ |
| ৪ | ভ্রমণ ব্যয় | জন | - | ৫০.০০ | - | ৫০.০০ |
| ৫ | ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি | থোক | - | ২.৮১ | - | ২.৮১ |
| ৬ | জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট | থোক | - | ২৩.০০ | - | ২৩.০০ |
| ৭ | মুদ্রণ ও প্রকাশনা | থোক | - | ১.৫০ | - | ১.৫০ |
| ৮ | স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ৯ | তথ্য সংগ্রহ | জন | ৩১৮৬ | ১৬.০০ | ৩১৮৬ | ১৫.৯৯ |
| ১০ | ডাটা ব্যাংক উন্নয়ন | সংখ্যা | ১ | ১০.০০ | ১ | ৯.৯৬ |
| ১১ | বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রচারণা | থোক | - | ১৭.০০ | - | ১৬.৬৩ |
| ১২ | প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি মুদ্রণ | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ১৩ | অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৪৫ | ৫৭.০০ | ৪৫ | ৫৭.০০ |
| ১৪ | মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৩৬৮ | ১৬১.৯২ | ৩৬৮ | ১৬১.৯২ |
| ১৫ | অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর | ব্যাচ | ১২ | ১২.০০ | ১২ | ১২.০০ |
| ১৬ | ওয়ার্কশপ/ সেমিনার | সংখ্যা | ৩৫ | ৩৭.০০ | ৩৫ | ৩৭.০০ |
| ১৭ | রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ৩৮০ | ৫৭.০০ | ৩৮০ | ৫৭.০০ |
| ১৮ | ড্রাইভারের ওভারটাইম | থোক | ০১ | ৪.০০ | ০১ | ৪.০০ |
| ১৯ | নৈমিত্তিক শ্রমিক | জনদিন | ১৫৫৫ | ৭.০০ | ১৫৫৫ | ৭.০০ |
| ২০ | পরামর্শক (কাঁকড়া হ্যাচারি) | জনমাস | ১২ | ৭২.০০ | ১২ | ৭১.৯৯ |
| ২১ | প্রজেক্ট মূল্যায়ন, সম্মানী ভাতা | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯৯ |
| ২২ | পুকুরে কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ২৪৪ | ৩০১.৬৮ | ২৪৪ | ৩০১.৬৭ |
| ২৩ | পেনে কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ৩৪৬ | ২৮৮.৩১ | ৩৪৬ | ২৮৮.৩০ |
| ২৪ | খাঁচায় কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ৩৪১ | ৩৪৮.৫০ | ৩৪১ | ৩৪৮.৫০ |
| ২৫ | জলাশয়/পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ২৫৬ | ৩৫৪.০০ | ২৫৬ | ৩৫৪.০০ |
| ২৬ | পুকুরে ও খাঁচায় কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী | সংখ্যা | ১৪ | ৪৩.১৪ | ১৪ | ৪৩.১৪ |
| ২৭ | খামারের সিস্টার্নে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রদর্শনী | সংখ্যা | ১৯ | ২৪.৯৭ | ১৯ | ২৪.৯৭ |
| ২৮ | কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারিতে ক্র্যাবলেট ও কিশোর কাঁকড়া উৎপাদন কার্যক্রম | সংখ্যা | - | ২২.৯৬ | - | ২২.৯৫ |
| ২৯ | অন্যান্য (মাঠ পর্যায় ও হেডকোয়ার্টারে বরাদ্দ) ও রিফ্যাক্টোমিটার ক্রয় | থোক | - | ১৫.৫০ | - | ১৫.৫০ |
| ৩০ | যানবাহন সংরক্ষণ ও মেরামত | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ৩১ | কম্পিউটার এক্সেসরিস সংরক্ষণ ও মেরামত | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **২০৮৯.০০** | | **২০৭৯.৮০** |
| | **(খ) মূলধন খাতঃ** | | | | | |
| ৩২ | জিপ গাড়ী ক্রয় (রেজিষ্ট্রেশনসহ) | সংখ্যা | ১ | ৭০.৬৩ | ১ | ৭০.৬৩ |
| ৩৩ | ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ০.৪০ | ১ | ০.৪০ |
| ৩৪ | কম্পিউটার (প্রিন্টার ও অনান্য এক্সেসরিসসহ) | সংখ্যা | ৬ | ৫.০০ | ৬ | ৫.০০ |
| ৩৫ | ফটোকপি মেশিন | সংখ্যা | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৫০ |
| ৩৬ | স্ক্যানার | সংখ্যা | ২ | ০.৩০ | ২ | ০.৩০ |
| ৩৭ | স্ক্রিনসহ মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৪৮ |
| ৩৮ | রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার স্টেরিলাইজার, বাইন্ডিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার | থোক | - | ৪.০০ | - | ৪.০০ |
| ৩৯ | টেলিফোন ও মডেম | সংখ্যা | - | ০.৬০ | - | ০.৬০ |
| ৪০ | আসবাবপত্র | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ৪১ | কুচিয়া উৎপাদনের জন্য সিস্টার্ন নির্মাণ | সংখ্যা | ১৫ | ৪২.০০ | ১৫ | ৪১.৯৮ |
| ৪২ | এয়ার কন্ডিশনার | সংখ্যা | ১ | ১.০০ | ১ | ১.০০ |
| ৪৩ | কাঁকড়া হ্যাচারী নির্মাণ ও নার্সারী স্থাপন | সংখ্যা | ১ | ৩৩৫.০০ | ১ | ৩৩০.৪৪ |
| ৪৪ | কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীর জন্য ডাইকের উপরের অংশে প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক | সংখ্যা | ৫ | ৮.০৪ | ৫ | ৮.০৪ |
| | (মূলধন): | | | **৪৮৪.৯৭** | | **৪৮০.৩৭** |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **২৫৭৩.৯৬** | | **২৫৬০.১৭** |

**৯.০** **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ২২৩৮.২৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩১/০৩/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- পরবর্তীতে নতুন পে স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা পুনঃনির্ধারণ, বিভিন্ন প্রদর্শনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় কাঁকড়া হ্যাচারির নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পটি ২৫৭৩.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০৬/২০১৭ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

**১১.০** **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৫-২০১৬ | ১০০০.০০ | ১০০০.০০ | - | ১০০০.০০ | ৯৯৯.৯২ | ৯৯৯.৯২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৮২১.০০ | ৮২১.০০ | - | ৮২১.০০ | ৮২০.৩৯ | ৮২০.৩৯ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩৯৩.০০ | ৩৯৩.০০ | - | ৩৯৩.০০ | ৩৮৭.১০ | ৩৮৭.১০ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩৬০.০০ | ৩৬০.০০ | - | ৩৬০.০০ | ৩৫২.৭৬ | ৩৫২.৭৬ | - |
| **মোটঃ** | **২৫৭৪.০০** | **২৫৭৪.০০** | - | **২৫৭৪.০০** | **২৫৬০.১৭** | **২৫৬০.১৭** | - |

**১২.০** **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ডঃ বিনয় কুমার চক্রবর্তী, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ১৩/০৭/২০১৫ | ০৪/০৩/২০১৮ |

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০২ | মিসেস মাসুদা বেগম, উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর | ১২/০৪/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৯ |

**১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্প মেয়াদকালে ১৬১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি বিষয়ে ৩৬৮ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে) মোট ৭৩৬০ জন মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩.২ **রিফ্রেশার প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্প থেকে ৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতামূলক ৩৮০ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে) মোট ১১৪০০ জনকে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩.৩ **পুকুরে কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনীঃ** প্রকল্প এলাকায় ২২৪টি পুকুরে কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী বাবদ ৩০১.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **পেনে কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনীঃ** খামারীদের পেনে কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি ও মোটা তাজাকরণের জন্য ৩৪৬টি পেনে প্রদর্শনী করা বাবদ ২৮৮.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **খাঁচায় কাঁকড়া মোটা তাজাকরণ প্রদর্শনীঃ** পুকুর/জলাশয়ে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি ও মোটা তাজাকরণের জন্য ৩৪১টি প্রদর্শনী করা বাবদ ৩৪৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **জলাশয়/পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীঃ** কুচিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণকে কুচিয়া চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২৫৬টি জলাশয়/পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী বাবদ ৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **পুকুরে ও খাঁচায় কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীঃ** প্রকল্প এলাকার ১৪টি পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী বাবদ ৪৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **খামারের সিস্টার্নে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রদর্শনীঃ** ১৯টি খামারের সিস্টার্নে কুচিয়া চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদনের জন্য ২৪.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ **কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারিতে ক্র্যাবলেট ও কিশোর কাঁকড়া উৎপাদন কার্যক্রমঃ** কক্সবাজারে নির্মিত কাঁকড়া হ্যাচারিতে ও নার্সারিতে ক্র্যাবলেট ও কিশোর কাঁকড়া উৎপাদন বাবদ ২২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১০ **জিপ গাড়ী ক্রয়ঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১টি জিপ গাড়ী ক্রয় করা হয় ও এ বাবদ ৭০.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১১ **সিস্টার্ন নির্মাণঃ** কুচিয়া উৎপাদনের জন্য ১৫টি সিস্টার্ন নির্মাণ করা হয় এবং এ বাবদ ৪১.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১২ **কাঁকড়া হ্যাচারী নির্মাণ ও নার্সারী স্থাপনঃ** কক্সবাজার কলাতলীতে ৩৩০.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়। হ্যাচারিতে কাঁকড়া চাষ করার উপযোগী পুকুর ও নার্সারি স্থাপন করা হয়।

**১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

আইএমইডি কর্তৃক ১৮/০৬/২০১৯ তারিখে কক্সবাজার ও ১৩/০৯/২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের অর্থে কক্সবাজারের কলাতলীতে পুরাতন বাগদা হ্যাচারি ক্যাম্পাসে কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়। উক্ত হ্যাচারি নির্মাণে ব্যয় হয় ৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা। হ্যাচারি নির্মাণ স্থান নিচু হওয়ায় ভূমি উন্নয়ন করা হয়। হ্যাচারি ভবন, অফিস কক্ষ, ২টি জেনারেটরসহ বড় কক্ষ, মিনি ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। কাঁকড়ার ডিম হতে রেনু পোনা উৎপন্ন ও কাঁকড়ার খাবার উৎপন্ন করার জন্য ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, আসবাবপত্র, মিডিয়া মাইক্রোস্কোপ, স্কেল, ফার্টিলাইজার, ওয়াটার স্টেবিলাইজার, বাইন্ডিং মেশিন, ভ্যাকুয়ামক্লিনার সরবরাহ করা হয়। ল্যাবরেটরি নির্মাণের পর মার্চ ২০১৯ হতে সমূদ্র হতে মা কাঁকড়া সংগ্রহ করে রেনু পোনা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।

১৪.২ মা কাঁকড়া ও পোনা কাঁকড়া চাষের জন্য হ্যাচারি এলাকায় ৯টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়। হ্যাচারি থেকে উৎপন্ন পোনা পুকুরে চাষ করা হবে। সাগরের লোনা পানি সহনীয় মাত্রায় রূপান্তরের জন্য পানি শোধনাগার নির্মাণ এবং পানি সংরক্ষণ করার জন্য মিনি ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন করা হয়। কাঁকড়া হ্যাচারিতে পদায়নরত কর্মচারীদের জন্য এক তলা বিশিষ্ট স্টাফ ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়।

১৪.৩ প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো অনুযায়ী কক্সবাজার কাঁকড়া হ্যাচারিতে বর্তমানে জনবল সংকট রয়েছে। দেশের আদিবাসী, উপজাতি, কিছু ধর্মাবলম্বীরা কাঁকড়া সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে খেয়ে থাকে এবং বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা সম্ভব। তাই হ্যাচারিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাঁকড়া উৎপাদন করে প্রচুর রাজস্ব আয় করা সম্ভব।

কক্সবাজার কাঁকড়া হ্যাচারি ভবন

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কাঁকড়া হ্যাচারির ভেতর অংশ

ডিমওয়ালা মা কাঁকড়া

সংলগ্ন ল্যাবরেটরিতে কাঁকড়া পরীক্ষা

খননকৃত পুকুরে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ

২টি জেনারেটরসহ বড় কক্ষ

ওভারহেড লোনা পানির সংরক্ষণাগার

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় প্রকল্পের অর্থে নির্মিত সিস্টার্ণে উন্নত জাতের কুচিয়া উৎপাদন

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় যেসব পোনা প্রদর্শনী কেন্দ্র উন্নয়ন ও সিস্টার্ণ নির্মাণ করা হয় তার তালিকা নিম্নরূপঃ

(ক) সিস্টার্নে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রদর্শনী কেন্দ্রঃ

| ক্রঃ নং | সিস্টার্নে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রদর্শনী কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থ | বর্তমান অবস্থা (সচল/অচল) |
|---|---|---|---|
| ১ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ | ২,৯৪,০০০.০০ | সচল |
| ২ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, নেত্রকোনা | ২,৯৪,০০০.০০ | |
| ৩ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা | ২,৯৪,০০০.০০ | |
| ৪ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | ২,২০,৫০০.০০ | |
| ৫ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ২,৯৪,০০০.০০ | |

(খ) কুচিয়া উৎপাদনের জন্য সিস্টার্ন (১৫টি) নির্মাণঃ

| ক্রঃ নং | কুচিয়ার পোনা উৎপাদনের জন্য নির্মিত সিস্টার্ন কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থ | নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ | বর্তমান অবস্থা (সচল/অচল) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ | ৮,৪০,০০০.০০ | ০৯/১০/১৬ | সচল |
| ২ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, নেত্রকোনা | ৮,৪০,০০০.০০ | ০৯/১০/১৬ | |
| ৩ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা | ৮,৪০,০০০.০০ | ০৯/১০/১৬ | |
| ৪ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | ৮,৪০,০০০.০০ | ০৯/১০/১৬ | |
| ৫ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ৮,৪০,০০০.০০ | ০৯/১০/১৬ | |

(গ) কুচিয়া চাষ (প্রদর্শনীর জন্য ডাইকের উপরের অংশে প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক ৫টি)

| ক্রঃ নং | প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক সম্পন্নকৃত প্রদর্শনী কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থ | নির্মাণ কাজ সমাপ্তির তারিখ | বর্তমান অবস্থা (সচল/অচল) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ | ১,৬০,০০০.০০ | ২৮/০৩/১৬ | সচল |
| ২ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, সদর, নেত্রকোনা | ১,৬০,০০০.০০ | ২৮/০৩/১৬ | |
| ৩ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা | ১,৬০,০০০.০০ | ২৮/০৩/১৬ | |
| ৪ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | ১,৬০,০০০.০০ | ২৮/০৩/১৬ | |
| ৫ | মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ১,৬০,০০০.০০ | ২৮/০৩/১৬ | |

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে পুকুর ও ধান ক্ষেতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন; | কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন কৌশল উন্নয়ন করে মাঠ পর্যায়ে খামারীদের প্রদর্শন করা হয়। কক্সবাজার সদরের কলাতলীতে হ্যাচারি স্থাপনের মাধ্যমে কাঁকড়ার প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ২) সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষে দেশীয় জ্ঞান সম্প্রসারণ; | বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য ডাটা ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। |
| ৩) কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; | সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৭৩৬০ জন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ ও ১২৫৪০ জন উপকারভোগীকে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| ৪) দরিদ্র সুফলভোগী বিশেষ করে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; | সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উপকারভোগী ও বিশেষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১২২০টি নার্সারি খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ৫) কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষে উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে জলজ ইকো সিষ্টেম উন্নয়ন; | প্রকল্পের উপকারভোগীদের সহায়তায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষে উন্নততর ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে জলজ ইকো সিষ্টেম উন্নয়ন করা হয়; |
| ৬) কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। | কুচিয়া ও কাঁকড়া রপ্তানীর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প চলাকালে প্রতি বছর ২৮৬.৬১১ মে.টন কুচিয়া ও কাঁকড়া উৎপাদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কুচিয়া ও কাঁকড়া দৈনন্দিন বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ কক্সবাজারে নির্মিত কাঁকড়া হ্যাচারিটি চালু রয়েছে এবং কাঁকড়া চাষ অব্যাহত রয়েছে। খামারীদের নিকট উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনার প্রচুর চাহিদা রয়েছে। হ্যাচারির সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংস্থান প্রস্তাব করা হয়েছে যা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে হ্যাচারিতে মৎস্য অধিদপ্তর হতে মাত্র ৩ জন কর্মকর্তা ও ২ কর্মচারী সংযুক্ত করে পদায়ন করা হয়। উক্ত জনবল দিয়ে হ্যাচারি চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল না থাকায় হাচারিটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে সরকার বিপুল রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৬.২ প্রকল্পের অর্থে ৭০.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান, জীপ গাড়ীটি প্রকল্প সমাপ্তির পর মৎস্য অধিদপ্তরে জমা দেয়া হয়েছে। গাড়ীটি কোথায় ব্যবহার হচ্ছে তা তিনি অবগত নন। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ীটি সরকারী পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি।

১৬.৩ দেশে কুচিয়া ও কাঁকড়া উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খামারের সিস্টার্নে কুচিয়ার পোনা উৎপাদন প্রদর্শনী, কুচিয়া উৎপাদনের জন্য সিস্টার্ন নির্মাণ, পুকুরে/খাঁচায় কুচিয়া চাষ, জলাশয়ে কুচিয়া চাষ, পেনে ও খাচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ বিষয়ে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের সহায়তাপ্রাপ্ত খামারগুলোতে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ অব্যাহত রাখা হচ্ছে কি-না তা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মৎস্য দপ্তর থেকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬.৪ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয় এবং বেশ কিছু অডিট আপত্তি ছিল। এসব অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে কি-না তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন করা হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, হ্যাচারি যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে প্রকল্পের নামকরণ করা নেই। ফলে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামাল/উপকরণের সাথে অন্য প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে ক্রয়কৃত মালামালের কোন পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬.৬ মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পৃথকভাবে একই সময়ে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষের ওপর ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ১টি গবেষণাধর্মী ও অন্যটি বিনিয়োগধর্মী। দুটি প্রকল্পের কার্যক্রম অনেকাংশে মিল থাকলেও দুটি সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কম রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে দুটি সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কক্সবাজার কাঁকড়া হ্যাচারিতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/ পদায়নের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের যানবাহন সরকারী নিয়মানুযায়ী পরিবহন পুলে দ্রুত জমা দিতে হবে;

১৭.৩ কুচিয়া ও কাঁকড়া উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণসহ যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে সেগুলোতে যথারীতি কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিবিড় পরিবীক্ষণ করবে;

১৭.৪ সরকারের অর্থে ক্রয়কৃত মালামাল সহজে সনাক্তকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের সংগৃহীত মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৫ কক্সবাজার কাঁকড়া হ্যাচারি ও বিভিন্ন জেলায় ৫টি সরকারী কুচিয়া খামারে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৬ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা এবং বিগত অর্থ বছরের অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করে তার প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৭ দেশে মৎস্য জাত সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

১৭.৮ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট-বেইজড ডেইরি রিভোলুশান এন্ড মিট প্রোডাকশন (ডিআরএমপি) প্রজেক্ট: প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (১ম সংশোধিত) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট-বেইজড ডেইরি রিভোলুশান এন্ড মিট প্রোডাকশন (ডিআরএমপি) প্রজেক্ট: প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

**৫.০ স্টাডির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৯৫৭.০০<br>২০.০০<br>৯৩৭.০০ | ৯৫৭.০০<br>২০.০০<br>৯৩৭.০০ | ৮৪০.৪৪<br>১৭.৪৫<br>৮২২.৯৯ | আগস্ট ২০১৭ হতে জুন ২০১৮ | আগস্ট ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ | আগস্ট ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ | -- | ৬ মাস (৬৬.৬৬%) |

■ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বিভিন্ন ধরনের পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি তৈরি এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল তৈরি করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তিতে আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- To conduct various studies for preparing Development Project Proposal (DPP);
- To prepare Project Implementation Manual (PIM) including operational, financial and administrative procedures for DRMP;
- To recruit project personnel, experts/consultants for project formulation, project implementation, monitoring and evaluation modality development and outsourcing farms/organization for studies.

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পরামর্শক নিয়োগ
- খামার গবেষণা
- অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- অফিস (আংশিক) নির্মাণ- ২৮০ ব.মি.

## ৮.০ টিপিপি অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | রাজস্ব ব্যয়ঃ | | | | | |
| ১ | ভ্রমণ ব্যয় | | - | ৫.০০ | - | ১.৭২ |
| ২ | ডাক খরচ | | - | ০.০৩ | - | ০ |
| ৩ | টেলিফোন বিল | সংখ্যা | ১২ | ০.৩৬ | ২ | ০.০১ |
| ৪ | মোবাইল ফোন বিল | সংখ্যা | ১২ | ০.১২ | ১২ | ০.১২ |
| ৫ | জ্বালানী, গ্যাস, লুব্রিকেন্ট | | - | ৮.০০ | - | ৫.৮০ |
| ৬ | স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস | | - | ৭.০০ | - | ৬.৪৪ |
| ৭ | ফার্ম ফর স্টাডি (Expenditure by the Public Sector and Social Mangement Framework (ESMF) | সংখ্যা | ১ | ২৮.০০ | ১ | ২৮.০০ |
| ৮ | ফার্ম ফর স্টাডি (including conducting animal production system and produces consumption pattern) | সংখ্যা | ৪ | ২৫০.০০ | ৪ | ২৫০.০০ |
| ৯ | আইএলএম ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন | সংখ্যা | ১ | ৫.০০ | ১ | ৫.০০ |
| ১০ | বিজ্ঞাপন ও যোগাযোগ | থোক | - | ৬.০০ | - | ২.৯০ |
| ১১ | বিদেশ সফর | সংখ্যা | ৫+৮ | ৭৮.০০ | ৫+৭ | ৪৭.৯৭ |
| ১২ | ওয়ার্কশপ/সেমিনার | থোক | - | ৩০.০০ | - | ৭.৯১ |
| ১৩ | গাড়ী ভাড়া | থোক | - | ১৬.০০ | - | ১৩.৮২ |
| ১৪ | পরামর্শকের (জাতীয়) বেতন-ভাতা | জনমাস | ৯০ | ২৭৫.৭১ | ৮৬ | ২৩৮.৭৩ |
| ১৫ | পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা | জনমাস | ৩৬.৮ | ২৫.৩০ | ৩৬.৮ | ১৯.৯২ |
| ১৬ | সম্মানী/ফি | থোক | - | ১০.০০ | - | ১১.৬৪ |
| ১৭ | কম্পিউটার এক্সেসরিজ ও সফটওয়ার | থোক | - | ৪.৫৫ | - | ৪.৫৫ |
| ১৮ | বিবিধ ব্যয় (ফেরি টোল, ট্যাক্স, ওভারটাইম ও অন্যান্য) | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯২ |
| ১৯ | বৈদ্যুতিক উপাদান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ২০ | অফিস পুনঃনির্মাণ | থোক | - | ১৭.৯০ | - | ১৭.৮৯ |
| | উপ-মোট (রাজস্ব): | | | ৭৬.৯৭ | | ৭২.৩৪ |
| | মূলধন ব্যয়ঃ | | | | | |
| ২১ | ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ১.০৮ | ১ | ১.০৬ |
| ২২ | ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, এলইডি টিভি | সংখ্যা | ২৩+১ | ৩২.০০ | ২৩+১ | ৩১.৯৭ |
| ২৩ | ফটোকপিয়ার ও টোনার | সংখ্যা | ৫ | ৬.১৩ | ৫ | ৫.৯৮ |
| ২৪ | ফ্যাক্স মেশিন | সংখ্যা | ২ | ০.১৯ | ২ | ০.১৯ |
| ২৫ | স্ক্যানার | সংখ্যা | ২ | ১.৪২ | ২ | ১.৪০ |
| ২৬ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ২ | ২.১৪ | ২ | ২.১৪ |
| ২৭ | এয়ার কন্ডিশনার | সংখ্যা | ৬ | ১০.০০ | ৬ | ৯.৪৭ |
| ২৮ | ওয়াটার হিটার, মাইক্রো ওভেন, পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন, ফ্রিজ | থোক | - | ৪.০০ | - | ৩.৯৯ |
| ২৯ | বাইন্ডিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াটার স্টারিলাইজার | থোক | - | ৩.০০ | - | ২.৯৯ |
| ৩০ | ফোন সেট-২, সেল ফোন-২, ট্যাব | সংখ্যা | ৪ | ২.৩০ | ৪ | ২.১৫ |
| ৩১ | অফিস আসবাবপত্র, ফাইল কেবিনেট, আলমিরা | থোক | - | ১২.০০ | - | ৯.৪১ |
| ৩২ | ওয়াই ফাই রাউটার স্থাপন | থোক | - | ২.৭৭ | - | ২.৭৭ |
| ৩৩ | অফিস স্পেস নির্মাণ | ব.মি. | ২৮০ | ১০৩.০০ | ২৮০ | ৯৪.৫৯ |
| | উপ-মোট (মূলধন): | | | **১৮০.০৩** | | **১৬৮.১০** |
| | মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন): | | | **৯৫৭.০০** | | **৮৪০.৪৪** |

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের টিএপিপি ৯৫৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ২০.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ৯৩৭.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগস্ট, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/০৮/২০১৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় যথাসময়ে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১ম বার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত টিএপিপি ১২/০৮/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৫২৯.৫৩ | ৬.৫৩ | ৫২২.৯৯ | ৬.৫৩ | ৫২৯.৫৩ | ৬.৫৩ | ৫২২.৯৯ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩১৬.০০ | ১১.০০ | ৩০৫.০০ | ১১.০০ | ৩১০.৯১ | ১০.৯১ | ২৯৯.৯৯ |
| **মোটঃ** | **৮৪৫.৫৩** | ১৭.৫৩ | **৮২৭.৯৯** | **১৭.৫৩** | **৮৪০.৪৪** | ১৭.৪৪ | **৮২২.৯৮** |

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ড. মোঃ রুহুল আমিন, প্রাণিসম্পদ অর্থনীতিবিদ | ০১.১০.২০১৭ | ৩১/১২/২০১৮ |

১৩.০ **প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ESMF) নিয়োগঃ প্রকল্পের Expenditure by the Public Sector and Social Management Framework (ESMF)/ Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) প্রণয়নের জন্য ১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। এ বাবদ ব্যয় হয় ২৮.০০ লক্ষ টাক।

১৩.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগঃ প্রকল্পের (1) Animal Production System and Produces Consumption Pattern, (2) Assessment of Bangladesh Livestock Infrastructure Conditions and Investment Needs, (3) Review of the Current Policy Framework, (4) Assessment of Current Capacity and Expenditure by the Public Sector প্রণয়নের জন্য ৪টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। এ বাবদ ব্যয় হয় ২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৩ বিদেশ সফরঃ প্রকল্পের আওতায় Cattle Insurance, Dairy Cooperatives and Dairy Hub Model-বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য ৫ জন কর্মকর্তাকে ভারতে ৭ দিনের এবং Food Safety, Value chain Practices বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য ৭ জন কর্মকর্তাকে নেদারল্যান্ড-এ ৭ দিনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৩.৪ পরামর্শক নিয়োগঃ নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ৮৬ জনমাসের জন্য স্থানীয় পরামর্শকের সম্মানী বাবদ ২৩৮.৭৩ লক্ষ টাকা এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ ১৯.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ মেরামত ও সংস্কারঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার বাবদ ১৭.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ অফিস নির্মাণঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৭ম তলার একাংশ ২৮০ ব.মি. নির্মাণ বাবদ ৯৪.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক শাহ জহুরুল হোসেন কর্তৃক ১৬/১১/২০১৯ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১ প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি তৈরি এবং নতুন প্রকল্পের গ্রহণের জন্য এ প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের নিমিত্ত ২টি ব্যাচে মোট ১২ জন কর্মকর্তাকে ভারত ও নেদারল্যান্ডে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪.২ প্রকল্পের আওতায় নতুন ডিপিপি প্রণয়ন করার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের গবাদি পশুর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, দুধ বাজারজাতকরণ, দুধ প্রক্রিয়াকরণ, উন্নত গবাদি পশুর জাত বৃদ্ধি বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

১৪.৩ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, এলইডি টিভি, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এ/সি, অফিস যন্ত্রপাতি, অফিস ও কনফারেন্স রুমের আসবাবপত্র, ওয়াইফাই রাউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় করা হয়। এসব যন্ত্রপাতিগুলো বর্তমানে নতুন প্রকল্পের কার্যালয়ে ব্যবহার করা হয়।

১৪.৪ প্রকল্পের নতুন ডিপিপি প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই, মাঠ জরিপ করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৯ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। ডিপিপি প্রণয়ন বিশেষজ্ঞ- ৮ জনমাস, ক্রয় বিশেষজ্ঞ- ৭ জনমাস, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ- ১১.৫ জনমাস, প্রাণি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ- ৯ জনমাস, পরিবেশ ও আইএলএম ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ- ১১ জনমাস, জাতীয় ডেইরি বিশেষজ্ঞ- ১২ জনমাস, খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ- ১১ জনমাস, প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল (পিআইএম) বিশেষজ্ঞ- ৫ জনমাস, প্রকৌশলী পরামর্শক- ৫ জনমাস নিয়োজিত ছিলেন।

১৪.৫ আলোচ্য Preparation Facility প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের অর্থে সংগৃহীত অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র যা বর্তমানে এলডিডিপি প্রকল্পের দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| • To conduct various studies for preparing Development Project Proposal (DPP); | প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন হয়েছে মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। |
| • To prepare Project Implementation Manual (PIM) including operational, financial and administrative procedures for DRMP; | |
| • To recruit project personnel, experts/consultants for project | |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| formulation, project implementation, monitoring and evaluation modality development and outsourcing farms/organization for studies. | |

**১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৬.১ প্রকল্পের অধিকাংশ উপকরণ, অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র বর্তমানে "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন" প্রকল্পের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্পের ক্রয়কৃত গ্যাসের চুলা, মাইক্রোওভেন, ফাইল সেলফসহ কিছু উপকরণ এখনো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

১৬.২ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে (পিসিআর) পৃষ্ঠা-৫ প্রকল্প মেয়াদকাল, পৃষ্ঠা- ৬ ভ্রমণ ব্যয়, পৃষ্ঠা- ৭ পরামর্শক জনমাস, সম্মানী ব্যয় তথ্য ভুল প্রদর্শন করা হয়েছে যা সমীচীন হয়নি।

১৬.৩ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও উক্ত সময় পর্যন্ত ৬ মাসের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

১৬.৪ প্রকল্পের আরটিএপিপিতে সম্মানী/ফি খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। অথচ এ খাতে ব্যয় হয়েছে ১১.৬৪ লক্ষ টাকা। এ খাতে ১.৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য, সম্মানী/ফি খাতের ব্যয় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ।

১৬.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যেসব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত কর্মশালায় পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র সদস্য অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

১৬.৬ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভবনের ৭ম তলায় অর্ধেক অংশ নির্মাণ করা হয়। সেখানে বর্তমানে নতুন প্রকল্পের পিডি, ডিপিডিসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু কনফারেন্স হলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের জন্য পাশে কোন সাধারণ বাথরুম সংস্থান রাখা হয়নি।

**১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>**

১৭.১ এ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত সকল মালামাল/উপকরণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করতে হবে এবং সকল উপকরণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.২ ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথ পর্যবেক্ষণ করে নির্ভুল ও তথ্যবহুল পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের শেষ অর্থবছরের (৬ মাস) অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

১৭.৪ সম্পূর্ণ জিওবি অর্থের সম্মানী/ফি খাতে আরটিএপিপি সংস্থান অপেক্ষা ১.৬৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনার/কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সম্পৃক্ত রাখা আবশ্যক;

১৭.৬ ভবিষ্যতে দাপ্তরিক নির্মাণ কার্যক্রমে কনফারেন্স হল, অফিস কক্ষের জনবলের সংস্থান অনুযায়ী বাথরুম নির্মাণ করা সমীচীন হবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : সাভার (বিএলআরআই), রাজশাহী (গোদাগাড়ী), সিরাজগঞ্জ (আলোকদিয়া, শাহজাদপুর), যশোর (ঝিকরগাছা)।

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৬৯০.৫৫ | ১২৫৪.০০ | ১১৯৪.১২ | জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ | জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯ | জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯ | +৫০৩.৫৭ (৭২.৯২%) | ৩ বছর (৬০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

## ৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

৬.১ **পটভূমিঃ** প্রাণিসম্পদ খাত বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাণিসম্পদ খাত বিভিন্নভাবে যেমন- খাদ্য, পুষ্টি, আয়, হাল চাষ, কৃষিতে জৈব সার ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে সমাজ এবং অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। প্রাণিসম্পদ ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী হতেও সহায়তা করে থাকে। প্রাণিসম্পদের উন্নতির অন্তরায়সমূহের মধ্যে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ (এফএমডি) ও ছাগলের পিপিআর রোগ অন্যতম। এফএমডি ও পিপিআর উভয়ই চোঁয়াচে প্রকৃতির ও দ্রুত সংক্রামিত রোগ। সংক্রমিত অঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ৮০-৯০% হতে পারে যেখানে আক্রান্ত প্রাণীর ৪০-৮০% মৃত্যু হতে পারে। বিএলআরআই পিপিআর রোগের ওপর ব্যাপক গবেষণা করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে টীকা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু রোগটি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত পিপিআর ভাইরাস-এর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং ইপিডিমিওলজি জানা অতি প্রয়োজনীয়। যার মাধ্যমে কার্যকরি নতুন প্রজন্মের টীকা উৎপাদন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। এরই প্রেক্ষিতে সার্কভুক্ত দেশগুলো এ রোগ দুটি নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ রোগ সনাক্ত করার জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছে। এ রোগগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে ১৩তম সার্ক সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার প্রধানগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সার্কভুক্ত প্রতিটি দেশে অন্ততঃ একটি করে এফএমডি ও পিপিআর রোগ নির্ণয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক দেশে এফএমডি ও পিপিআর রোগের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণাগার এবং সার্কভুক্ত সরকার প্রধানদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সার্ক অঞ্চলের জন্য ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রেফারেন্স গবেষণাগার স্থাপনের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) মলিকুলার প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease- FMD) এবং পিপিআর (Peste des Petits Ruminants) রোগের মহামারী গবেষণা (Epidemiological Study) পরিচালনা;

খ) মহামারী সংক্রান্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগ (FMD) ও পিপিআর রোগের ঝুঁকির কারণসমূহ (Risk Factors) চিহ্নিতকরণ;

গ) আঞ্চলিকভাবে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ দমনের জন্য এসব রোগের জিনতাত্বিক সম্পর্ক (Phylogenetic relationship) বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;

ঘ) ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন;

ঙ) ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের নতুন প্রজন্মের টিকা উদ্ভাবন; এবং

চ) উদ্ভাবিত প্রতিরোধ মডেল ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক) মাঠ গবেষণা ও পিএইচডি প্রোগ্রাম;
খ) কেমিক্যাল এন্ড রিএজেন্ট, ঔষধ, টিকা ও অন্যান্য
গ) যানবাহন ক্রয় (জীপ গাড়ী- ১টি, মাইক্রোবাস- ১টি, বাই সাইকেল- ১০টি)
ঘ) ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি;
ঙ) আসবাবপত্র সরবরাহ;
চ) সাভার ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি সংস্কার;
ছ) সাভার ভাইরোলজি ল্যাবঃ এক ইউনিট উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ;
জ) রাজশাহীতে অফিস কাম-ল্যাবঃ নির্মাণ ও এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ;
ঝ) বাউন্ডারী ওয়াল ও বহিঃবিদ্যুতায়ন।

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্বঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ৪ | ৬০.১৩ | ৪ | ৫৩.৩১ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ৮ | ৪৫.৭১ | ৮ | ৪৪.৫০ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ১৩ | ১১৪.০৪ | ১৩ | ৯০.৫৬ |
| ৪ | ভ্রমণ ভাতা | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ৫ | টেলিফোন বিল | থোক | - | ০.৪০ | - | ০.৪০ |
| ৬ | জ্বালানী ও তৈল | থোক | - | ১৬.০০ | - | ১৬.০০ |
| ৭ | প্রকাশনা | সংখ্যা | ৪ | ৫.০০ | ৪ | ৫.০০ |
| ৮ | মাঠ গবেষণা ব্যয় | থোক | - | ৮৯.০০ | - | ৭৪.০০ |
| ৯ | গণমাধ্যমে প্রচারণা | সংখ্যা | ৫ | ৮.০০ | ৫ | ৬.৪৯ |
| ১০ | পিএইচডি বৃত্তি | জন | ২ | ১২.০০ | ২ | ১২.০০ |
| ১১ | ট্রেনিং | জন | ১৫০০ | ১৫.০০ | ১০০৪ | ১৫.০০ |
| ১২ | ওয়ার্কশপ | সংখ্যা | ৫ | ৫.০০ | ৫ | ৫.০০ |
| ১৩ | অনিয়মিত শ্রমিক | থোক | - | ১২.০০ | - | ১০.৬৫ |
| ১৪ | কেমিক্যাল এন্ড রিএজেন্ট, ঔষধ, টিকা ও অন্যান্য | থোক | - | ২৪০.০০ | - | ২৩৪.৯১ |
| ১৫ | কারিগরী পরামর্শ | জন | ২ | ৬.৪০ | ২ | ৬.৪০ |
| ১৬ | প্রকল্প মূল্যায়ন | সংখ্যা | ১ | ৪.০০ | ১ | ৪.০০ |
| ১৭ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ১৮ | বিবিধ | থোক | - | ২০.৫০ | - | ২০.৫০ |
| | **উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়** | | | **৬৮৩.১৮** | | **৬২৮.৭২** |
| | **(খ) মূলধনঃ** | | | | | |
| ১৯ | জীপ গাড়ী | সংখ্যা | ১ | ৭৮.৫০ | ১ | ৭৮.৫০ |
| ২০ | মাইক্রোবাস | সংখ্যা | ১ | ৪০.০০ | ১ | ৪০.০০ |
| ২১ | মোটর সাইকেল | সংখ্যা | ৫ | ৭.৫০ | ৫ | ৭.৫০ |
| ২২ | বাইসাইকেল | সংখ্যা | ১০ | ১.০০ | ১০ | ১.০০ |
| ২৩ | ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ০.৩০ | ১ | ০.৩০ |
| ২৪ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৫০ |
| ২৫ | কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ | সংখ্যা | ১ | ০.৭০ | ১ | ০.৭০ |
| ২৬ | ল্যাপটপ | সংখ্যা | ২ | ১.৪০ | ২ | ১.৪০ |
| ২৭ | অফিস ও ল্যাবরেটরি ফার্নিচার | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২৮ | ল্যাবঃ যন্ত্রপাতি | থোক | - | ১৮৯.৮২ | - | ১৮৪.৪০ |
| ২৯ | ভূমি হস্তান্তর | থোক | - | ০.৭৫ | - | ০.৭৫ |
| ৩০ | বিদ্যমান ভাইরোলজি ল্যাবঃ সংস্কার | ব.মি. | ৩২০ | ২৫.০০ | ৩২০ | ২৫.০০ |
| ৩১ | ভাইরোলজি ল্যাবঃ এক ইউনিট উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ | ব.মি. | ৩২০ | ১১১.১৮ | ৩২০ | ১১১.১৮ |
| ৩২ | রাজশাহীতে অফিস কাম-ল্যাবঃ নির্মাণ | ব.মি. | ১২০ | ৫৩.১৯ | ১২০ | ৫৩.১৯ |
| ৩৩ | রাস্তা (এইচ.বি.বি) | ব.মি. | ২৫০ | ৭.০০ | ২৫০ | ৭.০০ |
| ৩৪ | বাউন্ডারী ওয়াল | ব.মি. | ২০০ | ১৩.৭৮ | ২০০ | ১৩.৭৮ |
| ৩৫ | বহিরাঙ্গান বিদ্যুতায়ন | থোক | - | ২৪.২০ | - | ২৪.২০ |
| | **মোট মূলধন ব্যয় (খ)** | | | **৫৭০.৮২** | | **৫৬৫.৪০** |
| | **সর্বমোট (ক+খ+গ)** | | | **১২৫৪.০০** | | **১১৯৪.১২** |

**৯.০** **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটির মূল ডিপিপি'র ওপর ২১/০৩/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে পুনর্গঠিত ডিপিপি ৬৯০.৫৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৪/১১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**১ম সংশোধনঃ** সাভার বিএলআরআই-এর ভাইরোলজী ল্যাবকে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করতঃ গুণগত ও আন্তর্জাতিক মানের বিবেচনায় কিছু পূর্ত কাজ অন্তর্ভূক্ত করার কারণে প্রাক্কলিত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ১মবার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৬ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১৯/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**২য় সংশোধনঃ** গবেষণা ব্যয় নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তকরণ, ল্যাব যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রাক্কলিত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ২য়বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫৪.০০ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৪/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**১১.০** **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১১-২০১২ | ৪৯.৯০ | ৪৯.৯০ | - | ৪৯.৯০ | ৪৯.৯০ | ৪৯.৯০ | - |
| ২০১২-২০১৩ | ২৫০.০০ | ২৫০.০০ | - | ২৫০.০০ | ২৪৯.২৩ | ২৪৯.২৩ | - |
| ২০১৩-২০১৪ | ১৭৫.০০ | ১৭৫.০০ | - | ১৭৫.০০ | ১৭৪.৯৯ | ১৭৪.৯৯ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৭৮.০০ | ১৭৮.০০ | - | ১৭৮.০০ | ১৭৭.৯৯ | ১৭৭.৯৯ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ১১৪.০০ | ১১৪.০০ | - | ১১৪.০০ | ১১৪.০০ | ১১৪.০০ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৬২.০০ | ১৬২.০০ | - | ১৬২.০০ | ১৫৮.২৩ | ১৫৮.২৩ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ১৩৬.০০ | ১৩৬.০০ | - | ১৩৬.০০ | ১৩৪.৮২ | ১৩৪.৮২ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ১৩৬.০০ | ১৩৬.০০ | - | ১৩৫.০০ | ১৩৪.৯৭ | ১৩৪.৯৭ | - |
| **মোটঃ** | **১২০০.৯০** | **১২০০.৯০** | **-** | **১১৯৯.৯০** | **১১৯৪.১২** | **১১৯৪.১২** | **-** |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন<br>প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই | ১২/০৪/২০১২ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ মাঠ গবেষণাঃ বিএলআরআই কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৭৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ২ জন কর্মকর্তাকে পিএইচডি সম্পন্ন বাবদ ১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.২ কেমিক্যাল এন্ড রিএজেন্ট, ঔষধ, টিকাঃ সাভার বিএলআরআই ও রাজশাহী গোদাগাড়ী ল্যাবরেটরিতে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের কেমিক্যাল ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এ বাবদ ২৩৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ প্রকল্পের সাভার বিএলআরআই ল্যাবরেটরি মেরামত বাবদ মোট ব্যয় হয় ১৫.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ যানবাহন সংগ্রহঃ ১টি জীপ গাড়ি, ১টি মাইক্রোবাস (মোবাইল ক্লিনিক), মটর সাইকেল ৫টি, ১০টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়। এসব যানবাহন বাবদ ১২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৫ ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআই, রাজশাহী গোদাগাড়ী ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৮৪.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ আসবাবপত্র ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআই, রাজশাহী গোদাগাড়ী ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি, সাভার বিএলআরআইঃ সাভার বিএলআরআই-তে ভাইরোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি সংস্কার বাবদ ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ সাভার ভাইরোলজি ল্যাবের এক ইউনিট উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ সাভার বিএলআরআই-তে ৩য় তলা বিশিষ্ট ভাইরোলজিক্যাল ল্যাবরেটরির ৪র্থ তলা উর্ধ্বমুখী সম্পসারণ করা হয়। এসব নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় হয় ১১১.১৮ লক্ষ টাকা।

১৩.৯ গোদাগাড়ীতে অফিস কাম ল্যাব ভবন, রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণঃ রাজশাহী গোদাগগাড়ীতে এক তলা বিশিষ্ট অফিস কাম-ল্যাবঃ ভবন নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল ও রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এসব নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় হয় ৭৩.৯৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া ২৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ল্যাবরেটরি এলাকায় বহিরাঙ্গন বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন স্থাপন করা হয়;

## ১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ১৬/০৬/২০১৯ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় ও ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে সাভার বিএলআরআইতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

### ১৪.১ গবেষণা অর্জন:

- প্রকল্পের আওতায় ২টি নির্ধারিত পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল, যা ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে।
- ক্ষুরারোগ ভ্যাকসিনের মাস্টার সিড উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ২৯/০২/২০১৬ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- আঞ্চলিকভাবে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ীতে কয়েকটি গ্রামে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- পিপিআর রোগের তাপসহিষ্ণু (Thermostable) ভ্যাকসিন ২০১৩ সালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
- পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি ২ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৪.২ **অন্যান্য অর্জন:**

- সাভারের ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি (SAARC Regional Leading Laboratory for PPR) সংস্কারঃ বিএলআরআই, সাভারে ভাইরোলজি ল্যাবরেটরি দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় ল্যাবরেটরির দেয়াল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। ল্যাবরেটরির অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করতো না। এ প্রকল্পের অর্থে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২০ বঃমিঃ আয়তনের ল্যাবরেটরিটি রিমডেলিং-এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। এর ফলে ল্যাবরেটরিটির স্ট্যান্ডার্ড BSL (Bio Safety Level) 1 হতে BSL2+ এ উন্নীত হয়েছে। ল্যাবরেটরিটি ইতোমধ্যে SAARC Regional Leading Laboratory for PPR হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৪.৩ **ভাইরোলজি ল্যাবরেটরির এক ইউনিট উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণঃ**

- প্রকল্পের আওতায় ১১৮.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাইরোলজি ল্যাবরেটরির ২য় তলায় ৩২০ বঃ মিঃ উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণপূর্বক আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। এ ল্যাবরেটরিটিও স্টান্ডার্ড BSL2+। প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়।

১৪.৪ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাটে ৫৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২০ বঃমিঃ আয়তন বিশিষ্ট অফিস কাম-ল্যাবরেটরি, ১৩.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০ রানিং মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, ৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫০ বঃমিঃ রাস্তা (এইচবিবি), ২৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এইচটি=৩০৫ মিঃ ও এলটি=৫৪০ মিঃ বহিরাঙ্গন বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্মিত অফিস কাম-ল্যাবরেটরিতে অফিস ও ল্যাবরেটরির আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ল্যাবটেরিতে স্বল্প পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৪.৫ সম্প্রসারিত ল্যাবরেটরিতে ১৫৫.৯৯ লক্ষ টাকায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং এগুলো পিপিআর ল্যাবরেটরি, এফএমডি ল্যাবরেটরি ও রাজশাহীর রাজাবাড়িহাটে নির্মিত অফিস কাম ল্যাবরেটরিতে সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪.৬ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস ও ল্যাবরেটরি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে যা এফএমডি, পিপিআর ও রাজশাহীতে নির্মিত ল্যাবরেটরি ও অফিসসমূহে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৪.৭ PPR ভ্যাকসিন ২-৩ মাস বয়সের ছাগলকে দেয়া হয়। যশোরের ঝিকরগাছায় এ ভ্যাকসিনের প্রচুর চাহিদা এবং সফলভাবে ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে খামারে প্রকল্প থেকে FMD টিকা প্রদান করা হয়। বিএলআরআই কর্তৃক টিকা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর টিকা তৈরি করে প্রতি ডোজ ১০/- টাকা দরে বিক্রি করে।

**১৪.৮ গবেষণা কার্যক্রমঃ**

**<u>বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ এবং জেনোটাইপিংকরণঃ</u>** ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব ২০১১ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৬টি এলাকায় গবেষণা করা হয়েছে। RT-PCR পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রাণির নমুনা হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাস পৃথকীকরণ এবং সনাক্তকরণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সেরোটাইপ 'ও' ছিল সবচেয়ে বেশি- শতকরা ৪০ ভাগ, 'এশিয়া-১' শতকরা ৩০ ভাগ এবং সেরোটাইপ 'এ' শতকার ৯ ভাগ (চিত্র ৩)। উক্ত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের O সিরোটাইপের প্রভাব অন্য সিরোটাইপ (A ও Asia-1) অপেক্ষা বেশী।

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাবের সনাক্তকরণঃ

| অঞ্চল | নমুনা সংগ্রহের বছর | মোট নমুনা | পজিটিভ নমুনা | % |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ২০১১-১৩ | ৪২ | ৩০ | ৭১.৪২ |
| গাজীপুর | ২০১৩ | ১৭ | ১৫ | ৮৮.২৪ |
| গাইবান্ধা | ২০১৩ | ১৫ | ১৩ | ৮৬.৬৭ |
| দিনাজপুর | ২০১৩ | ০৬ | ০৬ | ১০০ |
| কুড়িগ্রাম | ২০১৩ | ০৫ | ০৩ | ৬০ |
| নীলফামারি | ২০১৩ | ০৪ | ০০ | ০০ |
| মোট | | ৮৯ | ৬৭ | ৭৫.২৮% |

১৪.৯ **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ**

প্রকল্পের আওতায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং ১৫টি গবেষণা ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। উক্ত গবেষণা ক্ষেত্রগুলোর উপর যেসব গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তা নিম্নরূপঃ

| গবেষণার শিরোনাম | উদ্দেশ্য | নমুনা সংগ্রহের স্থান | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. টিকা উৎপাদনের জন্য ক্ষুরারোগ ভাইরাসের জিন সিকুয়েন্সিং-এর মাধ্যমে VP-1 জিনের মলিকুলার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ এবং ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ | বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় এবং টিকা উৎপাদনের জন্য VP-1 জিনের মলিকুলার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ এবং ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ করা। | বাংলাদেশের ৬টি (চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, জয়দেবপুর, কালীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা) এলাকা হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। | ক্ষুরারোগ ভাইরাসের উপস্থিতি শতকরা ৭৭ ভাগ নির্ণয় করা হয়। এদের মধ্যে ক্ষুরারোগ ভাইরাসের O ও Asia-1 সিরোটাইপের উপস্থিতি রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ ও ৪০ ভাগ এবং O ও Asia-1 এর মিশ্র সংক্রমণের হার ৩০ ভাগ। বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের নমুনা থেকে সংগৃহীত ক্ষুরারোগের তিনটি সিরোটাইপ যথাক্রমে O, A এবং Asia-1 এর জিনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ এর মাঝে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ সিরোটাইপসমূহ ক্ষুরারোগের ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সীড তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। | উৎপাদিত টিকা বীজ ২৯/২/২০১৬ তারিখে ডিএলএস-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ২. বাংলাদেশে ২০১১-২০১৪ সাল পর্যন্ত ক্ষুরারোগ ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব সংক্রান্ত মলিকুলার গবেষণা। | সংক্রামিত প্রাণীর নমুনা হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাস পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ এবং ভাইরাসের জীনগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা। | বাংলাদেশের ১৫টি অঞ্চল (সাভার, জয়দেবপুর, মুন্সীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, কাপাসিয়া, সিরাজগঞ্জ, কামরাঙ্গীরচর, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, নীলফামারি, চটগ্রাম, কুমিল্লা) সংক্রামিত প্রাণী হতে ক্ষুরারোগের নমুনা ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। | গবেষণাগারে RT-PCR পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রামিত প্রাণীর নমুনা হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাস পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ এবং ভাইরাসের জীনগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশে তিন ধরণের সেরোটাইপ দেখা গিয়েছে। সেরোটাইপগুলোর মধ্যে সেরোটাইপ ‘O’ সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৩৯ ভাগ, ‘ Asia-1’ ৩১ ভাগ এবং ‘A’ শতকরা ৭ ভাগ এবং মিশ্র সংক্রমণ ৩১ ভাগ চিহ্নিত করা হয়। | ব্রিটিশ মাইক্রোবায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত, প্রকাশ সংখ্যাঃ ১৬-৪: ১-১৩, ২০১৬ |

| গবেষণার শিরোনাম | উদ্দেশ্য | নমুনা সংগ্রহের স্থান | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| **৩.** বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ভাইরাসের বিভিন্ন সেরোটাইপ সনাক্তকরণ। | বাংলাদেশে বিরাজমান ক্ষুরারোগের ভাইরাসের সেরোটাইপ নির্ণয় করা। | বাংলাদেশের ৬টি অঞ্চল (সাভার, কাপাসিয়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারি) ক্ষুরারোগের সেরোটাইপ নির্ণয় করার জন্য মোট ৫৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। | গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সেরোটাইপগুলোর মধ্যে 'O' এর বিস্মৃতি শতকরা ৫১ ভাগ, 'Asia-1' শতকরা ২৩ ভাগ এবং 'A' শতকরা ১২ ভাগ। | ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ডেইরী, এ্যাকুয়া এবং পোষা প্রাণী প্রদর্শনী সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। |
| ৪. ক্ষুরারারোগের টিকা প্রদানকৃত গাভীর বাছুরের মাতৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকার সময়কাল পর্যবেক্ষণ। | বাছুরের শরীরে মাতৃপক্ষের অ্যান্টিবডি বজায় থাকা নির্ণয় করা। | গবেষণা কাজটি কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার-এ করা হয়। | গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ক্ষুরারোগের টিকা প্রদানকৃত গাভীর বাছুরে উচ্চমাত্রার প্রতিরোধ ক্ষমতা (Clostral antibody) বিদ্যমান থাকে এবং এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাছুরে ৪ মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। সুতরাং, টিকা প্রদানকৃত গাভীর বাছুর ৪ মাস পর্যন্ত ক্ষুরারোগের আক্রমন প্রতিরোধ করতে সক্ষম থাকে। | ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ডেইরী, এ্যাকুয়া এবং পোষা প্রাণী প্রদর্শনীতে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। |
| ৫. বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ এবং জেনোটাইপিং করণ। | RT-PCR পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রাণীর নমুনা হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাস পৃথকীকরণ এবং সনাক্তকরণ করা। | ক্ষুরারোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের ৬টি অঞ্চল (সাভার, কাপাসিয়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারি) মোট ৮৯টি ক্ষুরারোগের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। | সেরোটাইপ 'O' ছিল সবচেয়ে বেশি- শতকরা ৪০ ভাগ, 'Asia-1' শতকরা ৩০ ভাগ এবং সেরোটাইপ ' A শতকার ৯ ভাগ। উক্ত গবেষনায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের O সিরোটাইপের প্রভাব অন্য সিরোটাইপ (A ও Asia-1) অপেক্ষা বেশী। | এম.এস পর্যায়ের থিসিস-২০১৫ অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। |
| **৬.** বাংলাদেশের সাভার এলাকায় ভেড়া ও ছাগলে ক্ষুরারোগ ভাইরাস সনাক্তকরণ | ভেড়া ও ছাগল থেকে ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ করা। | সাভার এলাকায় ১৪৫টি ক্ষুরারোগে সংক্রামিত ভেড়া ও ছাগল হতে ক্ষুরারোগের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। | PCR পরীক্ষায় ৬টি নমুনার মধ্যে ৫টি-তে ক্ষুরারোগ ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে (Universal positive) কিন্তু সেরোটাইপ করা যায়নি। ২০১৫ সালে সাভার এলাকায় ১৪৫টি ভেড়া ও ছাগলে ক্ষুরারোগের প্রাদূর্ভাব দেখা গিয়েছে। যার মধ্যে ভেড়ায় শতকরা ৯০ ভাগ এবং ছাগলে শতকরা ৫৫ ভাগ। ভেড়া ও ছাগলে ক্ষুরারোগে আক্রান্তের হার যথাক্রমে ২০% ও ১৮.৩৩% এবং মৃত্যুর হার যথাক্রমে ০.৪৪% এবং ০.৩৩%। | BSVER XXII, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। |
| ৭. বিএলআরআই-এ সনাক্তকৃত ক্ষুরারোগ ভাইরাসের VP-1 | বাংলাদেশের ক্ষুরারোগের জিনতাত্বিক তথ্য বিশ্বের সকল | বাংলাদেশের ১৫টি অঞ্চল (সাভার, জয়দেবপুর, মুন্সীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, | বিএলআরআই ক্ষুরারোগ ভাইরাসের আংশিক VP-1 জিন সিকুয়েন্স (Partial Sequence) যুক্তরাষ্ট্রের NCBI জিন ব্যাংকে দাখিল করা হয়। | |

| গবেষণার শিরোনাম | উদ্দেশ্য | নমুনা সংগ্রহের স্থান | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| জিন সিকুয়েন্স এবং জিন ব্যাংক-এ দাখিল। | গবেষকদের অবহিত করা। | কাপাসিয়া, সিরাজগঞ্জ, কামরাঙ্গীরচর, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, নীলফামারি, চটগ্রাম ও কুমিল্লা) ক্ষুরারোগের নমুনা ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। | যার মাধ্যমে বিশ্বের সকল গবেষক বিএলআরআই-এর সনাক্তকৃত ক্ষুরারোগ ভাইরাসের সেরোটাইপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং বাংলাদেশের ক্ষুরারোগের তথ্য সম্পর্কে সকলে একটি স্বচ্ছ ধারনা পাবে। প্রকাশনা অধিগম্য ক্রমিক- KP119754, KP119755, KP119756, KP119757, KP119758, KP119759, KP119760, KP119761, KP119762, KP119763, KP119760, KP119756, KP119761, KP119757, KP119758, KP119754, KP119763, KP119759, KP119755, KP119762, KX784484, KX772232, KX784485, KX772233, KX784486, KX772234, KX784487, KX772235, KX784488, KX772236, KX784489, KX772237, KX772238. | |
| ৮. ক্ষুরারোগের ত্রিযোজী টিকার মাষ্টার সীড উদ্ভাবন | বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ করা। | বাংলাদেশের ৩টি অঞ্চল (সাভার, কুড়িগ্রাম ও চটগ্রাম) ক্ষুরারোগের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। | দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ক্ষুরারোগের ভাইরাসের সিরোটাইপ নির্ণয় করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল ভাইরাসের জিন সিকোয়েন্স ও সিরোটাইপ নির্বাচন করে BHK-21 সেলে চাষ করা হয়। পরবর্তীতে OIE এর নির্দেশনা মতে টিকার পরীক্ষা করে মাষ্টার সীড হিসেবে নির্বাচন করা হয়। | ২৯/০২/১৬ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট ক্ষুরারোগের ত্রিযোজী টিকার মাষ্টার সীড হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ৯. তাপ-সহিষ্ণু (Thermostable) পিপিআর টীকা উন্নয়ন। | মাঠ পর্যায়ে পিপিআর টীকার কার্যকারিতা এবং গুণগতমান রক্ষা করা। | প্রযোজ্য নয়। | বিভিন্ন তাপমাত্রায় তাপ-সহিষ্ণু (Thermostable) পিপিআর টীকার গবেষণায় দেখা যায়, টীকার কার্যকারিতা এবং গুণগতমান ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও ১৪ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। এর ফলে টীকা পরিবহন ও সংরক্ষণের সময় তাপমাত্রাজনিত কারণে টীকার গুণগত মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। | ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট তাপ-সহিষ্ণু পিপিআর টীকা হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১০. বাংলাদেশে পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে নির্বাচিত এলাকায় গৃহীত | বাংলাদেশে পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী কৌশল | যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় মাগুরা ইউনিয়নে উল্লেখিত | বাংলাদেশে ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে একটি রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পিপিআর টিকা-ই যথাযথভাবে | পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি ০২/১১/২০১৬ তারিখে |

| গবেষণার শিরোনাম | উদ্দেশ্য | নমুনা সংগ্রহের স্থান | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| পাইলট প্রকল্প। | উদ্ভাবন করা। | গবেষণা করা হয়। | পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে বলে গবেষণায় প্রতিয়মান হয়। | মাননীয় সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| ১১. প্রকল্পের গবেষণায় উদ্ভাবিত ক্ষুরারোগের ত্রিযোজি টীকার কার্যকারিতা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ। | মাঠ পর্যায়ে নতুন উদ্ভাবিত টীকার গুণবগণ যাচাই | পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া ও সুজানগর উপজেলা | বাংদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ত্রিযোজি টীকা মাঠ পর্যায়ে খামারীর গরুতে প্রয়োগ করে ১ (এক) মাস, ৩ (তিন) মাস ও ৬ (ছয়) মাস পর রক্ষ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত রক্ত নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় টীকা দেয়ার ১ (এক) মাসেই শতকরা ৮০ ভাগ প্রাণীর দেহে পর্যাপ্ত এন্টিবডি তৈরী হয় যা তৃতীয় মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ থাকে। পরবর্তীতে এন্টিবডি ৬ষ্ঠ মাস পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। | |
| ১২. বাংলাদেশের ক্ষুরারোগের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতিসমূহ নিরূপণ করা। | ক) ক্ষুরারোগের কারণে গবাদি প্রাণীর সংক্রমণের মৃত্যুর হার নির্ণয় করা<br>খ) মাঠ পর্যায়ে খামারীদের অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরূপণ করা | বাংলাদেশের ক্ষুরারোগ আক্রান্ত এলাকা | এই প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। ক্ষুরারোগের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু প্রত্যক্ষ কারণ যেমন- দুধ উৎপাদন হ্রাস, আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা, মৃত্যু, মোটাতাজা করণে পশুর ওজন হ্রাস ও আক্রান্ত পশুর সেবা-শুশ্রসায় শ্রম ঘন্টা বিবেচনায় ৮৫০টি আক্রান্ত খামারে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪.৯২ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে আক্রান্ত পশুর মৃত্যু, মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত পশুর ওজন হ্রাস, চিকিৎসা খরচ, দুধ উৎপাদন হ্রাস ও আক্রান্ত পশুর সেবা-যত্নে ক্ষতির হার ছিল যথাক্রমে ৬২.৬০%, ১১.৫৪%, ১০.২২%, ৯.৮০% এবং ৫.৮৪%। এ হিসাবের ভিত্তিতে দেশে ক্ষুরারোগের কারণে প্রতি বছর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ১৩,৪৮১.৮৭ কোটি টাকা। এ ক্ষতি প্রাণিসম্পদ খাত থেকে আয়ের প্রায় ১৮.৩৩%। রোগটি প্রাণিসম্পদ খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।<br>তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি ছিল জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসে (৪৪.১২%) এবং সবচেয়ে কম ছিল মে-জুন মাসে (২.৭৫%)। গবেষণা এলাকায় মাত্র | |

| গবেষণার শিরোনাম | উদ্দেশ্য | নমুনা সংগ্রহের স্থান | প্রাপ্ত ফলাফল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | | ৩৩.৬৫% কৃষক পরিবার গরুতে ক্ষুরারোগ প্রতিরোধে টীকা প্রদান করা হয়েছিল জানা যায়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক উৎপাদিত প্রতি ডোজ টীকা প্রদানে খরচ হয় গড়ে ৫১.৬৫ টাকা এবং আমদানীকৃত প্রতি ডোজ টীকা প্রদানে খরচ হয় ২১৩.৭২ টাকা। | |
| ১৩. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বেষ্টনী তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ। | বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল তৈরি করা | সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা ও পাবনা জেলার সাঁথিয়া এবং সুজানগর উপজেলার নির্বাচিত এলাকা | প্রকল্পের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার আলোকদিয়ার গ্রামে ক্ষুরারোগের সংক্রমণ শূন্যের কোঠায় এবং পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া এবং সুজানগর উপজেলায় শতকরা ১ (এক) ভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। একই সময়ে দেশের অন্যান্য এলাকায় রোগটির প্রাদুর্ভাব ছিল গড়ে ২১ ভাগ। | |
| ১৪. বাংলাদেশে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ সাদৃশ্য রোগসমূহ সনাক্ত করা। | ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগের সাদৃশ্য অন্যান্য রোগসমূহ সনাক্ত করা | ছাগল ও ভেড়ার পিপিআরসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত এলাকাসমূহ | দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর সাদৃশ্য রোগের ৩২৭ টি নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৮৭ ভাগ ছাগল ছিল পিপিআর রোগে আক্রান্ত, বাকি ১৩ ভাগ ছাগলের ৯ ভাগই ছিল সাধারণ ডায়রিয়া এবং ৪ ভাগ ছিল ঠান্ডা জনিত নিউমোনিয়া। | |
| ১৫. পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় পিপিআর রোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা। | বাংলাদেশে পিপিআর রোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা | যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা | যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার মধুখালী ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের প্রায় ২০ হাজার ছাগলে এই গবেষণা করা হয়। গবেষণার বৎসর রোগটির বিরুদ্ধে শতকরা ৮৭ ভাগ ছাগলে এন্টিবডি পাওয়া যায় এবং সংক্রমণের হার ৫ ভাগ নামানো সম্ভব হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর উক্ত এলাকায় ছাগলে এন্টিবডি পাওয়া যায় ৯৮ ভাগ এবং সংক্রমণের হার শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়। উক্ত এলাকায় ছাগলের বৃদ্ধির হার ৫৪ ভাগ ছিল সেখানে দেশের অন্য অঞ্চলে এ বৃদ্ধির হার ২০ থেকে ২৬ ভাগ পাওয়া যায়। | |

প্রকল্প থেকে সংগ্রহকৃত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

SAARC Regional Leading Diagnostic Laboratory ভবনের ২য় তলা সম্প্রসারণ ও নীচ তলার সংস্কার

প্রকল্প থেকে মুদ্রিত পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল বুকলেট

প্রকল্প থেকে মুদ্রিত গবাদি প্রাণির মারাত্মক সংক্রামক ক্ষুরারোগ ও এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইন

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ক) মলিকুলার প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease- FMD) এবং পিপিআর (Peste des Petits Ruminants) রোগের মহামারী গবেষণা (Epidemiological Study) পরিচালনা; | সাভার, জয়দেবপুর, মুন্সীগঞ্জ, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া, সিরাজগঞ্জ, কামরাঙ্গীরচর, কুড়িগ্রাম, রাজশাহী, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা এলাকা থেকে এফএমডি ও পিপিআর-এর ওপর ১৩৪টি ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয় এবং গবেষণা পরিচালনা করা হয়। |
| খ) মহামারী সংক্রান্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগ (FMD) ও পিপিআর রোগের ঝুঁকির কারণসমূহ (Risk Factors) চিহ্নিতকরণ; | গবেষণায় ক্ষুরারোগ (FMD) ও পিপিআর রোগের ঝুঁকির কারণসমূহ (Risk Factors) চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়েছে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। |
| গ) আঞ্চলিকভাবে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ দমনের জন্য এসব রোগের জিনতাত্বিক সম্পর্ক (Phylogenetic relationship) বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা; | আঞ্চলিকভাবে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ দমনের জন্য এসব রোগের জিনতাত্বিক সম্পর্ক (Phylogenetic relationship) বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। |
| ঘ) ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর মডেল ও কৌশল উদ্ভাবন; | উদ্ভাবন সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ঙ) ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের নতুন প্রজন্মের টিকা উদ্ভাবন; | ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের নতুন প্রজন্মের টিকা উদ্ভাবন করে তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। |
| চ) উদ্ভাবিত প্রতিরোধ মডেল ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ। | উদ্ভাবিত টিকা ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত রাজশাহীর রাজাবাড়ীহাটস্থ ছাগল উন্নয়ন খামার ও ভেড়া উন্নয়ন খামার সংলগ্ন রাজশাহী দুগ্ধ খামার হতে ২৬.৫৭ একর জমি বিএলআরআই-এর অনুকুলে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত জমির একাংশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন রাখার জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের তুলনায় ল্যাব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। এ ল্যাবরেটরিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ল্যাব যন্ত্রপাতি রাখা প্রয়োজন।

১৬.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ১টি জীপ গাড়ি, ১টি মাইক্রোবাস (মোবাইল ক্লিনিক), ১০টি বাইসাইকেল প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বিএলআরআই কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। বর্তমানে জীপ গাড়ী ও মাইক্রোবাসটি সাভার বিএলআরআইতে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে জানা যায়।

১৬.৩ প্রকল্পের আরডিপিপি'র Exit Plan অনুযায়ী ক্রয়কৃত মাইক্রোবাস (মোবাইল ক্লিনিক) সাভার এফএমডি ল্যাবরেটরি ও সার্ক Regional Leading Diagnostic Laboratory এবং বিএলআরআই-এর বিভাগীয় প্রাণি স্বাস্থ্য বিভাগে পিপিআর-এর প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করার জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। কিন্তু মোবাইল ক্লিনিকটি উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। ফলে প্রাণি রোগের পিপিআর ও এফএমডি ভ্যাকসিন সরবরাহ করা বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

১৬.৪ বর্তমানে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাটস্থ ল্যাবরেটরিতে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান ও ১ জন নৈশ প্রহরী পদায়ন রয়েছে। রাজাবাড়িহাটস্থ খামার একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ খামার। সেখানে পালিত গবাদি পশুর প্রতিনিয়ত ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও রোগ নির্ণয়ে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান জরুরি। উক্ত অফিস ও ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য জনবল পদায়ন না করা হলে ল্যাব যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। অপরদিকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও মালামাল চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরসহ সারাদেশের জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে;

১৭.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ১টি জীপ গাড়ি সরকারী পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং নীতিমালার আলোকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিএলআরআই-এর রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৭.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মোবাইল ক্লিনিক (মাইক্রোবাস) বিএলআরআই-এর বিভাগীয় প্রধান, প্রাণি স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর-এর প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করা ও ভ্যাকসিন সরবরাহ করার জন্য ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৪ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ল্যাবরেটরিতে বিএলআরআই হতে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন করতে হবে;

১৭.৫ গোদাগাড়ী ল্যাবরেটরিতে আরও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সরবরাহ করে উত্তরাঞ্চলের গবাদি পশুর রোগ-ব্যাধি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৬ পিপিআর ও এফএমডি রোগের জন্য প্রকল্পের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযথ অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : সাভার (বিএলআরআই), বান্দরবান (নাইক্ষ্যংছড়ি), ফরিদপুর (ভাঙ্গা), যশোর সদর, সুনামগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ (শাহজাদপুর)

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ২৭৮১.৮৮ | ৪৩১৯.৭৯ | ৪৩০৯.২৫ | জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | + ১৫২৭.৩৭ (৫৪.৯২%) | ১ বছর ৬ মাস (২৭.২৭%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিসম্পদ উপ-খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও এ উপ-খাতের উন্নয়নে নানাবিধ অন্তরায় পরিলক্ষিত হয়। গবাদি প্রাণির উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এ উপ-খাতের উৎপাদনশীলতা কাংখিত মাত্রায় হচ্ছে না। উন্নত প্রজাতির ফডার গবাদি প্রাণির মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকরী হলেও মাত্র ২ শতাংশ কৃষক এ ফডার চাষ করে থাকে। দেশে দিন দিন কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ায় স্বল্প পরিসরে এবং স্বল্প সময়ে অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ প্রাণিখাদ্য উৎপাদন করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। বিএলআরআই-এর অন্যতম কাজ হলো দেশে উচ্চ ফলনশীল অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ফডারের জাত উদ্ভাবন এবং তা কৃষকের মাঝে বিতরণ করা। প্রতিষ্ঠার পর হতে বিএলআরআই এ লক্ষ্যে কাজ করলেও পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার অভাবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় উন্নত উচ্চ ফলনশীল ফডার জাত উদ্ভাবন, দেশীয় আবহাওয়ার উপযোগী এ জাত সংরক্ষণ এবং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল ফডার চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে। যা প্রত্যক্ষভাবে গবাদি প্রাণির মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। তাই বিএলআরআই কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

ক) দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের ফডার বীজ সংগ্রহ, উৎপাদন, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ;
খ) দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলে শস্য বিন্যাসের সাথে ফডার শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরীক্ষণ ও অভিযোজন;
গ) দেশের এগ্রোইকোলজি ভিত্তিক ফডার-শস্য-প্রাণিসম্পদ খামার মডেল উন্নয়ন ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন;
ঘ) উদ্ভিদ বায়ো-টেকনোলজি এবং মলিকুলার জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নত ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ঘাসের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
ঙ) আঞ্চলিক ফডার গবেষণা জোরদারকরণ, দেশের অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যার আলোকে খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী ও ফার্ষ্ট হ্যান্ড সম্প্রসারণ এবং বিএলআরআই-এর তথ্য সরবরাহের কার্য ক্ষমতার উন্নয়ন।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক) গবেষণা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের সহায়তা প্রদান;
খ) অফিস ভবন কাম ল্যাব ভবন নির্মাণ (বিএলআরআই, সাভার, ফরিদপুর, যশোর);
গ) ডরমেটরী ভবন নির্মাণ (ফরিদপুর, যশোর);

ঘ) অফিস ও ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি;
ঙ) আসবাবপত্র সরবরাহ;
চ) ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন-৬ একর;
ছ) যানবহান ক্রয়- (ডাবল কেবিন পিকআপ-১টি, মটর সাইকেল-৫টি, বাই সাইকেল-৯টি, ট্রাক্টর-৩টি, ট্রাক্টর ট্রলি-৪টি)

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ৬ | ১১০.০১ | ৬ | ১০৯.৯৩ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ৯ | ৪৫.৮৭ | ৯ | ৪৩.২৮ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ১৫ | ১৫৩.৮১ | ১৫ | ১৫২.৯৫ |
| ৪ | ভ্রমণ ভাতা | থোক | - | ১৭.০০ | - | ১৭.০০ |
| ৫ | পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট | থোক | - | ১৭.০০ | - | ১৭.০০ |
| ৬ | বুকস এন্ড জার্নাল | থোক | - | ১৪.০০ | - | ১৪.০০ |
| ৭ | গবেষণা ব্যয় | জন | ৬ | ৪৭৫.০০ | ৬ | ৪৭৫.০০ |
| ৮ | ম্যাচ মিডিয়া পাবলিসিটি | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |
| ৯ | ট্রেনিং | থোক | - | ২০.০০ | - | ২০.০০ |
| ১০ | পিএইচডি | জন | ৩ | ২৭.০৬ | ৩ | ২৭.০৬ |
| ১১ | মৌসুমি লেবার | থোক | - | ১৭.৫৯ | - | ১৭.৫৯ |
| ১২ | প্রাণি খাদ্য | থোক | - | ৪০.০০ | - | ৪০.০০ |
| ১৩ | প্রকৌশলী পরামর্শক | থোক | - | ৪৪.৯৫ | - | ৪৪.৯৫ |
| ১৪ | টেলিফোন | সংখ্যা | ৪ | ০.৫০ | ৪ | ০.৫০ |
| ১৫ | প্রকাশনা | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯৯ |
| ১৬ | প্রকল্প মূল্যায়ন | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |
| ১৭ | বৃক্ষ রোপণ | থোক | - | ৪.০০ | - | ৩.৯৯ |
| ১৮ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ৪ | ৪০.০০ | ৪ | ৪০.০০ |
| ১৯ | অন্যান্য ব্যয় | থোক | - | ৪০.০০ | - | ৪০.০০ |
| ২০ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ১৮.০০ | - | ১৮.০০ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **১১০২.৭৯** | | **১০৯৯.২৫** |
| | **খ) মূলধন ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ২১ | ডাবল পিকআপ | সংখ্যা | ১ | ৪৫.১০ | ১ | ৪৫.১০ |
| ২২ | মটর সাইকেল | সংখ্যা | ৫ | ৭.৭৭ | ৫ | ৭.৭৭ |
| ২৩ | বাইসাইকেল | সংখ্যা | ৯ | ০.৫৪ | ৯ | ০.৫৪ |
| ২৪ | ট্রাক্টর ৮০ এইচপি | সংখ্যা | ২ | ৪০.০০ | ২ | ৪০.০০ |
| ২৫ | ট্রাক্টর ট্রলি | সংখ্যা | ৪ | ১০.০০ | ৪ | ১০.০০ |
| ২৬ | বুশ কাটার | সংখ্যা | ১ | ১.২৫ | ১ | ১.২৫ |
| ২৭ | রাফেজ গ্রাইন্ডার | সংখ্যা | ১ | ১.২৫ | ১ | ১.২৫ |
| ২৮ | ডিক্স হেরো | সংখ্যা | ১ | ২.০০ | ১ | ২.০০ |
| ২৯ | হ্যাসলার মেশিন | সংখ্যা | ১ | ৩.৫০ | ১ | ৩.৫০ |
| ৩০ | ফার্ম মেশিনারিজ | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ৩১ | ট্রাক্টর টায়ার-টিউব | থোক | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ |
| ৩২ | সার্ফ কাটার | সংখ্যা | ৪ | ৪.৪০ | ৪ | ৪.৪০ |
| ৩৩ | ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ০.২৫ | ১ | ০.২৫ |
| ৩৪ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | সংখ্যা | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৫০ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৩৫ | ল্যাপটপ কম্পিউটার | সংখ্যা | ১০ | ৬.৮০ | ১০ | ৬.৮০ |
| ৩৬ | অফিস ও ল্যাব আসবাবপত্র | থোক | - | ২২.৪২ | - | ২২.৪১ |
| ৩৭ | ল্যাব যন্ত্রপাতি | থোক | - | ৩০০.০০ | - | ৩০০.০০ |
| ৩৮ | ফটোকপি মেশিন | সংখ্যা | ১ | ১.৫০ | ১ | ১.৫০ |
| ৩৯ | ফিড প্রসেসিং ইউনিট | সংখ্যা | ১ | ১৫.০০ | ১ | ১৫.০০ |
| ৪০ | ভুমি অধিগ্রহণ/ক্রয় | একর | ৬ | ৮২৯.৪৩ | ৬ | ৮২৯.৪৩ |
| ৪১ | অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং, বিএলআরআই | ব:মি: | ৬০০ | ২৩৬.৮৩ | ৬০০ | ২৩৬.৮৩ |
| ৪২ | অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং, ফরিদপুর | ব:মি: | ৪০০ | ১৬৫.৪১ | ৪০০ | ১৬৫.৪১ |
| ৪৩ | ডরমেটরী, ফরিদপুর | ব:মি: | ৫০০ | ১৭৩.২৪ | ৫০০ | ১৭৩.২৪ |
| ৪৪ | অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং, যশোর | ব:মি: | ৪০০ | ১৬৪.৫৯ | ৪০০ | ১৬৪.৫৯ |
| ৪৫ | ডরমেটরী, যশোর | ব:মি: | ৫০০ | ১৭৩.৬৭ | ৫০০ | ১৭৩.৬৭ |
| ৪৬ | আরসিসি রোড, যশোর | ব:মি: | ৫৭৫ | ৩৪.১২ | ৫৭৫ | ৩৪.১২ |
| ৪৭ | আরসিসি রোড, ফরিদপুর | ব:মি: | ১৭৩০ | ৬৯.৪৯ | ১৭৩০ | ৬৯.৪৯ |
| ৪৮ | গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউস | সংখ্যা | ২ | ৫৯.৮৩ | ২ | ৫৯.৮৩ |
| ৪৯ | ইলেকট্রিক লাইন, যশোর | থোক | - | ৮৬.২৭ | - | ৮৬.২৭ |
| ৫০ | ইলেকট্রিক লাইন, ফরিদপুর | থোক | - | ৯৭.৪৮ | - | ৯৭.৪৮ |
| ৫১ | মাটি ভরাট, যশোর | ঘ.মি. | ১৬৬৫৪ | ৫৮.৯৭ | ১৬৬৫৪ | ৫৮.৯৭ |
| ৫২ | মাটি ভরাট, ফরিদপুর | ঘ.মি. | ৫৮৬৬০ | ১৫২.১৪ | ৫৮৬৬০ | ১৫২.১৪ |
| ৫৩ | আরসিসি বক্স কালভার্ট, ফরিদপুর | থোক | - | ৭.৬১ | - | ৭.৬১ |
| ৫৪ | টেলিফোন, ফরিদ পুর | সংখ্যা | ১ | ৪.৭৮ | ১ | ৪.৭৮ |
| ৫৫ | টেলিফোন, যশোর | সংখ্যা | ১ | ০.৯৬ | ১ | ০.৯৬ |
| ৫৬ | হারভেস্ট সেড, বিএলআরআই | ব:মি: | ২০০ | ২৮.৩৩ | ২০০ | ২৮.৩৩ |
| ৫৭ | বাউন্ডারী ওয়াল, যশোর | মিটার | ৪৫০ | ৫৩.৮৩ | ৪৫০ | ৫৩.৮৩ |
| ৫৮ | বাউন্ডারী ওয়াল, ফরিদপুর | মিটার | ৪৫০ | ২৪০.০৯ | ৪৫০ | ২৪০.০৯ |
| ৫৯ | লিফট | সংখ্যা | ১ | ৪০.১৮ | ১ | ৪০.১৮ |
| ৬০ | লিফট-এর নির্মাণ কাজ | থোক | - | ২২.১১ | - | ২২.১১ |
| ৬১ | মেইন গেট ও গেট হাউস, ফরিদপুর | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
| ৬২ | মেইন গেট ও গেট হাউস, যশোর | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
| ৬৩ | গ্রীন হাউস নির্মাণ | থোক | - | ১১.৮৬ | - | ১১.৮৬ |
| ৬৪ | টিস্যু কালচার গ্রোথ চেম্বার নির্মাণ | থোক | - | ৮.০০ | - | ৮.০০ |
| | **উপ-মোট মূলধনঃ** | | | **৩২১০.০০** | | **৩২০৯.৯৯** |
| | প্রাইজ কন্টিনজেন্সি | | | ৭.০০ | | ০.০০ |
| | **সর্বমোটঃ** | | | **৪৩১৯.৭৯** | | **৪৩০৯.২৫** |

**৯.০** **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি'র ওপর ০১/০৩/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৭৮১.৮৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ২০/১১/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**বিশেষ সংশোধনঃ** ফরিদপুর ও যশোরে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপি বিশেষ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৮৭.৩১ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**১ম সংশোধনঃ** নির্মাণ কাজে পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন, ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও বিলম্ব, আধুনিক মানের ফিড প্যালেটিং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন, কিছু অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩১৯.৭৯ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০৬/১২/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** যশোর জেলায় কয়েকবার লোকেশন পরিবর্তন (স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মোতাবেক) হওয়ার ফলে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ফরিদপুর উপ-কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় ভূমি উন্নয়নের জন্য বালুর সঙ্কট দেখা দেয়ায় সময়মত মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও পিছিয়ে যায়। তাই প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

**আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ঃ** প্রকল্পটি চলমানকালে গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা, অফিস ও ল্যাব আসবাবপত্রসহ যশোর ও ফরিদপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের অফিস ভবন ও ডরমেটরী ভবনের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় করে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়। আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়কৃত ডিপিপি ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে অনুমোদন করা হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৩.৯৫ | ১৩.৯৫ | - | ১৩.৯৫ | ১৩.৯৫ | ১৩.৯৫ | - |
| ২০১৩-২০১৪ | ২৯২.০০ | ২৯২.০০ | - | ২৯২.০০ | ২৯২.০০ | ২৯২.০০ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ১১৮৬.০০ | ১১৮৬.০০ | - | ১১৮৬.০০ | ১১৮৬.০০ | ১১৮৬.০০ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ৪৪০.০০ | ৪৪০.০০ | - | ৪৪০.০০ | ৪৪০.০০ | ৪৪০.০০ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৮২০.০০ | ৮২০.০০ | - | ৮২০.০০ | ৮২০.০০ | ৮২০.০০ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ১১৭৬.০০ | ১১৭৬.০০ | - | ১১৭৬.০০ | ১১৭৬.০০ | ১১৭৬.০০ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩৯২.০০ | ৩৯১.৮৪ | - | ৩৮৪.৮৪ | ৩৮১.৩০ | ৩৮১.৩০ | - |
| **মোটঃ** | **৪৩১৯.৯৫** | **৪৩১২.৭৯** | - | **৪৩১২.৭৯** | **৪৩০৯.২৫** | **৪৩০৯.২৫** | - |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ড. নাথু রাম সরকার<br>মহাপরিচালক, বিএলআরআই | ১২/০৫/২০১৩ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ গবেষণা কার্যক্রমঃ বিএলআরআই কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৪৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ৩ জন কর্মকর্তাকে পিএইচডি বাবদ ২৭.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.২ প্রাণি খাদ্য ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআই'তে পালিত প্রাণিসমূহের জন্য প্রকল্পের অর্থে প্রাণি খাদ্য ক্রয় করা হয়। এ বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের ফডার গবেষণা বিষয়ে লব্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য ৪ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে মোট ব্যয় হয় ৪০.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ যানবাহন সংগ্রহঃ ১টি পিক-আপ, ৫টি মটর সাইকেল, ৯টি বাইসাইকেল, ২টি ট্রাক্টর (৮০ এইচপি), ৪টি ট্রাক্টর ট্রলি ক্রয় করা হয়। এসব যানবাহন বাবদ মোট ১০৩.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৫ ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ বিএলআরআই প্রধান কার্যালয় ও ২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাছাড়া সাভারে ১টি ফিড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ ভূমি অধিগ্রহণঃ যশোর ও ফরিদপুরে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এ বাবদ ৮২৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৭ অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং, বিএলআরআইঃ সাভার বিএলআরআই-তে অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং, হারভেস্ট সেড নির্মাণ, লিফট স্থাপন বাবদ ৩২৭.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ ফরিদপুর অফিস কাম ল্যাব ভবনঃ ফরিদপুরে ২য় তলা বিশিষ্ট ৪০০ বর্গ মিটার অফিস কাম ল্যাব ভবন, ২য় তলা বিশিষ্ট ৫০০ বর্গ মিটার ডরমেটরী ভবন, ১৭৩০ মিটার আরসিসি রোড, ১টি গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ, বৈদ্যুতিক লাইন, মাটি ভরাট ৫৮৬৬০ ঘ.মি. আরসিসি বক্স কালভার্ট, ৪৫০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল, মেইন গেট ও গেট হাউস নির্মাণ করা হয়। এসব নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় হয় ৯৭৫.২৯ লক্ষ টাকা।

১৩.৯ যশোর অফিস কাম ল্যাব ভবনঃ যশোরে ২য় তলা বিশিষ্ট ৪০০ বর্গ মিটার অফিস কাম ল্যাব ভবন, ২য় তলা বিশিষ্ট ৫০০ বর্গ মিটার ডরমেটরী ভবন, ৫৭৫ মিটার আরসিসি রোড, ১টি গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউজ, বৈদ্যুতিক লাইন, মাটি ভরাট ১৬৬৫৪ ঘ.মি, ৪৫০ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল, মেইন গেট ও গেট হাউস নির্মাণ করা হয়। এসব নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় হয় ৫৮১১.৪৫ লক্ষ টাকা।

## ১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে যশোর সদর উপজেলায়, ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে সাভার বিএলআরআই ও ০৭/০৯/২০১৯ তারিখে ফরিদপুরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ যশোর সদর উপজেলায় বাহাদুরপুর এলাকায় যশোর-মাগুরা মহাসড়কের পাশে একটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ একর জমি অধিগ্রহণ করে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পুরো ক্যাম্পাসে মাটি ভরাট করে ২য় তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ল্যাব ভবন, ২য় তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবন, ১৫০ কেভিএ সাব-স্টেশনসহ হাউস নির্মাণ, আরসিসি অভ্যন্তরীণ রাস্তা, গভীর নলকূপসহ পাম্প হাউস নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল, সোলার প্যানেল, ড্রেন নির্মাণ, মেইন গেট ও গেট হাউস নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজ বাহ্যিকভাবে ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.২ যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রে ১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ২ জন অফিস সহায়ককে সংযুক্ত করে বিএলআরআই প্রধান কার্যালয় হতে পদায়ন করা হয়। কিন্তু আরও প্রয়োজনীয় কিছু জনবল পদায়ন না হওয়ায় উক্ত কেন্দ্রের কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। এছাড়া প্রকল্প হতে কিছু আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি ও ল্যাব যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়। তবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ল্যাব চালু করার জন্য সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

যশোর বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র

ল্যাবে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি

অফিস কাম ল্যাব ভবন, যশোর

যশোরে অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ফডার চাষ

প্রকল্পের অর্থে সাভার বিএলআরআই-তে নির্মিত অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং

নির্মিত গ্রীন হাউজ

নির্মিত ফডার পোস্ট হারভেস্ট সেড

সাভার ল্যাবে দরজা ভালভাবে বন্ধ হয় না

বায়োটেকনোলজি ল্যাবের যন্ত্রপাতি

১৪.৩ প্রকল্পের অর্থে সাভার বিএলআরআই প্রধান কার্যালয় ক্যাম্পাসে ১ তলা বিশিষ্ট ৬০০ ব.মি. আয়তনের একটি অফিস কাম ল্যাব বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। এ বাবদ ২৩৬.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সাভারে ২৮.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০

ব.মি. হারভেস্ট সেড নির্মাণ করা হয়। সাভার বিএলআরআই-এর প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ এবং উক্ত ভবনের ৪র্থ তলায় সম্মেলন কক্ষ থাকায় একটি লিফট স্থাপন করা হয়। লিফট স্থাপন ও নির্মাণ বাবদ ৬২.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৪.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণার বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

| ক্র. নং | গবেষকের নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা | গবেষণার বিষয়বস্তু (Title) | গবেষণার মেয়াদকাল | প্রাপ্ত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>দিলরুবা ইয়াসমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ফারাহ তাবাসসুম (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Conservation, multiplication, development of fodder production model and preservation technologies for fodder crops | ৫ বৎসর (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯) | Fodder Germplasm Bank including 42 exotic and local fodder and forage crops has been established. Millions of fodder cutting had been distributed among farmers, GOs NGOs and entrepreneurs. Low cost silage technology, fodder production model and performance evaluation of different fodder under different agro-climatic condition had been accomplished |
| ২. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>দিলরুবা ইয়াসমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ফারাহ তাবাসসুম (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Development of cost effective crop residues based complete feeds for Ruminants | ৫ বৎসর (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮) | A package of complete formulated feed or total mixed ration for dairy and fattening cow had been developed. This technology (TMR for dairy cow) had been transferred to DLS for further extension. |
| ৩. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Development of community based fodder production model in Haor areas of Bangladesh | ১ বৎসর (২০১৪-১৫) | Local feeds and fodder resources and existing feeding system of cattle in haor areas had been identified to develop round the year fodder production model. |
| ৪. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>দিলরুবা ইয়াসমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ফারাহ তাবাসসুম (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Seasonal dynamics of feed resources utilization and management as influenced by different coastal and river basin areas of Bangladesh | ১ বৎসর (২০১৪-১৫) | Database on different regional feeds and fodders had been developed. Seasonal availability of local feeds & fodders, possible constraints for livestock rearing systems and ways of technological intervention had been identified. |
| ৫. | মোঃ খোরশেদ আলম (পিএইচডি ফেলো)<br>ড. নাথুরাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>এ.এম. সোহায়েল (প্রফেসর, | Development of salt tolerant Napier cultivar for costal area through genetic | ৪ বৎসর (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮) | Two mutant lines of salt tolerant Napier cultivars each from BLRI Napier-3 (BN-3) and BLRI Napier-4 (BN-4) have been developed through tissue culture |

| ক্র. নং | গবেষকের নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা | গবেষণার বিষয়বস্তু (Title) | গবেষণার মেয়াদকাল | প্রাপ্ত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| | জা.বি)<br>কে.এম. নাসিরুদ্দীন (ভাইস চ্যান্সেলর, গোপালগঞ্জ বি.প্র.বি.) | engineering | | & gene transfer and Gamma Ray Irradiation techniques. |
| ৬. | ড. খান শহিদুল হক<br>(অবঃ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ড. নাথুরাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>মোঃ খাইরুল বাশার<br>(বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Study of Moringa plant fodder agronomy and its feeding to ruminants | ৩ বৎসর (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭) | Agronomical practices for year round production, biomass yield, nutritive values and feeding impacts of *Moringa*on cattle had been developed. |
| ৭. | মোঃ মোস্তাফিজার রহমান<br>(পিএইচডি ফেলো)<br>ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Developing the fodder production model in coastal and river basin regions of Bangladesh | ৩ বৎসর (২০১৫-১৬ হতে ২০১৭-১৮) | The model for year round availability of fodder and forages in coastal and river basin areas had been developed. |
| ৮. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>মোঃ রুহুল আমিন (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Varietal demonstration of HYV fodder and development of existing feed resources based feeding system in Haor areas of Bangladesh | ৩ বৎসর (২০১৫-১৬ হতে ২০১৭-১৮) | Year round fodder production model with BLRI developed Napier hybrid cultivars and local feed resources based feeding system had been adopted in haor areas, which increased substantial amount of milk production of the selected farmers' cow under this project. |
| ৯. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Development of new quality forage through inter specific hybridization between *Peninsetum glaucum* × *Peninsetum purpureum* in Bangladesh | ২ বৎসর (২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭) | New variety of Napier cultivar had been developed. |
| ১০. | শামিম আহমেদ (পিএইচডি ফেলো)<br>ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. খান শহিদুল হক<br>(অবঃ মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ড. মোঃ জসিমউদ্দীন খাঁন<br>(প্রফেসর, বাকৃবি) | Characterization of Moringa cultivars through tissue culture in Bangladesh | ২ বৎসর (২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭) | The taxonomy of different Moringa varieties and their micro propagation through tissue culture technique had been adopted. Further, impact of Moringa feeds on dairy cows had been studied which revealed higher milk production in dairy cows. |
| ১১. | মোঃ আশিকুল ইসলাম (এমএস | Health risk | ২ বৎসর | The existence and concentration |

| ক্র. নং | গবেষকের নাম, পদবী ও কর্মস্থলের ঠিকানা | গবেষণার বিষয়বস্তু (Title) | গবেষণার মেয়াদকাল | প্রাপ্ত ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| | ফেলো)<br>ড. এ.এম সোহায়েল (প্রফেসর, জা.বি)<br>ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>মোঃ খোরশেদ আলম (পিএইচডি ফেলো)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | assessment of arsenic in animal origin food chain through feeds and fodders pathway | (২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯) | of different heavy metals in animal origin food chain had been identified. The results revealed that cadmium and chromium was found in all samples, although their concentration is not in danger limit. |
| ১২. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>মোঃ খাইরুল বাশার (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ড. নাসরিন সুলতানা (প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | Study on production and supply chain development of Moringa feed (mf) in different regions of Bangladesh | ১ বৎসর (২০১৭-১৮) | The entrepreneur for mass production of Moringa and their manufactured products through processing had been developed. |
| ১৩. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>ড. রেজিয়া খাতুন (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা)<br>ড. মোঃ আহসান হাবীব (উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা) | On-farm validation of crop residues based TMR technology | ১ বৎসর (২০১৮-১৯) | Feeding TMR to fattening cattle yielded better daily body weight gain (up to 1100 g/d) with economic return. This technology may be disseminated by DLS after on-farm validation trial. |
| ১৪. | ড. নাথু রাম সরকার (প্রকল্প পরিচালক)<br>মোঃ খোরশেদ আলম (পিএইচডি ফেলো)<br>ড. এ.এম সোহায়েল (প্রফেসর, জা.বি)<br>ড. কে.এম. নাসিরুদ্দীন (ভাইস চ্যান্সেলর, গোপালগঞ্জ বি.প্র.বি.) | Development of salt and drought tolerant Napier cultivar for coastal and barind area through Gamma Irradiation and stress gene transformation | ১ বৎসর (২০১৮-১৯) | This work is on-going under a PhD research work. Upon completion of this work, achievements will be found. |

১৪.৫ **গবেষণা জরিপ ও খামারী নির্বাচনঃ** উপকেন্দ্রে গবেষণা কার্যক্রমের জরিপ পরিচালনা, ফডার জার্মপ্লাজম ব্যাংক স্থাপন, খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ ও হস্তান্তর করা হয়, স্থানীয় খামারিদের প্রশিক্ষণ ও ফডার কাটিং বিতরণ করা হয়। বিএলআরআই-এর বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ক) দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের ফডার বীজ সংগ্রহ, উৎপাদন, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ; | প্রকল্পের আওতায় সাভার বিএলআরআই, যশোর ও ফরিদপুরে ২টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী উন্নত জাতের ফডার বীজ সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উৎপাদন, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করা হবে; |
| খ) দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলে শস্য বিন্যাসের সাথে ফডার শস্য উৎপাদন | ২টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে শস্য বিন্যাসের সাথে ফডার শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরীক্ষণ ও অভিযোজন করা হবে; |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ব্যবস্থার পরীক্ষণ ও অভিযোজন; | |
| গ) দেশের এগ্রো-ইকোলজি ভিত্তিক ফডার-শস্য-প্রাণিসম্পদ খামার মডেল উন্নয়ন ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন; | দেশের এগ্রো-ইকোলজি ভিত্তিক ফডার উৎপাদন, শস্য উৎপাদন, প্রাণিসম্পদের মডেল খামার উন্নয়ন করা হবে ও প্রাণিসম্পদ খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে; |
| ঘ) উদ্ভিদ বায়ো-টেকনোলজি এবং মলিকুলার জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নত ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং ঘাসের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন; | উদ্ভিদ বায়ো-টেকনোলজি এবং মলিকুলার জেনেটিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উন্নত ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন বিষয়ে ১৪টি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে ঘাসের বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; |
| ঙ) আঞ্চলিক ফডার গবেষণা জোরদারকরণ, দেশের অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যার আলোকে খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী ও ফার্ষ্ট হ্যান্ড সম্প্রসারণ এবং বিএলআরআই-এর তথ্য সরবরাহের কার্য ক্ষমতার উন্নয়ন। | প্রকল্পের অর্থে ২টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে অঞ্চল ভিত্তিক ফডার সমস্যার আলোকে খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের প্রদর্শনী করা হবে এবং বিএলআরআই-তে তথ্য সরবরাহ করা হবে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের আওতায় যশোর ও ফরিদপুর ২টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যশোর কেন্দ্রে ৩ জনকে পদায়ন করা হয়। কিন্তু সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অন্য কোন পদে জনবল পদায়ন/নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কেন্দ্রটিতে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু কেন্দ্রে উৎপাদিত ঘাস কৃষক/ খামারীদের মাঝে বিক্রি ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৬.২ যশোর ও ফরিদপুরে ডরমেটরী ভবন নির্মাণ করা হয় কিন্তু আবাসনের জন্য কোন আসবাবপত্র ও ক্রোকারিজ সরবরাহ করা হয়নি। ল্যাব ও ডরমেটরীতে ডিপিপি সংস্থান কিছু আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। ফলে জনবল পদায়ন/নিয়োগ করা হলে ডরমেটরীতে বসবাস করা কষ্টসাধ্য হবে।

১৬.৩ যশোরে অফিস কাম ল্যাব ভবন ও ডরমেটরী ভবন ২টি দোতলা ফাউন্ডেশনসহ ২য় তলা নির্মাণ করা হয়। ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ভবন ২টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে না। কম ফাউন্ডেশনসহ ভবন দুটি নির্মাণে নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।

১৬.৪ যশোর আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে ৩ একর জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ল্যাব ভবন, ডরমেটরী ও অন্যান্য স্থাপনাসহ ঘাস প্লট রয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় আরও অবকাঠামো নির্মাণ ও ঘাসের প্লটের জন্য আরও জায়গা প্রয়োজন হবে। কিন্তু কেন্দ্রের একপাশে মহাসড়ক ও ২ পাশে অন্যান্য স্থাপনা গড়ে উঠেছে। একপাশে (পূর্ব) এখনো কিছু জমি রয়েছে যা ভবিষ্যতের জন্য এখনই অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৫ সাভার বিএলআরআই-তে ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা বিশিষ্ট অফিস কাম ল্যাব ভবন নির্মাণ করা হয়। ১ তলা বিশিষ্ট ফডার পোস্ট হারভেস্ট সেড নির্মাণ করা হয়। হারভেস্ট সেডটি খুবই কার্যকর বলে উপস্থিত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ জানান। অফিস কাম ল্যাব ভবনের কয়েকটি দরজা আটকানো ও খোলা যাচ্ছে না। ল্যাব ভবনে অল্প কিছু আসবাবপত্র ও ল্যাব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ উক্ত ল্যাবে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। তবে জনবল, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত না থাকায় ভবনটি নির্মাণের পর পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এছাড়া সাভারস্থ বায়োটেকনোলজি ল্যাবে প্রকল্পের অর্থে কিছু যন্ত্রপাতি, জেনেটিক মলিকুলার ল্যাবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। ফডার অফিস ভবনের পাশে গ্রীন হাউজ নির্মাণ করা হয়।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জেলা/উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরসহ সারাদেশের জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে;

১৭.২ প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে সাভার বিএলআরআই, ফরিদপুর ও যশোরে নবনির্মিত ফডার গবেষণা কেন্দ্রগুলো চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই কেন্দ্রগুলো দ্রুত চালু রাখা এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিএলআরআই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে যশোর ফডার আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রয়োজনে পূর্ব পাশের আরও কিছু জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে;

১৭.৪ সাভারে এ প্রকল্প হতে নির্মিত অফিস কাম ল্যাব ভবনটির দরজার ত্রুটি মেরামত করতঃ দ্রুত দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের সরবরাহকৃত সকল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করা সমীচীন হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের সংগৃহীত ১টি পিকআপ সরকারী পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং নীতিমালার আলোকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিএলআরআই-এর রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৭.৭ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৮ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : ঝিনাইদহ সদর উপজেলা

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১৪৮৫.০০ | ২৫৪৭.৯৬ | ২৫৪৬.২৩ | জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ | জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ | জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ | ১০৬১.২৩ (৭১.৪৫%) | ১ বছর ৬ মাস (৫০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিশ্রমী মেধাবী জাতি গঠন, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ উপখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৫-৯৬ সালে সিলেট ও চট্টগ্রামে দুটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে। পরবর্তীতে দিনাজপুর ও বরিশালে আরও দুটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। এ চারটি কলেজকে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী, পটুয়াখালী, ঢাকা এবং গাজীপুর জেলায় এ বিষয়ক মোট ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গরূপে চালু রয়েছে। কিন্তু খুলনা বিভাগে কোন ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠান না থাকায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় ১০.১৭ একর জায়গার ওপর ৩৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে "ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটির ১ম পর্যায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ের অসম্পূর্ণ কাজসমূহ সম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা তথা পূর্ণাঙ্গ রূপদানের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ের এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রদান;
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরী;
- প্রাণিসম্পদ খাত সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে পূর্ণাংগরূপে চালু/কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ভূমি উন্নয়ন- ৩২৮৭৭ ঘ.মি.
- গালর্স হোস্টেলের ৪র্থ ও ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ- ৬০০ ব.মি.
- ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক ল্যাবের ৩য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ- ১২৫ ব.মি.
- জিমনেসিয়াম নির্মাণ- ২৫০ ব.মি.
- কলেজের ২য় গেইট নির্মাণ- ১টি
- অডিটরিয়াম নির্মাণ (সাজ-সজ্জাসহ) – ৮০০ ব.মি.
- কেমিকেল ও রিএজেন্ট সংগ্রহ

- ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য এনিমেল, পোল্ট্রি ও তাদের খাদ্য সংগ্রহ
- ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ- ৫৮২২টি
- আসবাবপত্র সংগ্রহ- ১৬৪০টি
- খামার ইকুইপমেন্টস সংগ্রহ- ২৩৬টি
- জিমনেসিয়াম ইকুইপমেন্টস সংগ্রহ- ৯৮টি

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ৪ | ১৫.০৬ | ৪ | ১৫.০৬ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ৫ | ২৪.৫২ | ৫ | ২৪.৫২ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ৯ | ২৪.৬৫ | ৯ | ২৪.৬৪ |
| ৪ | ভ্রমণ ব্যয় | জন | ৯ | ৪.০০ | ৯ | ৪.০০ |
| ৫ | ওভার টাইম | জন | ২ | ৩.০০ | ২ | ২.৯৯ |
| ৬ | ইউনিয়ন কর | থোক | - | ১.৫০ | - | ১.৫০ |
| ৭ | ভূমি কর | থোক | - | ০.৫০ | - | ০.৫০ |
| ৮ | ষ্ট্যাম্প পোষ্টেজ | থোক | - | ০.২৫ | - | ০.২৫ |
| ৯ | টেলিফোন | সংখ্যা | ১৫ | ৭.০০ | ১৫ | ৬.২৪ |
| ১০ | ইন্টারনেট বিল | থোক | - | ৬.৭৮ | - | ৬.৩৩ |
| ১১ | রেজিষ্ট্রেশন ফি | সংখ্যা | ১ | ০.৮৮ | ১ | ০.৮৮ |
| ১২ | বিদ্যুৎ বিল | থোক | - | ৭২.৫০ | - | ৭২.৪৯ |
| ১৩ | পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট | সংখ্যা | ৪ | ৪৮.০০ | ৪ | ৪৭.৯০ |
| ১৪ | স্টেশনারি ও স্ট্যাম্প | থোক | - | ২৩.০০ | - | ২২.৯৯ |
| ১৫ | বই, সাময়িকী এবং জার্নাল | সংখ্যা | ২১০৯ | ২০৬.৮২ | ২১৫১ | ২০৬.৮০ |
| ১৬ | প্রচার ও বিজ্ঞাপণ | থোক | - | ৬.৫৬ | - | ৬.৩৩ |
| ১৭ | বৈদেশিক শিক্ষা সফর | জন | ১০ | ৪৯.১৪ | ১০ | ৪৯.১৪ |
| ১৮ | কেমিক্যাল ও রিএজেন্টস | থোক | - | ৪৯.৩২ | - | ৪৯.৩০ |
| ১৯ | টিকা ও ঔষধ (গবাদিপশু ও পাখির জন্য) | থোক | - | ০.২৫ | - | ০.২৫ |
| ২০ | গবাদিপশু পাখির খাদ্য | থোক | - | ৬.৭০ | - | ৬.৭০ |
| ২১ | মুরগি/পাখি ক্রয় | থোক | ১৭৫ | ০.৫০ | ১৭৫ | ০.৫০ |
| ২২ | গবাদিপশু ক্রয় | থোক | ৫৬ | ৫.০০ | ৫৬ | ৫.০০ |
| ২৩ | যন্ত্রপাতি ক্রয় (স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য) | থোক | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ |
| ২৪ | ওষুধ ক্রয় (স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য) | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ২৫ | নির্মাণ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফি | থোক | - | ২০.০০ | - | ২০.০০ |
| ২৬ | অনিয়মিত শ্রমিক (দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে) | জন | ৬ | ১৫.০০ | ৬ | ১৫.০০ |
| ২৭ | সম্মানি ভাতা (গেস্টলেকচারার/পরীক্ষা) | থোক | - | ১৩.০০ | - | ১২.৯৯ |
| ২৮ | ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
| ২৯ | উৎসব/অনুষ্ঠানাদি | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯৮ |
| ৩০ | বিবিধ (কমিটি সম্মানী) | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |
| ৩১ | বিবিধ (আউট সোর্সিং কমিশন) | থোক | - | ৬.৪০ | - | ৬.৪০ |
| ৩২ | বিবিধ (প্রকল্প মধ্যবর্তী মূল্যায়ন) | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |
| ৩৩ | বিবিধ (পিইসি শাখা, ডিএলএস-এর জন্য অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ) | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ৩৪ | বিবিধ (ছাত্রদের শিক্ষা সফর) | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |

| ক্রঃ নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৩৫ | বিবিধ (যাতায়াত) | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ৩৬ | বিবিধ (পত্রিকা বিল) | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ৩৭ | বিবিধ (দৈনন্দিন ব্যয়) | থোক | - | ১৩.০০ | - | ১৩.০০ |
| ৩৮ | বিবিধ (বৈদ্যুতিক মালামাল ও খেলাধূলা সরঞ্জাম ইত্যাদি) | থোক | - | ৭.৪০ | - | ৭.৪০ |
| ৩৯ | যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ | সংখ্যা | ৪ | ১৪.০০ | ৪ | ১৪.০০ |
| ৪০ | কম্পিউটার, ল্যাব. ইক্যুইপমেন্টস, লিফট, জেনারেটর, সোলার সিস্টেম এবং গভীর নলকূপ ইত্যাদি | থোক | - | ২৯.৮০ | - | ২৯.৮০ |
| ৪১ | অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র | থোক | - | ১.৫০ | - | ১.৫০ |
| ৪২ | রি-মডেলিং ও রক্ষণাবেক্ষণ (একাডেমিক ও হোস্টেল ভবন ইত্যাদি) | থোক | - | ৮২.০৫ | - | ৮২.০৫ |
| ৪৩ | ছাত্র বৃত্তি | জন | ৩০০ | ১৫.২০ | ৩০০ | ১৫.১২ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **৮২৫.৭৮** | | **৮২৪.০৫** |
| | **(খ) মূলধন খাতঃ** | | | | | |
| ৪৪ | মাইক্রোবাস | সংখ্যা | ১ | ৪৪.৭০ | ১ | ৪৪.৭০ |
| ৪৫ | ছাত্রদের জন্য বাস | সংখ্যা | ১ | ৩৭.৯৫ | ১ | ৩৭.৯৫ |
| ৪৬ | ল্যাব. ইক্যুইপমেন্ট | সংখ্যা | ৫৮২২ | ৩১৩.৯১ | ৫৮২০ | ৩১৩.৯১ |
| ৪৭ | খামার ইক্যুইপমেন্ট | সংখ্যা | ২৩৬ | ১৯.৯৯ | ২৩৬ | ১৯.৯৯ |
| ৪৮ | জিমনেসিয়াম ইক্যুইপমেন্ট | সংখ্যা | ৯৮ | ২২.০০ | ৯৮ | ২২.০০ |
| ৪৯ | এসি (ল্যাব ও গেস্ট হাউজ) | সংখ্যা | ২৩ | ৩৫.৮৬ | ২৩ | ৩৫.৮৬ |
| ৫০ | সার্ভার (LAN, WI-FI) | সংখ্যা | ১ | ৭.৯৭ | ১ | ৭.৯৭ |
| ৫১ | স্টুডেন্ট ম্যানেজম্যান্ট সার্ভার | সংখ্যা | ১ | ৯.৯৬ | ১ | ৯.৯৬ |
| ৫২ | সার্ভারসহ সিকিউরিটি ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম | সংখ্যা | ১ | ৪.৯৯ | ১ | ৪.৯৯ |
| ৫৩ | আইপিএস (১৫০০ ওয়াট ওয়ারিংসহ) | সংখ্যা | ২ | ২.০০ | ২ | ২.০০ |
| ৫৪ | কম্পিউটার, ইউপিএস, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি | সংখ্যা | ২২ | ১৪.৯৭ | ২২ | ১৪.৯৭ |
| ৫৫ | ফটোকপিয়ার | সংখ্যা | ১ | ২.০০ | ১ | ২.০০ |
| ৫৬ | আসবাবপত্র (ক্লাশ রুম, ল্যাব, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, লাইব্রেরী) | সংখ্যা | ১৬৪০ | ১৩১.০৩ | ১৬৪০ | ১৩১.০৩ |
| ৫৭ | জেনারেটর (১৫০ কেভিএ) | সংখ্যা | ১ | ১৫.৯০ | ১ | ১৫.৯০ |
| ৫৮ | কলেজ ক্যাম্পাসের ভূমি উন্নয়ন | ঘ.মি. | ৩২৮৭৭ | ৬২.৪৬ | ২২০৪০ | ৬২.৪৬ |
| ৫৯ | ভেটেরিনারি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির ৩য় তলা সম্প্রসারণ | বঃমিঃ | ১২৫ | ৩০.৮২ | ১২৫ | ৩০.৮২ |
| ৬০ | গার্লস হোস্টেলের উপর ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ | বঃমিঃ | ৬০০ | ১৪৩.৭৮ | ৬০০ | ১৪৩.৭৮ |
| ৬১ | অডিটরিয়াম নির্মাণ (২ তলা ভিত বিশিষ্ট) | বঃমিঃ | ৮০০ | ৩৮৩.০০ | ৮০০ | ৩৮৩.০০ |
| ৬২ | অডিটরিয়ামের সাজ-সজ্জা ও আসবাবপত্র | আসন | ৫০০ | ১৮৪.০০ | ৫১৪ | ১৮৪.০০ |
| ৬৩ | ব্যায়ামাগার নির্মাণ (২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন) | বঃমিঃ | ২৫০ | ৬৯.৭৬ | ২৫০ | ৬৯.৭৬ |
| ৬৪ | এক তলা মেডিকেল সেন্টার ভবন নির্মাণ | বঃমিঃ | ১৬৫.৪০ | ৬১.৬০ | ১৬৫.৪০ | ৬১.৬০ |
| ৬৫ | জেনারেটর সেড নির্মাণ | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ৬৬ | ভেটেরিনারি হাসপাতালের সম্মুখে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণ | থোক | - | ১১.৮৬ | - | ১১.৮৬ |
| ৬৭ | অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন এবং কার্পেটিং | থোক | - | ৩৮.৬৫ | - | ৩৮.৬৫ |
| ৬৮ | ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ | রাঃ মিঃ | ৫৫০ | ৪১.০২ | ৪৯৬.৬৪ | ৪১.০২ |
| ৬৯ | পুকুর খননসহ ঘাট বাঁধাই (১৭৫' X ১২০') | থোক | - | ৩০.০০ | - | ৩০.০০ |
| | (মূলধন): | | | **১৭২২.১৮** | | **১৭২২.১৮** |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **২৫৪৭.৯৬** | | **২৫৪৬.২৩** |

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.০ **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

- মূল প্রকল্পটি ১৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০/০৬/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- পরবর্তীতে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অডিটরিয়ামের আয়তন ও ব্যয় বৃদ্ধি, ক্যাম্পাসের অব্যবহৃত ভূমি ব্যবহার উপযোগী করা এবং সীমানা প্রাচীরের নিচের ফাঁকা স্থান বন্ধ করে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ভূমি উন্নয়ন, ক্যাম্পাসের বিদ্যমান গর্তকে পুকুরে রূপান্তরসহ পাকা ঘাট ও পাড় বাঁধাই এবং আধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ২৫৪৭.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১৪/০৭/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- অডিটরিয়াম, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং, ল্যাব ইকুইপমেন্ট, একাডেমিক ভবন, সীমানা প্রাচীর মেরামত, আসবাবপত্র, কেমিকেল ও রিএজেন্ট খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং ভূমি উন্নয়ন, বৈদেশিক শিক্ষা সফর, পশুপাখির খাদ্য ইত্যাদি খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৯/০৫/২০১৮ তারিখে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়।
- নির্ধারিত সময়ে নির্মাণসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে না পারায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৬ মাস মেয়াদ অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১১.০ **বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | - | ৩৫০.০০ | ৩৪৯.১৯ | ৩৪৯.১৯ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | - | ৫০০.০০ | ৪৯৯.৮৮ | ৪৯৯.৮৮ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৬৬০.০০ | ৬৬০.০০ | - | ৬৬০.০০ | ৬৫৭.৯১ | ৬৫৭.৯১ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৬৭০.০০ | ৬৭০.০০ | - | ৬৭০.০০ | ৬৬৯.৬৯ | ৬৬৯.৬৯ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩৭১.০০ | ৩৭১.০০ | - | ৩৭১.০০ | ৩৬৯.৫৬ | ৩৬৯.৫৬ | - |
| **মোটঃ** | **২৫৫১.০০** | **২৫৫১.০০** | - | **২৫৫১.০০** | **২৫৪৬.২৩** | **২৫৪৬.২৩** | - |

১২.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ডা. মোঃ লিয়াকত আলী, অধ্যক্ষ | ০১/০৭/২০১৪ | ১৬/১০/২০১৪ |
| ০২ | ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ | ১৬/১০/২০১৪ | ১৭/১১/২০১৪ |
| ০৩ | ডা. এবিএম গোলাম মাহমুদ, অধ্যক্ষ | ১৭/১১/২০১৪ | ১৩/০৭/২০১৫ |
| ০৪ | ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপাধ্যক্ষ | ১৩/০৭/২০১৫ | ১৬/০৮/২০১৫ |
| ০৫ | ডা. হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, অধ্যক্ষ | ১৬/০৮/২০১৫ | ১৩/০৭/২০১৭ |
| ০৬ | ড. অমলেন্দু ঘোষ, উপাধ্যক্ষ | ১৩/০৭/২০১৭ | ০২/০৮/২০১৭ |
| ০৭ | ডা. মোঃ আব্দুল হাই, অধ্যক্ষ | ০২/০৮/২০১৭ | ৩১/১২/২০১৮ |

১৩.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ **বই, সাময়িকী এবং জার্নাল ক্রয়ঃ** ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২১০৯টি বই, সাময়িকী ও জার্নাল ক্রয় বাবদ ২০৬.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **কেমিক্যাল ও রিএজেন্টসঃ** ভেটেরিনারি কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাসসহ গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য ৪৯.৩২ লক্ষ টাকার কেমিক্যাল ও রিএজেন্টস ক্রয় করা হয়।

১৩.৩ **একাডেমিক ও হোস্টেল ভবন রি-মডেলিং:** ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল ভবনের মেরামত ও রি-মডেলিং বাবদ ৮২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **যানবাহন ক্রয়ঃ** ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের চলাচলের জন্য ১টি মাইক্রোবাস ৪৪.৭০ লক্ষ টাকায় ও ১টি বাস ৩৭.৯৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়।

১৩.৫ **ল্যাব. ও খামার ইক্যুইপমেন্টঃ** কলেজের ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক ক্লাস ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৫৮২০টি ল্যাব ইকুইপমেন্ট ৩১৩.৯১ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। তাছাড়া খামারের ২৩৬টি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **জিমনেসিয়াম ইকুইপমেন্ট ও এসি ক্রয়ঃ** কলেজের নির্মিত ব্যায়ামাগারের জন্য ৯৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ২২.০০ লক্ষ টাকা এবং ল্যাবরেটরি ও গেস্ট হাউজের জন্য ২৩টি এসি ক্রয় বাবদ ৩৫.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **সার্ভার সিস্টেম স্থাপনঃ** কলেজের LAN, WI-FI স্থাপন, স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য বিভিন্ন সার্ভার স্থাপন বাবদ মোট ২২.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **আসবাবপত্র সংগ্রহঃ** কলেজের ক্লাশ রুম, ল্যাবরেটরি, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, লাইব্রেরীর জন্য ১৬৪০টি আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৩১.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ ভেটেরিনারি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির বিদ্যমান ২য় তলার ওপর ৩য় তলা ১২৫ ব.মি. সম্প্রসারণ করা বাবদ ৩০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১০ গার্লস হোস্টেলের ৩ তলার ওপর ৪র্থ ও ৫ম তলা ৬০০ ব.মি. সম্প্রসারণ করা বাবদ ১৪৩.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১১ ৮০০ ব.মি. আয়তনের ২ তলা ভিতের ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম নির্মাণ বাবদ ৩৮৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অডিটরিয়ামের সাজ-সজ্জা ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১২ ২৫০ ব.মি. আয়তনের ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ব্যায়ামাগার নির্মাণ বাবদ ৬৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৩ ১৬৫ ব.মি. আয়তনের ১ তলা মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ বাবদ ৬১.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৪ অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং করার জন্য ৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য ৪১.০২ লক্ষ টাকা ও পুকুর খননসহ ঘাট বাঁধাই করা বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে ঝিনাইদহ জেলায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজটি ঝিনাইদহ জেলা শহর থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে নির্মাণ করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক, কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় ১০.১৭ একর জায়গার ওপর ৩৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে ১ম পর্যায়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে কলেজের বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে জুলাই ২০১৪ হতে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেটেরিনারি ডিগ্রীতে পড়াশুনা করার পথ সুগম হয়েছে।

১৪.২ ২য় পর্যায়ের এ প্রকল্প হতে ভেটেরিনারি হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির ৩য় তলা সম্প্রসারণ, বিদ্যমান গার্লস হোস্টেলের উপর ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ, অডিটরিয়াম নির্মাণ (২ তলা ভিত বিশিষ্ট), অডিটরিয়ামের সাজ-সজ্জা ও আসবাবপত্র, ব্যায়ামাগার নির্মাণ (২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ভবন), এক তলা মেডিকেল সেন্টার ভবন নির্মাণ, জেনারেটর সেড নির্মাণ, ভেটেরিনারি হাসপাতালের সম্মুখে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণ, লাইব্রেরী উন্নয়ন,

অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন এবং কার্পেটিং, পুকুর খনন, শহীদ মিনার নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়। ফলে ভেটেরিনারি কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক সক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.৩ ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজে প্রতি বছর মোট ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ২০১৩ সালে ৫ বছর মেয়াদী ১ম একাডেমিক কার্যক্রম চালু হয়। ১ম ব্যাচে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণ ডিসেম্বর ২০১৯-এ কোর্স সম্পন্ন করবে। ৪ বছর একাডেমিক ও ১ বছর ইন্টার্ণশীপ। ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে ভেটেরিনারি ডিগ্রীতে অধ্যয়ন করছে। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায়, ১০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রী হোস্টেলে ১৩০ জন ছাত্রী আবাসিকভাবে বসবাস করছে। ছাত্র হোস্টেলেও ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র আবাসিকভাবে বসবাস করে পড়াশুনা করছে। হোস্টেলের নীচ তলায় কিচেন ও অপেক্ষাগারে বোর্ড দিয়ে কিছু অস্থায়ী কক্ষ তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের বসবাস করতে হয়।

১৪.৪ স্থিরচিত্রঃ

ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষকবৃন্দ

ভেটেরিনারি কলেজের অডিটরিয়াম

নির্মিত শহীদ মিনার

ছাত্রী হোস্টেলে স্থান সংকুলানের অভাবে ডাইনিং-এর পাশে অস্থায়ী কক্ষ নির্মাণ

লাইব্রেরী আধুনিকায়ন ও নতুন বই ক্রয়

নির্মিত মেডিকেল সেন্টার

ভেটেরিনারি কলেজে খননকৃত পুকুরে পানি নেই

মেডিকেল সেন্টারের সিঁড়ির ২য় তলায় রড কাটা হয়নি

**১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রদান; | কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স চলমান রয়েছে; |
| ২) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরী; | ভেটেরিনারি কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে কলেজ থেকে প্রতিনিয়ত যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ জনবল তৈরী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; |
| ৩) প্রাণিসম্পদ খাত সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; | কলেজে ভেটেরিনারি বিষয়ে পাঠদানের ফলে প্রাণিসম্পদ খাত সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে; |
| ৪) দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; | ভেটেরিনারি কলেজে প্রতি বছর ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। শিক্ষার্থীগণ ৫ বছর মেয়াদী কোর্সে অধ্যয়ন করে ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে। এতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে; |
| ৫) প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে স্থাপিত ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে পূর্ণাংগরূপে চালু/কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। | প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, ল্যাবরেটরি উন্নয়ন, একাডেমিক, মেডিকেল সেন্টার, অডিটরিয়াম ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। |

**১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৬.১ সংশোধিত প্রকল্পে কলেজ ক্যাম্পাসের ৩২৮৭৭ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল এবং এ বাবদ ডিপিপিতে ৬২.৪৬ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদকালে পুরো অর্থ ব্যয়ে ২২০৪০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায়, অডিটরিয়াম ও মেডিকেল সেন্টারের পেছনে উত্তর পাশে, ছাত্র হোস্টেলের সামনে, পেছনে কিছুটা নিচু স্থান রয়েছে। ক্যাম্পাসের নিচু স্থানে আরও ভূমি উন্নয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের সাড়ে ৪ বছরে মোট ৭ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। বার বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয় এবং ডিপিপিতে নির্ধারিত মূল বাস্তবায়নকালের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

১৬.৩ ২০১৬ সালে প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রাক্কালে কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সাঁতার কাটা এবং ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭৫' X ১২০' ফুট আয়তনের পাড় ও ঘাট বাঁধাইসহ একটি পুকুর খনন আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু পুকুরের গভীরতা কম ও নিচে বালির স্তর থাকায় পুকুরে কখনোই পানি থাকে না। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান, আরডিপিপি সংস্থানকৃত অর্থে পুকুর এ পর্যন্তই খনন করা সম্ভব হয়েছে।

১৬.৪ ২য় পর্যায়ের এ প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ৩ তলা ছাত্রী হোস্টেলের ৪র্থ ও ৫ম তলা সম্প্রসারণ করা হয়। ছাত্রী হোস্টেলে মোট ১০০ জন ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ১৩০ জন ছাত্রী বসবাস করছে। অপরদিকে ছাত্রদের হোস্টেলেও ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র বসবাস করছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিকভাবে বসবাসে অনেক সমসা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত নতুন আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ অনুরোধ জানান।

১৬.৫ অডিটরিয়ামের প্রবেশ গেইটের পশ্চিম পাশসংলগ্ন মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজ সুন্দর করা হয়েছে। মেডিকেল সেন্টারের ২য় তলার সিঁড়ির রডগুলো বাড়তি রাখা হয়েছে। যা দৃষ্টিকটু এবং যেকোন সময় রডগুলো দ্বারা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১৬.৬ ১ম পর্যায়ের প্রকল্পের অর্থে প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কোন প্রিন্সিপাল আবাসিকভাবে কলেজে বসবাস করেন না এবং স্টাফগণ কোয়ার্টারে অত্যধিক ভাড়ায় বসবাস করতে রাজি নন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ জানান, বাড়ীভাড়া ভাতা অত্যধিক কর্তন করা হয় বলে প্রিন্সিপাল, শিক্ষক ও স্টাফরা আবাসিকভাবে বসবাস করছেন না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্মিত কোয়ার্টারগুলো অবহেলায় পড়ে থাকে।

১৬.৭ ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের জনবল কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে পূর্ণাঙ্গভাবে জনবল পদায়ন নেই। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী পদে অনেকগুলো পদ শূন্য রয়েছে। একাডেমিক বিষয়ের সকল পদে শিক্ষক পর্যাপ্ত নয়। ফলে নিয়মিত একাডেমিক ক্লাস, ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কয়েকজন শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাসে যোগদান করতে হয়। কর্মচারী স্বল্পতার কারণে দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাঘাত ঘটছে। ভবনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না।

১৬.৮ মেডিকেল সেন্টার পরিচালনার জন্য ডাক্তার, নার্স ও জনবল পদায়ন/নিয়োগ করা হয়নি। ফলে মেডিকেল সেন্টারে কোন কার্যক্রম চালু নেই। অর্থাৎ সেবা প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ ঝিনাইদহ ভেটেরিনারী কলেজ ক্যাম্পাসে ভবিষ্যতে রাজস্ব খাত হতে আরও ভূমি উন্নয়ন করা সমীচীন হবে;

১৭.২ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে;

১৭.৩ পুকুরটিতে মাছ চাষ, সাঁতারের ব্যবস্থার জন্য বছরের বেশিরভাগ সময় যেন পানি থাকে সেজন্য পুকুরটি আরও গভীরভাবে পুনঃখননের জন্য কর্তৃপক্ষ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৪ কলেজের একাডেমিক পরিধি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু আবাসনের জন্য মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৫ মেডিকেল সেন্টারে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তার, নার্স ও সহায়ক জনবল পদায়ন/নিয়োগ করে সেবা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনা পরিহারের লক্ষ্যে মেডিকেল সেন্টারের ভেতরের ২য় তলার সিঁড়ির বর্ধিত রডগুলো কেটে ফেলতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে;

১৭.৭ ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজে সুষ্ঠুভাবে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভাগ/ অনুষদ ভিত্তিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৮ ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার/স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ পরিহার করে ডরমেটরি নির্মাণ করা সমীচীন হবে;

১৭.৯ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (৩য় সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১১৯৪৬.৫৮<br>৪৫৫৬.৬৬<br>৭৩৮৯.৯২ | ১৭০২৩.০০<br>৮৫৪০.০০<br>৮৪৮৩.০০ | ১৪৩৩১.৫৪<br>৬০৪৮.৪১<br>৮২৮৩.১৩ | জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১২ | জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৯ | জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৯ | +২৩৮৪.৯৩ (১৯.৯৬%) | +৭ বছর (১৪০%) |

■ জিওবি অনুদান এবং আইডিবি ও মালয়েশিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

**৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের সমুদ্রে একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের এ সমস্ত সম্ভাবনা এমনকি আমাদের মাছ ধরার অঞ্চলগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারার কারণে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সমুদ্র সীমায় অপরিকল্পিত ও অসম মৎস্য আহরণের ফলে ইতোমধ্যেই কিছু কিছু মাছ ও চিংড়ি প্রজাতির পরিমাণ একেবারেই কমে এসেছে। এতে করে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর তেমন কোন পরিপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি। যার ফলে কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় আহরণ হচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রায় মৎস্য আহরণ হচ্ছে। তাছাড়া উপকূল ও সমুদ্র সীমার মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার ইত্যাদির কোন সঠিক পরিসংখ্যান বা তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেনি। দেশের বিশাল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের সঠিক পরিমাণ নিরূপণ, মৎস্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, অতি আহরণ বন্ধসহ জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- আর্টিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ;
- বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন;
- সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরীপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন;
- বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা;
- সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা;

- সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা;
- বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা।

## ৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় যা দ্বারা ডিমারসাল ও প্যালাজিক সার্ভে এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ল্যান্ড বেজড সার্ভে, ডিমারসাল সার্ভে ও প্যালাজিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জরিপ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) এবং Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন;
- মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কর্মশালা;
- প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিট;
- Monitoring, Control and Surveillance (MCS) নিমিত্ত ডাটাবেজ তৈরি;
- মৎস্য ভবনে Disaster Recovery Site স্থাপন ও উপকূলীয় জেলা-উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;
- পূর্ব পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট ও ভিটিএমএস স্থাপনের লক্ষ্যে অফিস ভবন, প্রকল্পের ফিল্ড অফিস এবং মেরিন ফিশারিজ সার্ভিল্যান্স চেক পোস্ট এর প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও মেরামত;
- পল্টুন নির্মাণ।

## ৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ২২ | ৪৩৬.০০ | ২২ | ৩২৭.৮৭ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ৪৩ | ৪৬৫.০০ | ৪৩ | ৩৮৮.৪২ |
| ৩ | আউটসোর্সিং কর্মকর্তা | জন | ১০ | ৮৫.০০ | ১০ | ৬৩.৩৪ |
| ৪ | ভাতা | জন | ৬৫ | ৭৪০.০০ | ৬৫ | ৬৮৭.৪২ |
| ৫ | টিএ/ডিএ | থোক | - | ২১০.০০ | - | ২১০.০০ |
| ৬ | দৈনিক মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক | থোক | - | ৩০.০০ | - | ৩০.০০ |
| ৭ | অতিরিক্ত খাটুনি | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ৮ | ভিটিএমএস-এর জন্য স্যাটেলাইট ফি | থোক | - | ৫৮৮.০০ | - | ১৩৮.২৫ |
| ৯ | সিডি/ভ্যাট (অডিট ও পরামর্শক ফার্ম) | থোক | - | ২৩.৩০ | - | ২৩.৩০ |
| ১০ | টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার | সেট | ৭ | ১৪.০০ | ৭ | ১০.৩৯ |
| ১১ | রেজিস্ট্রেশন ফি | থোক | - | ১.০০ | - | ১.০০ |
| ১২ | বিদ্যুৎ | থোক | - | ২৪.০০ | - | ১২.২৫ |
| ১৩ | গ্যাস ও জ্বালানী | থোক | - | ১২.০০ | - | ৯.৭১ |
| ১৪ | পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট | থোক | - | ১৪৫.০০ | - | ১৪৫.০০ |
| ১৫ | ইন্স্যুরেন্স | থোক | - | ১৬০.০০ | - | ১৪৩.৪৩ |
| ১৬ | প্রিন্টিং | থোক | - | ১০.০০ | - | ৯.৯৮ |
| ১৭ | ষ্টেশনারী ও কনজিওম্যাবল আইটেম | থোক | - | ৮০.০০ | - | ৭৯.৯৭ |
| ১৮ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯৫ |
| ১৯ | নাবিক দলের পোশাক | থোক | - | ৮.০০ | - | ৮.০০ |
| ২০ | প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে) | থোক | - | ২৬৩.০০ | - | ১৩৮.৪৬ |
| ২১ | ওয়ার্কশপ/সেমিনার | থোক | - | ৭২.০০ | - | ৪৩.১৮ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২২ | সংরক্ষণ ও পোকা দমনের জন্য কেমিক্যালস ও অন্যান্য | থোক | - | ১৪.০০ | - | ১১.৯৮ |
| ২৩ | কনসালটেন্সি | জন | ৭ | ৪৪০.৬০ | ৭ | ৪০৮.০৬ |
| ২৪ | স্থানীয় দক্ষ টেকনিশিয়ান | জন | ৪ | ৬০.০০ | ৪ | ৫৯.৬০ |
| ২৫ | সম্মানী/ফি/মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ২৬ | জরীপ কার্যক্রম | থোক | - | ১৮০০.০০ | - | ১১৬৪.৮৩ |
| ২৭ | কম্পিউটার এক্সেসরিজ | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
| ২৮ | প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিটিং | সংখ্যা | ৫ | ১০.৫০ | ৫ | ১০.৫০ |
| ২৯ | ভেসেলের সরঞ্জাম (ভেসেল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জাম) | থোক | - | ১০০.০০ | - | ৬৯.৯৩ |
| ৩০ | অন্যান্য ব্যয় (পত্রিকা, ইন্টারনেট, বিজ্ঞাপন, ইন্স্যুরেন্স, অন্যান্য বিল ইত্যাদি) | থোক | - | ৬০৪.৭০ | - | ৬০৮.১৩ |
| ৩১ | মটর যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ৬৬.০০ | - | ৬৪.১৯ |
| ৩২ | কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত | থোক | - | ৮.০০ | - | ৭.৯৯ |
| ৩৩ | কম্পিউটার ল্যাব ও ফিল্ড অফিসের সারভিলেন্স চেকপোষ্ট ও খুলনা ফিল্ড অফিস সংস্কার ও মেরামত | থোক | - | ১৮.০০ | - | ১৭.৯৭ |
| ৩৪ | গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পল্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত | থোক | - | ১৪৩০.০০ | - | ৫৪৯.৬২ |
| ৩৫ | অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ (গ্যাংওয়ে) | সংখ্যা | ১ | ১৯.৬৬ | ১ | - |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **৭৯৮২.৭৬** | | **৫৪৭৮.৭২** |
| | **(খ) মূলধন খাতঃ** | | | | | |
| ৩৬ | মটর সাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ৩৯ | ৩২.৬৪ | ৩৯ | ৩২.৬৪ |
| ৩৭ | গবেষণা ও জরিপ জাহাজ | সংখ্যা | ১ | ৬৫৫৯.৩৮ | ১ | ৬৬৮১.৯১ |
| ৩৮ | যন্ত্রপাতি (আইডিবি) | থোক | - | ১১৩৭.০৫ | - | ১১৪৮.৭১ |
| ৩৯ | সায়েন্টিফিক ইকো সাউন্ডার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি | থোক | - | ৬০০.০০ | - | ৫৯৯.৭৯ |
| ৪০ | সার্ভে নেট, অটার বোর্ড ও অন্যান্য মাছ ধরার যন্ত্রপাতি | থোক | - | ২৯৯.০০ | - | ১১৮.১১ |
| ৪১ | ডিজেস্টার রিকভারী সাইট স্থাপনের যন্ত্রপাতি | থোক | - | ৯৭.০০ | - | ৯৬.৯৯ |
| ৪২ | পিএমইউ অফিস সরঞ্জাম | থোক | - | ৪৪.০০ | - | ৪৩.৯৯ |
| ৪৩ | পিএমইউ অফিস আসবাবপত্র | থোক | - | ৩০.০০ | - | ৩০.০০ |
| ৪৪ | ফোন/ফ্যাক্স | থোক | - | ০.৭০ | - | ০.৭০ |
| ৪৫ | অন্যান্য (পল্টুন) | সংখ্যা | ১ | ১৪৯.৪৯ | ১ | - |
| ৪৬ | সিডি/ভ্যাট/আইডিএফসি/এআইটি/সিএন্ডএফ | থোক | - | ৯০.৯৮ | - | ৯০.৯৮ |
| | (মূলধন): | | | **৯০৪০.২৪** | | **৮৮৪৩.৮২** |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **১৭০২৩.০০** | | **১৪৩৩১.৫৪** |

* ডলালের মূল্য পরিবর্তনের ফলে কয়েকটি অঙ্গে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ব্যয় বেশী হয়েছে।

**৯.০** **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

মূল প্রকল্পটি ১১৯৪৬.৬০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৪৫৫৬.৭০ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৭৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৭ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮/১০/২০০৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- মালয়েশিয়া সরকারের অনুদান প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, মালয়েশিয়া ও আইডিবি'র ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্বের কারণে প্রকল্পটি ১২৮২৫.২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৪৯৭৪.০৯ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ

৭৮৫১.১৭ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৩/২০১২ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- মালয়েশিয়া সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পের কারিগরি কার্যক্রম যথাসময়ে আরম্ভ না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ বিলম্ব হয়। এছাড়া ফিসিং ট্রলার-এর সংখ্যা বৃদ্ধি, পল্টুন নির্মাণ, ডিমারসাল ও পেলাজিক সার্ভে খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পটি ১৬৫৪৫.০৬ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮০৬২.১৪ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৮৪৮২.৯২ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে একনেক কর্তৃক ০৫/১১/২০১৩ তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সার্ভে, জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পল্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গবেষণা জাহাজটি সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী ২ বছর বঙ্গোপসাগরে জরিপ কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু গবেষণা জাহাজটি বিলম্বে আসায় (২০১৬ সাল) প্রকল্পের সার্ভে কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে প্রকল্পটি ১৭০২৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৮৫৪০.৪৭ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৮৪৮২.৫৩ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি ২৬/১২/২০১৭ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | (টাকা) | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০০৭-২০০৮ | ৯৭.০০ | ৯৭.০০ | - | ৭৫.৫৮ | ৭৫.৫৮ | ৭৫.৫৮ | - |
| ২০০৮-২০০৯ | ২৪১.০০ | ২০১.০০ | ৪০.০০ | ১২৩.৫৩ | ১৬৩.৫১ | ১২৩.৫৩ | ৩৯.৯৮ |
| ২০০৯-২০১০ | ২৬৪.০০ | ১৩১.০০ | ১৩৩.০০ | ১২৩.১৯ | ১৪২.৭৯ | ১২৩.১৯ | ১৯.৬০ |
| ২০১০-২০১১ | ১২৯.০০ | ১০৪.০০ | ২৫.০০ | ১০৩.২৫ | ১৩৩.৬৮ | ১০৩.২৫ | ৩০.৪৩ |
| ২০১১-২০১২ | ২২৯.০০ | ১১৪.০০ | ১১৫.০০ | ১১৩.৭৮ | ২০৭.৯১ | ১১৩.৭৮ | ৯৪.১৩ |
| ২০১২-২০১৩ | ২১২.০০ | ১৬০.০০ | ৫২.০০ | ১৫৯.৯৩ | ২৩৪.৮২ | ১৫৯.৯৩ | ৭৪.৮৯ |
| ২০১৩-২০১৪ | ১৮৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৬০০.০০ | ২৪৯.৯৯ | ১৮৫৩.৯৪ | ২৪৯.৯৯ | ১৬০৩.৯৫ |
| ২০১৪-২০১৫ | ৩৯৯৭.০০ | ৯৯৭.০০ | ৩০০০.০০ | ৫৯৬.৯৭ | ৪৭২৮.৮৫ | ৫৯৬.৯৭ | ৪১৩১.৮৮ |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০৯৫.০০ | ৫৯৫.০০ | ১৫০০.০০ | ৫৩৩.৯৮ | ২০১২.৪০ | ৫৩৩.৯৮ | ১৪৭৮.৪২ |
| ২০১৬-২০১৭ | ১০০০.০০ | ৭০০.০০ | ৩০০.০০ | ৬৮৩.৮৩ | ১৩৩২.৪২ | ৬৮৩.৮৩ | ৬৪৮.৫৯ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২০৪৯.০০ | ১৯২৯.০০ | ১২০.০০ | ১৭৭৬.১৯ | ১৮৮৭.৫৭ | ১৭৭৬.১৯ | ১১১.৩৮ |
| ২০১৮-২০১৯ | ১৫৭৮.০০ | ১৫৪০.০০ | ৩৮.০০ | ১৫০৮.১৯ | ১৫৫৮.০৭ | ১৫০৮.১৯ | ৪৯.৮৮ |
| **মোটঃ** | **১৩৭৪১.০০** | **৬৮১৮.০০** | **৬৯২৩.০০** | **৬০৪৮.৪১** | **১৪৩৩১.৫৪** | **৬০৪৮.৪১** | **৮২৮৩.১৩** |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম | ২৬/১১/২০০৭ | ৩০/০৭/২০১৭ |
| ০২ | ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন (রুটিন দায়িত্ব) | ০১/০৮/২০১৭ | ০৯/০১/২০১৮ |
| ০৩ | ড. মোঃ শরিফ উদ্দিন | ১০/০১/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মজুদ নির্ণয়, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, নিবন্ধনকৃত মৎস্যজিবিদের তালিকা প্রণয়নের জন্য জরীপ কার্যক্রম বাবদ ১১৬৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ সরবরাহকৃত ভেসেলের সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৬৯.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পন্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত বাবদ ৫৪৯.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ প্রকল্প এলাকার দপ্তরগুলোতে মনিটরিং পরিচালনার জন্য মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ৩২.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মজুদ নির্ণয়, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, অবৈধ মৎস্য আহরণ প্রতিরোধের জন্য ১টি জাহাজ ক্রয় বাবদ ৬৬৮১.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ জাহাজে সায়েন্টিফিক ইকো সাউন্ডার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৫৯৯.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ সমুদ্রে মাছ ধরা ও গবেষণার জন্য সার্ভে নেট, অটার বোর্ড ও অন্যান্য মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১১৮.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ ডিজাস্টার রিকভারী সাইটের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৯৬.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

**১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>**

আইএমইডি কর্তৃক ০৭/০৩/২০২০ তারিখে বাগেরহাট জেলা ও ০৮/০৩/২০২০ তারিখে খুলনা সদরে বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সার্ভে, জরিপ কার্যক্রম, গবেষণা ও জরিপ জাহাজের স্পেয়ার পার্টস, স্পীড বোট, পন্টুন এবং ভিটিএমএস সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় গবেষণা জাহাজটি সংগ্রহপূর্বক বঙ্গোপসাগরে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উক্ত জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

১৪.২ মৎস্য জরিপের সুবিধার্থে বাংলাদেশের সমগ্র সামুদ্রিক জলসীমাকে উপকূলীয় তটরেখা হতে গভীরতার ওপর ভিত্তি করে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা- চিংড়ি সম্পদ জরিপ (উপকূলীয় তীরের ১০ মিটার গভীরতা হতে ১০০ মিটার পর্যন্ত), ডিমারসাল বা তলদেশীয় মৎস্য সম্পদ জরিপ (১০ মিটার হতে ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত) এবং পেলাজিক বা উপরের স্তরের মৎস্য সম্পদ জরিপ। জাহাজ ক্রয়ের পর ২০১৬ হতে প্রকল্প মেয়াদে ৩ ধরনের জরিপের উদ্দেশ্যে ২৪টি ক্রুজ পরিচালনা করা হয়।

১৪.৩ এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক নৌযানসমূহের চলাচলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১৩৩টি বাণিজ্যিক ট্রলারে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) (ডিভাইসসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি) স্থাপন করা হয়েছিল এবং চট্টগ্রামস্থ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টে স্থাপিত কন্টোল রুম (সার্ভার রুম) হতে মনিটরিং কার্যাদি পরিচালনা করা হতো। উক্ত System টি জুন ২০১৭ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ হতে সিগনাল ক্রয় এবং প্রকল্পটি সমাপ্তির পর 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্পের মাধ্যমে VTMS পুনঃপরিচালনা শুরু করার কাজ চলমান রয়েছে।

১৪.৪ মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-এর তত্ত্বাবধায়নে রয়েছে। এ জাহাজের দ্বারা প্রতি অর্থবছরের অনুমোদিত ক্রুজ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক মৎস্যের জৈবতাত্বিক বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে করে আসছে। উক্ত গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনা করতে জাহাজটি রক্ষণাবেক্ষণে করণীয় নির্ধারণ করতে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি Bureau Veritas এর আওতাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, Bureau Veritas এর ইঞ্জিনিয়ারগণ নিয়মিত সার্ভে করে জাহাজটি রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় মেরামতসহ অন্যান্য কার্যাদি নির্ধারণ করে সার্ভে রিপোর্ট প্রদান করেন এবং উক্ত সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চলমান 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্প হতে সম্পন্ন করা হয়।

১৪.৫ Hall Sonar বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পানিতে শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে পানির নিচের বিভিন্ন প্রকারের বস্তু যেমন- মাছের ঝাঁক, সমুদ্র তলার প্রকৃতিসহ সমুদ্রের অন্যান্য জিনিস সনাক্ত করতে পারে এবং ঐ সনাক্তকৃত বস্তু জাহাজে স্থাপিত কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকারের প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মনিটরে প্রদর্শন করে। গবেষণা ও জরিপ

জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী"-এ ব্যবহৃত Hall Sonar টি দ্বারা মূলতঃ সমুদ্র তলে মাছের অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উক্ত Hall Sonar টি জাহাজের বার্ষিক ডকিংয়ের সময় প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

১৪.৬ বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে প্রাচুর্যে ভরা নবায়নযোগ্য সম্পদের ভান্ডার সামুদ্রিক মৎস্যের গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্যের জৈবতাত্বিক তথ্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত জাল-নৌকা ও সরাঞ্জামাদির তথ্য এবং বিভিন্ন মনিটরিং, কন্ট্রোল এন্ড সার্ভেলেন্স (এমসিএস) কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহৃত জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী"র পরিচালনা এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়ন "সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

বাগেরহাটের ফেরীঘাটে সরবরাহকৃত স্পীড বোট

খুলনা ফরেস্ট ঘাটে সরবরাহকৃত স্পীড বোট

গবেষণা জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী'

বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী'তে গবেষণারত বিজ্ঞানীগণ

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) আটিসেনাল ফিশারিজ এর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের | মোহনা ও উপকূলীয় জলাশয়ের বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় মৎস্য আহরণের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| বর্তমান মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনীয় আহরণের পরিমাণ নিরূপণ; | |
| ২) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ; | সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের সহায়তায় সমুদ্রে উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হচ্ছে। জরিপে ৪৫৭ জাতের সামুদ্রিক প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৩৯৪ জাতের মাছ ও হাঙ্গর, ৪৯ জাতের চিংড়ি ও কাঁকড়া এবং ১৪ জাতের গ্যাসট্রোপোডা রয়েছে। |
| ৩) বিভিন্ন ধরনের জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা এবং তথ্য ব্যাংক স্থাপন; | প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় নদ-নদী ও সমূদ্রে জাল ও নৌকার জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের মোট ১,৯৫,৩৫৩ টি মাছ ধরার যন্ত্র সনাক্ত করা হয়। মোট ৬৮,১৯২টি মাছ ধরার নৌকার (৩৩,৩৪১টি ইঞ্জিন চালিত ও ৩৪,৮৫১টি হস্তচালিত) সন্ধান পাওয়া যায়। এসব নৌযানের তথ্য মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়। |
| ৪) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা; | সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জেলেদের ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রচারণা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। |
| ৫) ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরীপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ এর লক্ষ্যে সফটওয়্যার উন্নয়ন; | বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়্যারে মৎস্য সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণসহ সকল জরীপ, সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়। |
| ৬) বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে দূষণের ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উপর পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা; | উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন কারখানার নিষ্কাশিত ময়লা পানি, মানব বর্জ্য নদ-নদী ও সমুদ্রের পানি, মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। এসব বর্জ্য নদীতে না ফেলার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালিত হয়। |
| ৭) সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; | প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের প্রশিক্ষণ, সামুদ্রিক মৎস্য জাত প্রাণির জরিপ, জাহাজ ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় করে মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| ৮) পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি Catch Assessment কর্মসূচির উন্নয়ন করা; | জলবায়ু পরিবর্তন, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মাছের ক্ষতিকারক দিক, অবৈধভাবে মাছ সংরক্ষণ, সমূদ্রে মাছ সম্প্রসারণের সফল দিকগুলোর জন্য একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়। |
| ৯) সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রমের উন্নয়ন করা; | সামুদ্রিক সম্পদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, জাহাজ, স্পীড বোট ক্রয়, প্রয়োজনীয় মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ এর সহায়তায় গভীর সমুদ্রের জেলেদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। |
| ১০) বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় সম্পদের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা। | সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যজাত সম্পদের সার্বিক তথ্যাবলী সম্বলিত "মেরিন এন্ড কোস্টাল ফিস ইন বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সমুদ্রের উপরের স্তর ও তলদেশের মৎস্য সম্পদের স্থিতি এবং সর্বোচ্চ মাত্রা নিরূপণ করা। পরিবর্তনশীল সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের নিয়ন্ত্রিত আহরণ নির্ধারণ করা। প্রকল্প চলাকালে এসব কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা (MSY) নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় সামুদ্রিক মৎস্যের গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' সংগ্রহ করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা দুরীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কমকর্তা-কর্মচারীদের দেশি/বিদেশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের সমুদ্র সীমায় সামুদ্রিক নৌযানসমূহের চলাচলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্প মেয়াদে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি

মীন সন্ধানী" এর মাধ্যমে শ্রিম্প, পেলাজিক ও ডিমারসাল প্রকৃতির ২৪টি ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর এবং নতুন প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে জাহাজ পরিচালনা করাসহ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে।

১৬.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত ৩৯টি মটর সাইকেল প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যবহার করছেন এবং ১০টি স্পীড বোট উপকূলীয় ১০টি জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্বে নদীতে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণা জাহাজটি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় গভীর সমুদ্রে মৎস্য জরীপ ও মৎস্য আহরণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এসব জলযান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পদে দক্ষ জনবলের প্রকট অভাব রয়েছে।

১৬.৩ প্রকল্পের স্পীড বোটগুলো অত্যন্ত ভাল মানের। নদী ও সমুদ্রে মৎস্য অভিযানে এ বোটগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো পরিচালনা অত্যধিক ব্যয়বহুল ও জ্বালানী খরচ বেশী। ফলে অভিযান পরিচালনায় কিছুটা বিঘ্নিত ঘটছে। তাছাড়া এগুলো পরিচালনার জন্য কোন চালক পদায়ন নেই।

১৬.৪ বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় সামুদ্রিক নৌযানসমূহের চালাচলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মনিটরিং, কন্ট্রোল এন্ড সার্ভেলেন্স (এমসিএস) কার্যক্রম পরিচালিত হয় যার মধ্যে Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) অন্তর্ভুক্ত। এই এমসিএস কার্যক্রম পরিচালনায় সার্ভার কক্ষে স্থাপিত কম্পিউটারের মাধ্যমে VTMS ডিভাইসের সাহায্যে সমুদ্রগামী নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সরকার কর্তৃক প্রণয়নকৃত কোন বিধি লঙ্ঘিত হলে উক্ত নৌযানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে VTMS সার্ভিসের স্যাটেলাইট সংযোগ না থাকায় এমসিএস পরিচালনার সার্ভার কক্ষটি সাময়িক বন্ধ রয়েছে।

১৬.৫ বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারসহ ১৩৩টি Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) Satellite Service ক্রয় করা হয়। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক VTMS নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তবে VTMS সার্বক্ষণিক সচল থাকে না মর্মে জানা যায়।

১৬.৬ প্রকল্প মেয়াদকালে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদনে পরামর্শকের টিএ, উন্মুক্ত দরপত্রের পরিবর্তে আরএফকিউ'র মাধ্যমে যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও মালামাল ক্রয়, সার্ভে জরিপের মাছ ক্রয়, অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, কেমিকেল ক্রয়সহ কিছু খাতে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এসব আপত্তির অধিকাংশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে, কিছু আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়নি মর্মে পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত 'আর ভি মীন সন্ধানী' জাহাজ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, গবেষণা অব্যাহত রাখা, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.২ প্রকল্পের ক্রয়কৃত জাহাজ ও স্পীড বোটগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল দ্রুত পদায়ন করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের মূল্যবান স্পীড বোটগুলো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে সংকুলান করতে হবে;

১৭.৪ সমুদ্রে অবৈধ নৌযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) সার্ভিসের স্যাটেলাইট সংযোগ প্রদান ও মনিটরিং, কন্ট্রোল এন্ড সার্ভেলেন্স (এমসিএস) পরিচালনার সার্ভার দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের মেয়াদের ২০০৭-২০১৯ সময়ের কিছু অডিট আপত্তি কেন নিষ্পত্তি কেন করা হয়নি এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করবে এবং শেষ দুই অর্থ বছরের অডিট প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ আকারে (প্রয়োজনে ছায়ালিপি) আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৬ জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট জিডিপি'তে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৩.৬৯ ভাগ এবং দেশের রপ্তানি আয়ের ২ শতাংশের অধিক আসে মৎস্যখাত হতে। বিশ্বায়নের এই যুগে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান ও খাদ্য নিরাপত্তার বিচারে 'সি ফুড' সারা বিশ্বে সমাদৃত। এ সমুদ্রসীমার মধ্যে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদ, যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে, দারিদ্র্য বিমোচনে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

১৭.৭ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্ত: জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : ময়মনসিংহ সদর, কক্সবাজার সদর

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১২৩৬.২৫ | ১৮৪৫.০০ | ১৫১৪.৮৫ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | + ২৭৮.৬০ (২২.৫৪%) | ২ বছর (৪০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** মুক্তা একটি দামী রত্ন। শুধু অলংকার তৈরিতেই নয়, মুক্তার রয়েছে আরও নানাবিধ ব্যবহার। মুক্তা ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মুক্তার গুড়া দিয়ে তৈরি ক্রীম ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত একটি দামী প্রসাধনী। এছাড়া ঝিনুকের খোলস ও মাংসল অংশেরও রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং জলাশয় মুক্তা চাষ উপযোগী। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। গ্রামীণ সমাজের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠী উৎপাদনমুখী তেমন কোন কাজের সাথে জড়িত নয়। তাই স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এসব বিষয় বিবেচনা করে নারীকে স্বাবলম্বীকরণ ও সে সাথে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা চাষ হতে পারে সরকারের এই উদ্দেশ্যকে সফল করার একটি উপযুক্ত পদক্ষেপ। কারণ মুক্তা চাষ হচ্ছে নারীবান্ধব একটি প্রযুক্তি। মুক্তা তৈরিতে ঝিনুক অপারেশন, পুকুরে চাষ এবং উৎপাদিত মুক্তা ও ঝিনুকের খোলস দিয়ে পণ্য তৈরি প্রতিটি ক্ষেত্রই নারী উপযোগী কর্মক্ষেত্র। মুক্তা চাষ সহজসাধ্য কারণ তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা সহজেই এই কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবে। মুক্তা চাষে নারীদের নিয়োজিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিএফআরআই কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা;
২) মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
৩) নিউক্লি মুক্তার জন্য নিউক্লিয়াস উৎপাদন করা; এবং
৪) মৎস্যচাষী, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

ক) টেকসই মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ;
খ) ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উন্নয়ন ও কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার লক্ষ্যে মাসেল ব্রিডিং হ্যাচারি নির্মাণ;
গ) মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা;
ঘ) বৈদেশিক পরামর্শক/টেকনিশিয়ান নিয়োগ;
ঙ) মৎস্যচাষী, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
চ) গবেষণা ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়;
ছ) যানবাহন ক্রয়।

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ১২ | ১৫৩.৯৪ | ৬ | ১৩৩.৮৩ |
| ২ | কর্মচারীদের বেতন | জন | ২৩ | ৯৭.৪৮ | ১৪ | ৭১.০৭ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ৩৫ | ২৩১.৮৬ | ২০ | ১৪০.৩৩ |
| ৪ | ভ্রমণ ভাতাদি | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ৫ | টেলিফোন | থোক | - | ০.৫০ | - | ০.২৪ |
| ৬ | ফ্যাক্স/ইন্টারনেট | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ৭ | গ্যাস, পেট্রোল ও জ্বালানী | থোক | - | ৩০.০০ | - | ২৬.৭৭ |
| ৮ | বই এবং জার্নাল, পাবলিকেশন | থোক | - | ১২.৯৮ | - | ১২.৮৮ |
| ৯ | স্টেশনারিজ | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৪.৯৮ |
| ১০ | প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপন | থোক | - | ১০.০০ | - | ৯.৯৯ |
| ১১ | স্থানীয় প্রশিক্ষণ | জন | ২০৮০ | ৩৭.৯০ | ২০৮০ | ৩৭.৯০ |
| ১২ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | জন | ৬ | ৮৫.২২ | ৬ | ৮৫.১৫ |
| ১৩ | বৈদেশিক ভ্রমণ | জন | ১৪ | ৭২.৯৮ | ১৪ | ৭২.৯৮ |
| ১৪ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স | থোক | - | ১১.০০ | - | ১০.৯৯ |
| ১৫ | শ্রমিক ভাতা | থোক | - | ১.০০ | - | ১.০০ |
| ১৬ | কেমিক্যাল এবং গ্লাসওয়ার | থোক | - | ২৯.৬২ | - | ২৯.৬১ |
| ১৭ | মুক্তা চাষ টেকনিশিয়ান (বৈদেশিক) | জন | ২ | ১৪৪.০০ | ২ | ০ |
| ১৮ | সম্মানী ভাতা | থোক | - | ৮.০০ | - | ৫.৬০ |
| ১৯ | যানবাহন ভাড়া | থোক | - | ১.০০ | - | ১.০০ |
| ২০ | মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | থোক | - | ৫.০০ | | ৫.০০ |
| ২১ | বিবিধ | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৪.৮৯ |
| ২২ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ২০.০০ | - | ১৯.৯৯ |
| ২৩ | গবেষণাগার সংস্কার | থোক | - | ৮.০০ | - | ৮.০০ |
| ২৪ | পুকুর মেরামত | সংখ্যা | ৫ | ১৫.০০ | ৫ | ১৫.০০ |
| ২৫ | গবেষণা | সংখ্যা | ৬ | ২৫৮.৪২ | ৬ | ২১৭.৬০ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **১২৮০.৯০** | | **৯৫১.৮০** |
| | **(খ) মূলধন খাতঃ** | | | | | |
| ২৬ | যানবাহন (মাইক্রোবাস- ১টি, মটর সাইকেল- ১৪টি, বাই সাইকেল- ১২টি) | সংখ্যা | ২৭ | ৭২.৯৯ | ২৭ | ৭২.৯৯ |
| ২৭ | গবেষণাগার যন্ত্রপাতি | থোক | - | ১৮৭.০০ | - | ১৮৬.৩২ |
| ২৮ | প্রশিক্ষণ, অফিস যন্ত্রপাতি | সংখ্যা | ২৮ | ২৫.৮৮ | ২৮ | ২৫.৪৮ |
| ২৯ | আসবাবপত্র | সংখ্যা | ১০৬ | ১৪.৯৯ | ১০৬ | ১৪.৯৯ |
| ৩০ | ল্যাবরেটরি কাম মাসেল ব্রিডিং হ্যাচারী | ব.মি. | ৫০০ | ১৬৭.৪৬ | ৫০০ | ১৬৭.৪৬ |
| ৩১ | অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি) | মিটার | ৭৯২ | ৭৩.২৬ | ৭৯২ | ৭৩.২৬ |
| ৩২ | ভূমি উন্নয়ন | ঘ.মি. | ৬০০০ | ১৯.৫২ | ৬০০০ | ১৯.৫২ |
| ৩৩ | কনসালটেন্সি ফি (২%) | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| | (মূলধন): | | | **৫৬৪.১০** | | **৫৬৩.০৫** |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **১৮৪৫.০০** | | **১৫১৪.৮৫** |

**৯.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ১২৩৬.২৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/১১/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, জনবলের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, গবেষণা যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির ফলে ১ম বার সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৬২.০০ লক্ষ টাকায় জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০৪/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।
- প্রকল্পের সরবরাহ সেবা, গবেষণা যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং নির্মাণ খাতে ব্যয় হ্রাস করে ২য় বার সংশোধন করা হয় এবং ১৮৪৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১২-২০১৩ | ২৯.৪১ | ২৯.৪১ | - | ২৯.৪১ | ২৯.৪১ | ২৯.৪১ | - |
| ২০১৩-২০১৪ | ২১৮.১২ | ২১৮.১২ | - | ২১৮.১২ | ২১৮.১২ | ২১৮.১২ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ২১২.৮০ | ২১২.৮০ | - | ২১২.৮০ | ২১২.৮০ | ২১২.৮০ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ৪৭২.৩৮ | ৪৭২.৩৮ | - | ৪৭২.৩৮ | ৪৭২.৩৮ | ৪৭২.৩৮ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৫৪.০০ | ১৫৪.০০ | - | ১৫৪.০০ | ১৪৫.০১ | ১৪৫.০১ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | - | ২২৯.০০ | ২২৪.১৩ | ২২৪.১৩ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৪০৮.২৯ | ৪০৮.২৯ | - | ২৪২.০০ | ২১৩.০০ | ২১৩.০০ | - |
| **মোটঃ** | **১৮৪৫.০০** | **১৮৪৫.০০** | - | **১৫৭৯.০০** | **১৫১৪.৮৫** | **১৫১৪.৮৫** | |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | ০৫/০৩/২০১৩ | ২৮/০২/২০১৬ |
| ০২ | জনাব অরুণ চন্দ্র বর্মন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | ০১/০৩/২০১৬ | ১৩/০৫/২০১৮ |
| ০৩ | ড. মোহসেনা বেগম তনু, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | ০৪/০৬/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে ঝিনুক থেকে মুক্তা সংগ্রহ মোট ২০৮০ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এ বাবদ ৩৭.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে মোট ৬ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এ বাবদ ৮৫.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া ১৪ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক ভ্রমণ বাবদ ৭২.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **কেমিক্যাল ও গ্লাসওয়ারঃ** বিএফআরআই-তে মুক্তা চাষের গবেষণায় ব্যহারের জন্য মোট ২৯.৬১ টাকা কেমিকেল ক্রয় করা হয়।

১৩.৫ **পুকুর মেরামতঃ** বিএফআরআই-তে মুক্তা চাষের উপযোগী করে পুকুর মেরামত বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **গবেষণাঃ** মুক্তা চাষের প্রযুক্তি বিষয়ে ৬টি গবেষণা সম্পন্ন করা বাবদ ২১৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **যানবাহন ক্রয়ঃ** ১টি মাইক্রোবাস, ১৪টি মটর সাইকেল, ১২টি বাই সাইকেল ক্রয় বাবদ ৭২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **গবেষণাগারের যন্ত্রপাতিঃ** ময়মনসিংহ বিএফআরআইতে গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৮৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ **প্রশিক্ষণ ও অফিস যন্ত্রপাতিঃ** প্রশিক্ষণ ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ২৫.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১০ **ল্যাবরেটরি কাম মাসেল ব্রিডিং হ্যাচারীঃ** ময়মনসিংহ বিএফআরআই, স্বাদু পানি কেন্দ্রে ২য় তলা বিশিষ্ট মুক্তার গবেষণাগার ভবন নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় ১৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা।

১৩.১১ **অভ্যন্তরীণ রাস্তা (আরসিসি)**: গবেষণাগারের চারদিকে আরসিসি রোড নির্মাণ বাবদ ৭৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র উপপরিচালক সোনিয়া বিনতে তাবিব কর্তৃক ১৪/০৩/২০২০ তারিখে বিএফআরআই স্বাদু পানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিএফআরআই-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ মুক্তা পৃথিবীখ্যাত একটি মূল্যবান রত্ন ও আভিজাত্যের প্রতীক যা জীবিত ঝিনুকের দেহে উৎপন্ন হয় । বাহিরের কোন বস্তু ঝিনুকের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নরম অংশে আটকে গেলে আঘাতের সৃষ্টি হয়। ঝিনুক এই আঘাতের অনুভূতি থেকে উপশম পেতে বাহির থেকে প্রবেশকৃত বস্তুটির চারিদিকে এক ধরনের লালা নিঃসরণ করতে থাকে। ক্রমাগত নিঃসৃত এই লালা বস্তুটির চারিদিকে ক্রমান্বয়ে জমাট বেঁধে ক্ষুদ্র স্বচ্ছ স্ফটিক তৈরি করে যা ঘনীভূত হয়ে স্তরীভূত আকারে জমা হয়ে মুক্তায় পরিণত হয়। প্রকল্পের গবেষণায় সফলভাবে ৩ ধরনের মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। রাইস পার্ল, ইমেজ মুক্তা ও নিউক্লি মুক্তা। এ ৩টি ধরনের মুক্তা উৎপাদনে বিএফআরআই বর্তমানে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৪.৩ প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম ও মুদ্রণ নিম্নরূপঃ

| নং | গবেষণার বিষয় | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|---|
| ১ | Survey on the availability of pearl producing mussels in Bangladesh | ক. ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও বিচরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ<br>খ. মুক্তা তৈরীতে সক্ষম দেশীয় ছয় প্রজাতির ঝিনুক সনাক্তকরণ |
| ২ | Investigation on the feasibility of pearl production in marine bivalves | বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে প্রধান মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক চিহ্নিতকরণ |
| ৩ | Development and fine tuning of Freshwater pearl culture technology in native pearl producing mussels | ক. সফলভাবে মুক্তা উৎপাদন কৌশল আয়ত্বকরণ<br>খ. দেশীয় স্বাদু পানির ঝিনুকে সফলভাবে রাইস পার্ল ও ইমেজ মুক্তা উৎপাদন<br>গ. দেশীয় স্বাদু পানির ঝিনুকে চার রঙের (কমলা, গোলাপী, সাদা, ছাই) মুক্তা উৎপাদন<br>ঘ. একটি ঝিনুক থেকে সর্বোচ্চ ১২টি রাইস পার্ল উৎপাদন<br>ঙ. ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের ক্ষেত্রে একটি ঝিনুকের জন্য উপযুক্ত টিস্যুর সংখ্যা নির্ধারণ<br>চ. ইমেজ মুক্তা উৎপাদনে ইমেজের সঠিক আকার নির্ধারণ<br>ছ. বিভিন্ন উপাদানের ইমেজ মুক্তা উৎপাদন<br>জ. রাইস পার্ল ও ইমেজ মুক্তা উৎপাদনের উত্তম চাষ পদ্ধতি নির্ধারণ |
| ৪ | Propagation of freshwater mussels, *Lamellidens* sp. and *Hyriopsis cumingii* | ক. হিস্টোলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে স্বাদু পানির পুরুষ ও স্ত্রী ঝিনুক চিহ্নিতকরণ<br>খ. স্বাদু পানির ঝিনুক (*Lamellidens marginalis*) এর Peak breeding season চিহ্নিতকরণ<br>গ. ঝিনুকের প্রজননে উপযুক্ত হোস্ট মাছ সনাক্তকরণ<br>ঘ. বদ্ধ জলাশয়ে স্বাদুপানির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের (*Lamellidens marginalis*) প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন |
| ৫ | Development of nuclei and | ক. নিউক্লি উৎপাদনে উপযুক্ত দেশীয় সামুদ্রিক ঝিনুকের প্রজাতি (*Cerastodermaedule)* সনাক্তকরণ |

| নং | গবেষণার বিষয় | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|---|
| | post-harvest technology for pearl production | খ. দেশীয় প্রযুক্তিতে নিউক্লি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন: শেলকাটিং এন্ড শেপিং ইউনিট, নিউক্লি ইউনিট এবং পোলিশিং ইউনিট স্থাপন<br>গ. গবেষণাগারে সফলভাবে নিউক্লি উৎপাদন<br>ঘ. দেশীয় প্রযুক্তিতে মুক্তার আহরোণোত্তর পরিচর্যা ইউনিট স্থাপন<br>ঙ. দেশীয় স্বাদু পানির ঝিনুকে উৎপাদিত মুক্তার উজ্জ্বলতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিসাধন |

১৪.৫ প্রকল্পের মুদ্রণকৃত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নিম্নরূপঃ

১) মুক্তা চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
২) স্বাদুপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন কলাকৌশল
৩) স্বাদুপানির ঝিনুকে রাইস পার্ল উৎপাদন কলাকৌশল
৪) স্বাদুপানির ঝিনুকের নিয়ন্ত্রিত প্রজনন কৌশল
৫) মুক্তা তৈরিতে নিউক্লি উৎপাদন কলাকৌশল

মুক্তা চাষ গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন মুদ্রণ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রকল্পের অর্থে নির্মিত মুক্তা গবেষণাগার

গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ

উৎপাদিত বিভিন্ন ডিজাইনের মুক্তা

নির্মিত পানির ফোয়ারা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা

প্রকল্প থেকে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

মুক্তা রাখার বিশেষ সংরক্ষণাগার

১৪.৬ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ও মালামাল ক্রয়ের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | প্যাকেজের নাম | ডিপিপি সংস্থান | চুক্তিমূল্য | কার্যাদেশের তারিখ | কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ | কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ল্যাবরেটরি-কাম-মুক্তা উৎপাদন হ্যাচারি কমপ্লেক্স-এর (ড্রইং ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট সেবা) কনসালটেন্সী ফি | ২.০০ | ২.০০ | ২৯.০৮.২০১৩ | ২৬.০৯.২০১৩ | ২৫.০৯.২০১৩ |
| ২ | ২য় তলা বিশিষ্ট ল্যাবরেটরি-কাম-মুক্তা উৎপাদন হ্যাচারি কমপ্লেক্স নির্মাণ | ১৬৭.৪৬ | ১৬৭.৪৬ | ২০.০২.২০১৪ | ২০.০২.২০১৫ | ১৫.০২.২০১৫ |
| ৩ | ৩য় ফটক হতে ল্যাবরেটরি-কাম-মুক্তা উৎপাদন হ্যাচারি কমপ্লেক্স পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ | ৭৩.২৬ | ৭৩.২৬ | ০২.০২.২০১৬ | ০১.০৮.২০১৬ | ১৮.০৬.২০১৬ |
| ৪ | ল্যাবরেটরি-কাম-মুক্তা উৎপাদন হ্যাচারি কমপ্লেক্স-এর সাইট উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন (ড্রইং ডিজাইন এবং সংশ্লিষ্ট সেবা) কনসালটেন্সী ফি | ১.০০ | ১.০০ | ২৫.০৪.২০১৬ | ২৪.০৫.২০১৬ | ০২.০৫.২০১৬ |
| ৫ | মুক্তা গবেষণাগার ভবনের চতুর্পাশস্থ এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ | ৯.৫৩ | ৯.৫৩ | ২৪.০৫.২০১৬ | ২৩.০৬.২০১৬ | ২২.০৬.২০১৬ |
| ৬ | ল্যাবরেটরি-কাম-মুক্তা উৎপাদন হ্যাচারি কমপ্লেক্স-এর সাইট উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন | ৯.৯৯ | ৯.৯৯ | ২৮.০৪.২০১৬ | ২৭.০৬.২০১৬ | ১৯.০৬.২০১৬ |
| ৭ | ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্স-এর সংস্কার | ৮.০০ | ৮.০০ | ১৫.০৩.২০১৫ | ২০.০৬.২০১৫ | ১৫.০৬.২০১৫ |
| ৮ | ৫টি পুকুরের বিশেষ সংস্কার | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ০২.০২.২০১৬ | ১০.০৬.২০১৬ | ০৮.০৬.২০১৬ |
| ৯ | মাইক্রোবাস | ৪৭.৬৩ | ৪৬.৭২ | ০৭.১১.২০১৩ | ০৬.০১.২০১৪ | ২০.১২.২০১৩ |
| ১০ | মটর সাইকেল | ২৩.০৪ | ২৩.০৪ | ২৬.০১.২০১৪<br>২৪.১১.২০১৫ | ২৫.০২.২০১৪<br>২৩.১২.২০১৫ | ০৯.০২.২০১৪<br>০৩.১২.২০১৫ |
| ১১ | গবেষণা যন্ত্রপাতি | ১৮৭.০০ | ৪.৯৮<br>৪.৯৯<br>৪.৯৯<br>৪১.২৫<br>৯৭.৭৫<br>৩২.৩৬ | ৩১.০৫.২০১৫<br>২২.১১.২০১৫<br>২৮.০৪.২০১৬<br>১২.০৪.২০১৬<br>১২.০৫.২০১৬<br>১৩.১২.২০১৮ | ১৫.০৬.২০১৫<br>০৬.১২.২০১৫<br>২৭.০৫.২০১৬<br>১১.০৬.২০১৬<br>১১.০৬.২০১৬<br>১২.০৫.২০১৯ | ১০.০৬.২০১৫<br>২৫.১১.২০১৫<br>২৬.০৫.২০১৬<br>০১.০৬.২০১৬<br>০৯.০৬.২০১৬<br>২৮.০৪.২০১৯ |
| ১২ | অফিস ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি | ২৫.৮৮ | ১৪.৫০<br>৪.৬৬<br>৫.০০<br>০.৭৮<br>০.৬০ | ৩০.০৫.২০১৩<br>০৯.০৩.২০১৪<br>২৯.১০.২০১৫<br>২৫.০৪.২০১৬<br>০২.১০.২০১৮ | ১৫.০৬.২০১৩<br>২৪.০৩.২০১৪<br>১৪.১১.২০১৫<br>১০.০৫.২০১৬<br>১৭.১০.২০১৮ | ১৩.০৬.২০১৩<br>১৯.০৩.২০১৪<br>০৫.১১.২০১৫<br>০৮.০৫.২০১৬<br>১৪.১০.২০১৮ |

**১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা; | ক. সফলভাবে মুক্তা উৎপাদন কৌশল আয়ত্বকরণ<br>খ. মুক্তা তৈরীতে সক্ষম দেশীয় ছয় প্রজাতির ঝিনুক সনাক্তকরণ<br>গ. দেশীয় স্বাদু পানির ঝিনুকে সফলভাবে রাইস পার্ল ও ইমেজ মুক্তা উৎপাদন<br>ঘ. দেশীয় স্বাদু পানির ঝিনুকে চার রঙের (কমলা, গোলাপী, সাদা, ছাই) মুক্তা উৎপাদন<br>ঙ. একটি ঝিনুক থেকে সর্বোচ্চ ১২টি রাইস পার্ল উৎপাদন<br>চ. ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের ক্ষেত্রে একটি ঝিনুকের জন্য উপযুক্ত টিস্যুর সংখ্যা নির্ধারণ<br>ছ. বিভিন্ন উপাদানের ইমেজ মুক্তা উৎপাদন |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| | জ. ইমেজ মুক্তা উৎপাদনে ইমেজের সঠিক আকার নির্ধারণ<br>ঝ. স্বল্প খরচে দেশে মুক্তা চাষ কলাকৌশল উদ্ভাবন<br>ঞ. বিভিন্ন অঞ্চলে ডেমোস্ট্রেশনফার্মে সফলভাবে গুণগত মানসম্পন্ন মুক্তা উৎপাদন |
| ২) মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা; | ক. হিস্টোলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে স্বাদু পানির পুরুষ ও স্ত্রী ঝিনুক চিহ্নিতকরণ<br>খ. স্বাদু পানির ঝিনুক (*Lamellidensmarginalis*) এর Peak breeding season চিহ্নিতকরণ<br>গ. ঝিনুকের প্রজননে উপযুক্ত হোস্ট মাছ সনাক্তকরণ<br>ঘ. বদ্ধ জলাশয়ে স্বাদু পানির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের (*Lamellidens marginalis*) প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন |
| ৩) নিউক্লি মুক্তার জন্য নিউক্লিয়াস উৎপাদন করা; | ক. নিউক্লি উৎপাদনে উপযুক্ত দেশীয় সামুদ্রিক ঝিনুকের প্রজাতি (*Cerastoderma edule)* সনাক্তকরণ<br>খ. দেশীয় প্রযুক্তিতে নিউক্লি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন: শেলকাটিং এন্ড শেপিংইউনিট, নিউক্লি ইউনিট এবং পোলিশিং ইউনিট স্থাপন<br>গ. গবেষণাগারে সফলভাবে নিউক্লি উৎপাদন |
| ৪) মৎস্যচাষী, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | প্রকল্পের অর্থায়নে সফলভাবে ২০৮০ জন মুক্তা চাষে আগ্রহী মৎস্যচাষী, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে "স্বাদু পানির ঝিনুকে মুক্তা চাষ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান |

**১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৬.১ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯-এ। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায় ২৭/০১/২০২০ তারিখে অর্থাৎ ৭ মাস পর।

১৬.২ বাংলাদেশে মুক্তা চাষ বিষয়ে কারিগরি সহায়তা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য ২ জন বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান আরডিপিপিতে থাকলেও নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ২ বার দরপত্র আহবান করার পর যোগ্যতাসম্পন্ন বিদেশী পরামর্শক পাওয়া যায়নি। ফলে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়নি ও এ খাতের অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৬.৩ ময়মনসিংহ বিএফআরআই সদর দপ্তরে প্রকল্পের আওতায় ২য় তলা একটি মুক্তা গবেষণা ভবন নির্মাণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে মুক্তা গবেষণা কাজে রাজস্ব খাতের ৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ রয়েছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, অর্থ বিভাগ হতে কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। যা শীঘ্রই নিয়োগ প্রদান করা হবে।

১৬.৩ মূল প্রকল্পটি ১২৩৬.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। ২ বার সংশোধনসহ ৪৯.২৪% প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৭ বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এতে প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ দুটিই বৃদ্ধি পায়। গবেষণাধর্মী ছোট এ প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন করে দীর্ঘায়িত করা সমীচীন হয়নি।

১৬.৪ মুক্তা গবেষণা অব্যাহত রাখার জন্য সরবরাহকৃত গবেষণা যন্ত্রপাতি ও অফিস যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাত হতে স্বল্প পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

১৬.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর যানবাহনগুলো বিএফআরআই মহাপরিচালক বরাবর হস্তান্তর করা হয়। ১টি মাইক্রোবাস বিএফআরআই সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে এবং ১৪টি মটর সাইকেল বিএফআরআই-এর প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইক্রোবাসটি মুক্তাচাষ গবেষণার কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৬.৬ প্রকল্পের ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত External অডিট সম্পন্ন করা হয়। অডিটে বেশ কিছু আপত্তি ছিল যা নিষ্পন্ন করা হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে কিন্তু অডিট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের সংগৃহীত ১টি মাইক্রোবাস সরকারী পরিবহন পুলে জমার দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং নীতিমালার আলোকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিএফআরআই-এর রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৭.২ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে বাস্তবতার নিরীখে সঠিকভাবে অঙ্গ নির্ধারণ ও ব্যয় নিরূপণ করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত গবেষণা যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ ব্যবহার ও রাজস্ব খাত হতে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের সরবরাহকৃত সকল আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৫ ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদন সহজলভ্য ও লাভজনক বিষয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে;

১৭.৬ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৭ প্রকল্পের অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অডিট প্রতিবেদন আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৮ মুক্তা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএফআরআই কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাত হতে ঝিনুক চাষের জন্য এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও গবেষণার ফলাফল অব্যাহত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৯ ময়মনসিংহ বিএফআরআই মুক্তা গবেষণা কেন্দ্রের সকল পদে দক্ষ জনবল দ্রুত পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.১০ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : সিরাজগঞ্জ (রায়গঞ্জ, তাড়াশ), পাবনা (চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া)

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৩৩৬৪.৪৪ | ৩৭০০.০০ | ৩৪৩৯.৬৬ | সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ | সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ | সেপ্টেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ | +৭৫.২২ (২.২৩%) | - |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

**৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বৃটিশ সরকারের সহায়তায় প্রথম ১৯৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ উপজেলা এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাংগুড়া উপজেলার ৬৭৬.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩টি সরকারি পুকুর/দীঘি/জলাশয় নিয়ে নিমগাছি মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি ২০/০১/১৯৮৬খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। ১৯৮৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের কোন প্রস্তাবনা বা প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন না করেই হঠাৎ করে মৎস্যচাষ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসহ সব অবকাঠামো গ্রামীণ ব্যাংককে ২৫ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ইজারার মেয়াদ শেষে গত ২০/০১/২০১১ তারিখে নিমগাছি প্রকল্পের স্থাবর/অস্থাবর সকল সম্পদ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সরকারি পুকুর/দীঘি/জলাশয়ের চারপাশে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্টি/মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের ১০০% অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে নিমগাছি এবং সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিমগাছি এবং সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
২) উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জলাশয়ে টেকসই মৎস্য উৎপাদন;
৩) হ্যাচারির পুকুরগুলোতে গুণগতমান সম্পন্ন উন্নত ব্রুডমাছ উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে তা সরবরাহ করা;
৪) দরিদ্র উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন;
৫) সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী/খাস জলাশয়ে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

**৭.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পুকুর/জলাশয় পুনঃখনন : ৮.৫ লক্ষ ঘনমিটার
- পাম্প হাউজ : ১০ ব.মিটার
- গেষ্ট হাউজ ও ডরমিটরী ভবন (২য় তলা) : ২২৫ ব. মি.

- ওভার-হেড ট্যাংক (১ লক্ষ লিটার) : ১টি
- এইচবিবি সড়ক : ৫২০ ব. মি.
- এইচবিবি রোড সংস্কার : ১৩০০ ব.মি.
- গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন (১+৪) : ৫টি
- সোলার প্যানেল স্থাপন : ২টি
- প্রধান গেট কাম গার্ডশেড সীমানা প্রাচীর : ৩৭৫০ মি.
- সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ : ৮১৪০ জন
- কাঙ্ক্ষিত মাছ উৎপাদন : ৩৫০০ কেজি/হে:/বছর
- সুফলভোগী দল গঠন : ৬০০টি
- মোট সুফলভোগীর সংখ্যা : ৭৫০০ জন (প্রতি একর জলাশয়ে ৬ জন ৩০% মহিলাসহ)
- প্রদর্শনী খামার স্থাপন : ১০০.০০ একর

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | অফিসারদের বেতন | জন | ৭ | ১৪৭.৪৬৪ | ৫ | ১০৩.৬২ |
| ২ | প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন | জন | ৮ | ২৬.৭৮ | ৩ | ১২.১২ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ১৫ | ১০৯.০৯৫ | ৮ | ৬৮.১৮ |
| ৪ | আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন (২৯% সার্ভিস চার্জ, ভ্যাটসহ) | জন | ৫৮ | ৫৩৯.০৬ | ৫৮ | ৫১৭.৭২ |
| ৫ | টিএ/ডিএ | থোক | - | ৩২.৪৪ | - | ৩২.৪৪ |
| ৬ | ওভারটাইম | থোক | - | ৪.৮০ | - | ৪.৭৪ |
| ৭ | সার্ভিস ষ্ট্যাম্প, টেলিফোন, ফ্যাক্স বিল ও ইন্টারনেট | থোক | - | ৩.২৪৫ | - | ৩.২৪ |
| ৮ | রেজিস্ট্রেশন ফি | থোক | - | ২.৩৬৫ | - | ২.৩৬ |
| ৯ | গ্যাস ও জ্বালানী, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট | থোক | - | ১৫.৫০ | - | ১৫.৫০ |
| ১০ | প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন | থোক | - | ৪.০০ | - | ৪.০০ |
| ১১ | ষ্টেশনারী সিল ও ষ্ট্যাম্পস | থোক | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ |
| ১২ | মাছ চাষের পুকুরে উৎপাদন সামগ্রী | একর | ১০০০ | ৬৪৫.০০ | ১০০০ | ৫২৪.১৪ |
| ১৩ | বিজ্ঞানভিত্তিক বই, জার্নাল | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ১৪ | মাছ চাষের পুকুরের সাইনবোর্ড | থোক | - | ১.৫০ | - | ১.৫০ |
| ১৫ | বিজ্ঞপ্তি (টেন্ডার ও জনবল নিয়োগ) | থোক | - | ৮.৪১ | - | ৮.৪১ |
| ১৬ | অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (২ ব্যাচ করে ১৪ ইউনিট) | ব্যাচ | ২৮ | ৭.৭০ | ২৮ | ৭.৭০ |
| ১৭ | সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ | জন | ৮১৯৬ | ১৫৩.৪৩ | ৮১৯৬ | ১৫৩.৪৩ |
| ১৮ | ওয়ার্কশপ ও সেমিনার | সংখ্যা | ৪ | ৫.১২ | ৪ | ৫.১২ |
| ১৯ | ট্রান্সপোর্টেশন ব্যয় (ট্রাক ভাড়া) | থোক | - | ১০.৫৬ | - | ১০.৫৬ |
| ২০ | উপজেলার শ্রেষ্ঠ চাষিদের পুরস্কার | সংখ্যা | ১১২ | ২.৮০ | ১১২ | ২.৮০ |
| ২১ | ক্যাজুয়াল লেবার | থোক | - | ৮.৫০ | - | ৮.৪৯ |
| ২২ | চাষি র‍্যালী/ মাঠ দিবস | সংখ্যা | ৫৬ | ২.৬৯ | ৫৬ | ২.৬৯ |
| ২৩ | আইন সংক্রান্ত ব্যয় | থোক | - | ৩১.৫০ | - | ৩১.৫০ |
| ২৪ | প্রকল্প মূল্যায়ন | থোক | - | ৪.৫০ | - | ৪.৫০ |
| ২৫ | কমিটির সদস্যগণের সম্মানী/ফি/ পারিশ্রমিক | থোক | - | ৬.৫০ | - | ৬.৫০ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২৬ | কম্পিউটার সরঞ্জামাদি টোনার, পেনড্রাইভ, এন্টিভাইরাস, সিডি, মাউস, কি-বোর্ড ইত্যাদি | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| ২৭ | অন্যান্য আনুষাঙ্গিক (মাঠ অফিস ও প্রকল্প অফিস) | থোক | - | ১৩.২০ | - | ১৩.২০ |
| ২৮ | যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ | থোক | - | ১০.০০ | - | ১০.০০ |
| ২৯ | কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ইত্যাদি মেরামত ও সংরক্ষণ যানবাহন | থোক | - | ২.০০ | - | ২.০০ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **১৮০৭.৬৬** | | **১৫৬৫.৯৬** |
| | **(খ) মূলধন খাতঃ** | | | | | |
| ৩০ | জীপ (4WD) | সংখ্যা | ১ | ৭০.০০ | ১ | ৭০.০০ |
| ৩১ | মটর সাইকেল | সংখ্যা | ৬ | ৭.২০ | ৬ | ৭.২০ |
| ৩২ | ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা | সংখ্যা | ১ | ১.০০ | ১ | ১.০০ |
| ৩৩ | কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস অন্যান্য | সংখ্যা | ৭ | ৭.০০ | ৭ | ৭.০০ |
| ৩৪ | ফটোকপিয়ার মেশিন-১, ফ্যাক্স-১, স্ক্যানার-১, মাল্টিমিডিয়া পর্দাসহ-১টি | সংখ্যা | ৪ | ৩.৪৫ | ৪ | ৩.৪৫ |
| ৩৫ | এয়ারকন্ডিশনার-৩টি, টিভি-২টি, ওয়াটার স্টেবিলাইজার-৪টি, বাইন্ডিং মেশিন-২টি | সংখ্যা | ১১ | ৬.২০ | ১১ | ৬.২০ |
| ৩৬ | জেনারেটর (২৪ ওয়াট ক্যানপিসহ) | সংখ্যা | ৩ | ১৫.৭৫ | ৩ | ১৫.৭৫ |
| ৩৭ | অফিস ও প্রশিক্ষণ রুমের আসবাবপত্র | থোক | - | ২২.০০ | - | ১৯.০০ |
| ৩৮ | পাম্প হাউজ নির্মাণ | ব.মি. | ১০ | ৫.০৭ | ১০ | ৫.০৭ |
| ৩৯ | গেষ্ট হাউজ ও ডরমেটরীর ২য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ | ব.মি. | ২২৫ | ৫৬.২৫ | ২২৫ | ৫৬.০৬ |
| ৪০ | প্রধান গেট-কাম-গার্ডশেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | রা:মি: | ৩৭৫০ | ২২৯.৩২ | ৩৫৫৯ | ২২৯.৩২ |
| ৪১ | অন্যান্য স্থাপনা ও হ্যাচারীর জন্য সরঞ্জাম | থোক | - | ৫.০০ | - | ৫.০০ |
| ৪২ | পানির ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ | সংখ্যা | ১ | ৩০.০০ | ১ | ৩০.০০ |
| ৪৩ | এইচবিবি এপ্রোচ রোড নির্মাণ (নতুন ৫২০ বঃমিঃ + সংস্কার ১৩০০ বঃমিঃ | ব.মি. | ১৮২০ | ২০.০০ | ১৮২০ | ২০.০০ |
| ৪৪ | প্রশিক্ষণ ভবনে গমনের এইচবিবি রোডের জন্য রিটেননিং ওয়াল নির্মাণ | রা:মি: | ৩৮০ | ৫৫.১০ | ৩৮০ | ৫৫.১০ |
| ৪৫ | পুকুর খনন ও পুনঃখনন | ঘ.মি. | ১০.৫৭ | ১১৫৬.০০ | ১০.৫৭ | ১১৫৫.৭৮ |
| ৪৬ | ১টি ডীপ, ৪টি শ্যালো মেশিন, ৭টি বোরিং স্থাপন | সংখ্যা | ১২ | ১৫.০০ | ১২ | ১৫.০০ |
| ৪৭ | সোলার প্যানেল স্থাপন | ইউনিট | ২ | ৮.০০ | ২ | ৮.০০ |
| ৪৮ | বর্তমান অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ | ব.মি. | | ১৬৫.০০ | | ১৬৪.৭৮ |
| | (মূলধন): | | | **১৮৯২.৩৪** | | **১৮৭৩.৭০** |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **৩৭০০.০০** | | **৩৪৩৯.৬৬** |

**৯.০** **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৩৬৪.৪৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

- ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী জনবলের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, উৎপাদন উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি, গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে পাম্প হাউজ নির্মাণ, ডরমেটরি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ব্যয় বৃদ্ধি, পুকুর পুনঃখনন, রিটেইনিং ওয়াল নর্মাণ ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পটি ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং

বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ১৪/১১/২০১৬ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

- প্রধান গেইট, সীমানা প্রাচীর, গার্ড সেড, ভ্রমণ ব্যয়, প্রশিক্ষণ ডরমেটরির চালাসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ব্যয়, জাল ক্রয় বৃদ্ধি, মৎস্য উপকরণ সামগ্রীর দাম কম জনিত কারণে প্রকল্পটি আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৫৮.০০ | ১৫৮.০০ | - | ১৫৮.০০ | ১৫৭.৬৭ | ১৫৭.৬৭ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ১৩০০.০০ | ১৩০০.০০ | - | ১৩০০.০০ | ১২৮৬.৩২ | ১২৮৬.৩২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ১২২৯.০০ | ১২২৯.০০ | - | ১২২৯.০০ | ১১৪২.৩৬ | ১১৪২.৩৬ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৬৩৫.০০ | ৬৩৫.০০ | - | ৬৩৫.০০ | ৫৭৬.৮৪ | ৫৭৬.৮৪ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩১৫.০০ | ৩১৫.০০ | - | ৩১৫.০০ | ২৭৬.৪৭ | ২৭৬.৪৭ | - |
| **মোটঃ** | **৩৬৩৭.০০** | **৩৬৩৭.০০** | - | **৩৬৩৭.০০** | **৩৪৩৯.৬৬** | **৩৪৩৯.৬৬** | - |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | মোঃ আব্দুস সালাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ২৬/১০/২০১৪ | ১৪/১১/২০১৮ |
| ০২ | মোঃ শহিদুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ১৫/১১/২০১৮ | ১৬/০১/২০১৯ |
| ০৩ | মোঃ শাহেদ আলী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ১৭/০১/২০১৯ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ **মাছ চাষের পুকুরে উৎপাদন সামগ্রীঃ** নিমগাছী মৎস্য কেন্দ্রের পুকুরে মাছ উৎপাদনের জন্য মাছের খাবার ও উপকরণ ক্রয় বাবদ ৫২৪.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ **সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পভুক্ত ৪টি উপজেলার ৮১৯৬ জন মাছচাষী ও খামারীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ১৫৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ **আইন সংক্রান্ত ব্যয়ঃ** মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়নের জন্য ৩০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ **যানবাহন সংগ্রহঃ** প্রকল্পের ১টি জীপ গাড়ী, ৬টি মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ মোট ৭৭.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ **জেনারেটরঃ** নিমগাছী হ্যাচারিতে লোড শেডিং-এর সময় হ্যাচারি চালু রাখার জন্য ৩টি জেনারেটর ক্রয় বাবদ ১৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ **অফিস ও প্রশিক্ষণ রুমের আসবাবপত্রঃ** অফিস, ডরমেটরি ও প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্যে আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ১৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ **পাম্প হাউজ নির্মাণঃ** পানির পাম্প হাউজ নির্মাণ বাবদ ৫.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ **গেষ্ট হাউজ ও ডরমেটরীর ২য় তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ** ১ তলা বিশিষ্ট গেস্ট হাউজের ২য় তলায় ২২৫ ব.মি. উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বাবদ ৫.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ **প্রধান গেট-কাম-গার্ডশেড ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণঃ** নিমগাছী মৎস্যচাষ কেন্দ্রের প্রধান গেইট, পেছনের গেইট, গার্ড শেড, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ ২২৯.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১০ **পানির ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণঃ** নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য একটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১টি ডীপ, ৪টি শ্যালো মেশিন, ৭টি বোরিং স্থাপন বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১১ **এইচবিবি এপ্রোচ রোড নির্মাণঃ** ৫২০ বঃমিঃ নতুন নির্মাণ ও ১৩০০ বঃমিঃ এইচবিবি এপ্রোচ রোড সংস্কার বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১২ **রিটেননিং ওয়াল নির্মাণঃ** প্রশিক্ষণ ভবনে গমনের জন্য পুকুরের পাশে এইচবিবি রোডের জন্য ৩৮০ রা. মিটার রিটেননিং ওয়াল নির্মাণ বাবদ ৫৫.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৩ **পুকুর খনন ও পুনঃখননঃ** নিমগাছি মৎস্য কেন্দ্রের বিদ্যমান পুকুর ও প্রকল্পভুক্ত ৪টি উপজেলার ১০.৫৭ ঘ.মিটার পুকুর খনন ও পুনঃখনন বাবদ ১১৫৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.১৪ **বর্তমান অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণঃ** নিমগাছি মৎস্য কেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ বাবদ ১৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা ও ২ ইউনিট সোলার প্যানেল স্থাপন বাবদ ৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

আইএমইডি কর্তৃক ২২/১১/২০১৯ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছি মৎস্য কেন্দ্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ এ প্রকল্পের কার্যক্রম সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ উপজেলা এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাংগুড়া উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। তন্মধ্যে রায়গঞ্জ উপজেলাধীন নিমগাছিতে মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্সটিতে অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাকি ৩টি উপজেলায় পুকুর পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়। ৪টি উপজেলার পুকুরগুলো পুনঃখনন/সংস্কার এবং নিমগাছি হ্যাচারি কমপ্লেক্সের কিছু অবকাঠামো নির্মাণ/সংস্কারের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ উন্নয়ন করা হয়। স্থানীয় গরীব জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৪.২ নিমগাছি মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্সে ডরমিটরি ভবনের ২য় তলা নির্মাণ, মেইন গেইট, গার্ড সেড, বাউন্ডারি ওয়াল (আংশিক), হ্যাচারি সংস্কার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ওভারহেড পানির ট্যাংক নির্মাণ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাথরুম মেরামত, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তা এইচবিবি, ক্যাম্পাসের কিছু রাস্তা আরসিসি ঢালাই, পাম্প হাউজ নির্মাণ, শ্যালো মেশিন, বোরিং, হ্যাচারি কমপ্লেক্সের কয়েকটি পুকুর পুনঃখনন করা হয়।

১৪.৩ প্রকল্পের অর্থে নিমগাছি মৎস্য দপ্তরে কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, এয়ার কন্ডিশন, জেনারেটর ও কিছু প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। খামারীদের মাছ চাষের জন্য জাল, মাছের খাদ্য ও উপকরণ বিতরণ করা হয়। তবে ক্রয়কৃত কিছু মালামাল মানসম্মত নয় মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় ও খামারীগণ জানান।

১৪.৪ ৪টি উপজেলায় মৎস্যচাষিদের ২৮ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ১৪ জন) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, ৮১৯৬ জন সুবিধাভোগীর প্রশিক্ষণ, ১১২ জন শ্রেষ্ঠ মৎস্যচাষিকে পুরস্কার, ৫৬টি মাঠ দিবস সম্পন্ন করা হয়। এতে মৎস্যচাষিদের মাছ চাষ সম্প্রসারিত হয় এবং আর্থিকভাবে তারা লাভবান হয়েছে।

১৪.৫ নিমগাছি মৎস্য দপ্তরের বিদ্যমান ভবনগুলো অতি পুরাতন, জরাজীর্ণ, স্যাঁতসেঁতে প্রকৃতির। অতিথি ভবন, কর্মচারী ডরমিটরি, প্রশিক্ষণার্থী ডরমিটরি, অফিসার্স ডরমিটরি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হ্যাচারি ভবন, হ্যাচারির সিস্টার্ণ মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে। এসব মেরামত ও সংস্কার কাজ খুবই নিম্নমানের করা হয়। স্যাঁতসেঁতে পুরাতন দেয়ালের প্লাস্টার ভালভাবে না ঘষে মেরামত ও রং করায় কিছুদিনের মধ্যে প্লাস্টার খসে পড়তে থাকে। বর্তমানে পুরাতন ভবনগুলো আরও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার

নিম্নমানের আসবাবপত্র সরবরাহ

পুরাতন জরাজীর্ণ হ্যাচারিতে সংস্কার

অস্বাস্থ্যকর হ্যাচারির সিস্টার্ণ

ওভারহেড পানির ট্যাংক ও পাম্প হাউজ

প্রশিক্ষণার্থী ডরমিটরির মেরামত

প্রধান গেট ও দুপাশে আংশিক দেয়াল নির্মাণ

ডরমিটরি ভবনের ২য় তলা নতুন নির্মাণ

অতিথি ভবনে বেডরুমের ছাদ খসে পড়ছে

অফিসার্স ভবনের বেডরুমের দেয়াল খসে পড়ছে

প্রকল্পের কার্প মিশ্রচাষ প্রদর্শনী পুকুর

বড় পুকুরে দলগতভাবে মাছচাষ

**১৫.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিমগাছি এবং সংলগ্ন এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি; | নিমগাছি মৎস্যচাষ পলিসি ২০১১ এর আওতায় ৫৭০টি খাস/ব্যক্তি মালিকানা পুকুরে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়। অধিক মৎস্য উৎপাদনের বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সমিতির আওতায় মোট ১০০০ একর জলাশয় মাছচাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে ২১৮১.০২ মে.টন উৎপাদন করা সম্ভব হয়। |
| ২) উপযুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জলাশয়ে টেকসই মৎস্য উৎপাদন; | মৎস্য উৎপাদন টেকসই করার জন্য ৮১০০ উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫৬টি র‍্যালী/সমাবেশ এবং ৭০০ উপকারভোগীকে প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। |
| ৩) হ্যাচারির পুকুরগুলোতে গুণগতমান সম্পন্ন উন্নত ব্রুডমাছ উৎপাদন এবং সুলভ মূল্যে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে তা সরবরাহ করা; | নিমগাছি হ্যাচারিতে উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন ৬১,৫০০ কেজি কার্প জাতীয় ব্রুড মাছ ও আদর্শ মানের ৩৩.৬০ লক্ষ মাছের পোনা সুলভ মূল্যে সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হয়। |
| ৪) দরিদ্র উপকারভোগীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন; | প্রকল্পের অর্থে গরীব মৎস্যচাষিদের পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য মাছের পোনা, চুন, সার, পাত্র, মাছের খাবার সরবরাহ করা হয়। এতে মৎস্যচাষিগণ খুবই উপকৃত হয়েছেন। মাছ চাষে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অধিক সংখ্যক গরীব জনসাধারণ মাছ চাষে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ৫) সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী/খাস জলাশয়ে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। | নিমগাছি এলাকায় সরকারী কিছু খাস পুকুর/জলাশয় দীর্ঘদিন অসাধু ব্যক্তিদের দখলে ছিল। সেগুলো দখলমুক্ত করে গরীব জনগণের মাঝে মাছ চাষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী/খাস জলাশয়ে গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মাছচাষ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। |

**১৬.০ <u>প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৬.১ প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী মৎস্য আইন সংক্রান্ত ৩১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অথচ প্রকল্পভুক্ত ৪টি উপজেলায় জলাশয় নিয়ে মৎস্যচাষিগণ স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে নানা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না মর্মে চাষিগণ জানান।

১৬.২ নিমগাছি মৎস্য কমপ্লেক্সে প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র ও উপকরণ নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬.৩ নিমগাছি হ্যাচারি কমপ্লেক্সে কিছু মেরামত ও সংস্কার কাজ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, হ্যাচারি অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও রেনু পোনা উৎপাদনের যথাযথ পরিবেশ বিদ্যমান নেই।

১৬.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ৫৮ জন অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয় মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনকালে আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের কোন তথ্য নিমগাছি মৎস্য অফিস থেকে সরবরাহ করা হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী নিমগাছি মৎস্য দপ্তরের বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ খাতে মোট ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, এ খাতে সর্বমোট ব্যয় হয় ১৬৪.৭৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে। সংস্কারকৃত ভবনগুলোর প্লাস্টার বিভিন্ন জায়গায় খসে পড়ছে। এ ভবনগুলোতে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ সরকারি অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। এ ভবনগুলোতে ভবিষ্যতে আর যেন সরকারি অর্থের অপচয় না হয় সেদিকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৬.৬ প্রকল্পের কার্যক্রমে নিয়োজিত কয়েকটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের জামানতের অর্থ পূর্বের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের হিসাব হতে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছে মর্মে পরিদর্শনকালে স্থানীয় মৎস্যচাষি ও ঠিকাদারগণ জানান। এ বিষয়ে সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক ও নিমগাছি মৎস্য কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপক কিছু বলতে রাজি হননি।

১৬.৭ নিমগাছি হ্যাচারি থেকে ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে মৎস্যচাষিদের সরবরাহ করার সংস্থান থাকলেও ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের কোন বাস্তবতা পাওয়া যায়নি। হ্যাচারিটিতে মেরামত/সংস্কার করা হলেও গুণগতমান ভাল হয়নি এবং হ্যাচারি বর্তমানে অকার্যকরভাবে পড়ে রয়েছে।

১৬.৮ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অডিট প্রতিবেদনে প্রকল্পের বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম পাওয়া যায় মর্মে পিসিআর-এ উল্লেখ রয়েছে। এসব আর্থিক অনিয়মগুলো নিষ্পন্ন করা হয়নি। অডিট আপত্তিতে প্রাপ্ত আর্থিক অনিয়মগুলো মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

১৬.৯ প্রকল্পের অর্থে ১টি জীপ গাড়ি, ৬টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়। এ গাড়িগুলো কোথায়, কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক কোন তথ্য প্রদান করেননি।

১৬.১০ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম/দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে OTM পদ্ধতি অনুসরণ না করে অধিকাংশই RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যা পিপিআর-২০০৮ বর্হিভুত। RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প পরিচালক নিজের ইচ্ছেমতো প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তথ্যাদি পরিদর্শনকালে ও পরবর্তীতে চাওয়া হলেও প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে আইএমইডিতে সরবরাহ করা হয়নি।

১৬.১১ প্রকল্পের ব্যত্যয় কার্যক্রমগুলোর বিষয়ে সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক (সিরাজগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) জানান, তিনি প্রকল্পের শেষ ৬ মাসের দায়িত্বে ছিলেন। উক্ত ৬ মাসে প্রকল্পের কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়নি। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পূর্বের প্রকল্প পরিচালক সম্পন্ন করেছেন মর্মে সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬.১২ প্রকল্পের মেয়াদে একই পুকুর পুনঃখনন, পুকুরে একই আইটেম ক্রয়ে ভিন্ন বাজার দর প্রদর্শন করা হয়। হ্যাচারি কমপ্লেক্সে এইচবিবি এপ্রোচ রোড নির্মাণে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করেও নির্মাণ কাজে অত্যধিক ব্যয় প্রদর্শন করা হয়। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রয় করে উচ্চমূল্য প্রদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকার খামারীদের প্রদেয় পোনা মাছ ক্রয়ে সরকারী মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে পোনা মাছ ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়। নিমগাছি মৎস্য দপ্তরের পুকুর পাড়ে ঘাস না লাগিয়ে ভূয়া বিল/ভাউচার করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এসব আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে প্রকল্পের অডিটেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

## ১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষের আওতাভুক্ত অবৈধভাবে বেসরকারী দখলকৃত পুকুর/জলাশয় পুনরুদ্ধার করে মৎস্যচাষের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রকল্পের পুনঃখননকৃত জলাশয়গুলোতে নিয়মিত মাছচাষ ও মাছ বাজারজাত করণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মৎস্য দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.২ কোন প্রকার কারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন অথবা সরকারের প্রকৌশল দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দ্বারা পর্যবেক্ষণ ব্যতিত নিমগাছি মৎস্য কমপ্লেক্সের বিদ্যমান পুরাতন স্থাপনাগুলোতে মেরামত/সংস্কারের নামে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়। এতে সরকারের অর্থের ব্যাপক অপচয় হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভবিষ্যতে নিমগাছি মৎস্য দপ্তরের পুরাতন স্থাপনাগুলোতে কোন প্রকার মেরামত/সংস্কার করা সমীচীন হবে না;

১৭.৩ নিমগাছি মৎস্য কমপ্লেক্সে নিম্নমানের আসবাবপত্র ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;

১৭.৪ প্রকল্পের জীপ গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ ও মোটর সাইকেলগুলো যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭.৫ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে প্যাকেজে অতিরিক্ত লট বিভাজন ও স্পট কোটেশন করে আরএফকিউ করা হয়। এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আইএমইডি কর্তৃক চাহিত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;

১৭.৬ প্রকল্পে নিম্নমানের মেরামত/সংস্কার কাজ ও নির্মাণ কাজ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে অনিয়ম, ঘাস না লাগিয়ে অর্থ ব্যয় প্রদর্শন, ঠিকাদারদের জামানতের অর্থ আত্মসাৎ, পোনা ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, এক আইটেম ক্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন দর প্রদর্শন করা হয়। প্রকল্পের এসব আর্থিক অনিয়মগুলো মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে তৎকালীন প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.৭ নিমগাছি মৎস্য দপ্তর কমপ্লেক্সের পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ, পুকুরে মাছচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে হবে;

১৭.৮ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা অংশ-২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা অংশ-২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : ঢাকা (সাভার), টাঙ্গাইল (সদর, ভূয়াপুর), গাইবান্ধা (সদর, গোবিন্দগঞ্জ), নওগাঁ (সদর, মহাদেবপুর), নোয়াখালী (সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ), বান্দরবান (নাইক্ষ্যংছড়ি), সিলেট (সদর, বালাগঞ্জ)

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ১৪৬৭.১৪ | ২৪৪০.৪৮ | ২৪১০.৪৮ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৯ | + ৯৪৩.৩৪ (৬২.৩০%) | ২ বছর (৪০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** দেশের বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও আমিষের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম। প্রাণিজ উৎস হতে উন্নতমানের আমিষ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে আমিষের মোট চাহিদা জনপ্রতি দৈনিক ৪৭ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১০ গ্রাম আসে প্রাণিজ উৎস হতে, বাকিটা আসে উদ্ভিজ উৎস হতে। এক্ষেত্রে দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নতমানের আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভেড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এদেশে প্রাপ্ত ভেড়া উষ্ণ আদ্র পরিবেশে খাপ খাইয়ে বছরে দু'বার এবং প্রতিবার ২-৩টি বাচ্চা দেয়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, বাচ্চার মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম এবং এরা পিপিআরসহ বিভিন্ন প্রকারের সংক্রামক রোগের প্রতি প্রচন্ড সহনশীল। চরম অবহেলিত অবস্থায় শুকনো খড় এবং শস্যের অবশিষ্ট অংশ খেয়েও একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া ১৫-২০ কেজি ওজনের হতে পারে যা থেকে ৭-১০ কেজি মাংস পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, সুস্বাদু, রসালো এবং কোন গন্ধ নেই। ভেড়ার মাংসে জিংক এবং আয়রনের পরিমাণ বেশি যা বাচ্চাদের শারিরীক গঠন বৃদ্ধি, টিস্যু পুনর্গঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া ভেড়ার মাংসে কারনিটাইন নামক আমিষ ফ্যাটি এসিড থেকে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। কপার, ম্যাংগানিজ এবং সেলেনিয়াম নামক ট্রেস ইলিমেট ভেড়ার মাংসের ভিতর বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে দেশে ভেড়া পালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএলআরআই কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- ভেড়ার জাত সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ উপযোগী জাত উন্নয়ন;
- আঞ্চলিক সম্ভাবনানির্ভর সময়ভিত্তিক ভেড়া ও ল্যাম্ব উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী;
- প্রজনন, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সেবা এবং বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক মডেল ভেড়া কমিউনিটি উন্নয়ন;
- আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ বিবেচনায় ভেড়ার খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা, ল্যাম্ব উৎপাদন এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাভিত্তিক পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- কম্পোনেন্ট-বি এর উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তি সেবা প্রদান;
- আন্তঃসংস্থা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদ ও কারিগরী উন্নয়ন।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- ভেড়ার প্রজনন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।
- উন্নত মানের ভেড়ার জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ।
- বিদেশী ভেড়া ক্রয় (৪২টি)।
- ল্যাব বিল্ডিং নির্মাণ (৫৫০ ব.মি.)।
- খামারীদের প্রশিক্ষণ (৮৫৮ জন)।
- বিদেশী ভেড়ার সেড নির্মাণ (৬০০ ব.মিটার)।
- ৩০০ মডেল খামার প্রতিষ্ঠা করা।
- ভেড়ার মাংস ও বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- উন্নত মানের পাঁঠা উৎপাদন ও খামারীদের মাঝে বিতরণ করা (৬৫টি)।

**৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্বঃ** | | | | | |
| ১ | কর্মকর্তাদের বেতন | জন | ১৬ | ২২৫.০০ | ১৬ | ২২০০০ |
| ২ | কর্মচারিদের বেতন | জন | ১২ | ১১৯.০০ | ১২ | ১১৬.০০ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ২৮ | ২৮৪.০০ | ২৮ | ২৬২.০০ |
| ৪ | দেশি ভেড়া ক্রয় | সংখ্যা | ৭৫ | ৩.৭৫ | ৭৫ | ৩.৭৫ |
| ৫ | বিদেশি ভেড়া ক্রয় | সংখ্যা | ৪২ | ৮৯.৪৫ | ৪২ | ৮৯.৪৫ |
| ৬ | ভেড়ার খামারী ও অফিসার প্রশিক্ষণ ভাতা | সংখ্যা | ২৮৫ | ১০০.০০ | ২৮৫ | ১০০.০০ |
| ৭ | বৈদেশিক শিক্ষা সফর | সংখ্যা | ১৩ | ৫৩.৬০ | ১৩ | ৫৩.৬০ |
| ৮ | গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর | সংখ্যা | ২৪ | ১০৬.১০ | ২৪ | ১০৬.১০ |
| ৯ | এমএস এবং পিএইচডি গবেষণা | সংখ্যা | ০৪ | ৩৭.৮০ | ০৪ | ৩৭.৮০ |
| ১০ | পরামর্শ ফি | থোক | - | ১৮.৫২ | - | ১৮.৫২ |
| ১১ | দানাদার খাদ্য ক্রয় | মে.টন | ২৫০ | ৬০.০০ | ২৫০ | ৬০.০০ |
| ১২ | কেমিক্যালস/রিএজেন্টস ক্রয় | সংখ্যা | ২০০ | ৪০.০০ | ২০০ | ৪০.০০ |
| ১৩ | বুক ও জার্নাল | সংখ্যা | ১২০ | ৭.০০ | ১২০ | ৭.০০ |
| ১৪ | সেমিনার ও ওয়ার্কসপ | সংখ্যা | ৫ | ৮.০০ | ৫ | ৮.০০ |
| ১৫ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | ৩৭.০০ | - | ৩৭.০০ |
| ১৬ | টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল | বছর | ৬ | ৫.০০ | ৬ | ৫.০০ |
| ১৭ | জ্বালানী ও তেল | থোক | - | ২৫.০০ | - | ২৫.০০ |
| ১৮ | মুদ্রণ ও বাঁধাই | থোক | - | ৭.৫০ | - | ৭.৫০ |
| ১৯ | প্রকাশনা | থোক | - | ১৫.০০ | - | ১৫.০০ |
| ২০ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন | থোক | - | ১৪.০০ | - | ১৪.০০ |
| ২১ | স্টেশনারী ও অন্যান্য জিনিস | থোক | - | ২৩.৫০ | - | ২৩.৫০ |
| ২২ | অফিস ভাড়া | থোক | - | ৩.০০ | - | ৩.০০ |
| ২৩ | টিকা ও ঔষধ ক্রয় | থোক | - | ২২.০০ | - | ২২.০০ |
| ২৪ | সিজোনাল লেবার | থোক | - | ৬০.০০ | - | ৬০.০০ |
| ২৫ | বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয় | টন | ৩০ | ৩০.০০ | ৩০ | ৩০.০০ |
| ২৬ | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ | থোক | - | ২৫.০০ | - | ২৫.০০ |
| ২৭ | ইলেকট্রিসিটি | থোক | - | ১২.০০ | - | ১২.০০ |
| ২৮ | মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | থোক | - | ৮.০০ | - | ৮.০০ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **১৪৩৯.২২** | | **১৪০৯.২২** |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(খ) মূলধনঃ** | | | | | |
| ২৯ | জীপ গাড়ী ক্রয় | সংখ্যা | ০১ | ৭৬.৫৫ | ০১ | ৭৬.৫৫ |
| ৩০ | মোটর সাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ১৫ | ২৪.২০ | ১৫ | ২৪.২০ |
| ৩১ | বাই- সাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ১৬ | ১.৬০ | ১৬ | ১.৬০ |
| ৩২ | ল্যাব ও ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয় | সংখ্যা | ১১৪ | ১৪৪.০০ | ১১৪ | ১৪৪.০০ |
| ৩৩ | কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ ক্রয় | সংখ্যা | ১৫ | ১৩.৫০ | ১৫ | ১৩.৫০ |
| ৩৪ | ফটোকপিয়ার মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা | সংখ্যা | ০২ | ৩.০০ | ০২ | ৩.০০ |
| ৩৫ | অফিস আসবাবপত্র ক্রয় | থোক | - | ১৬.২০ | - | ১৬.২০ |
| ৩৬ | ভেড়া গবেষণা বিল্ডিং | ব.মি. | ৫৫০ | ১৬৫.০০ | ৫৫০ | ১৬৫.০০ |
| ৩৭ | ড্রেন, কালভার্ট ও সংযোগ সড়ক তৈরী | ব.মি. | ২০৬০ | ৩৫.০০ | ২০৬০ | ৩৫.০০ |
| ৩৮ | ফার্মের জন্য ভূমি উন্নয়ন, নিস্কাশন নালা ও কম্পোস্ট পিট নির্মাণ | থোক | - | ৫৪.৬৮ | - | ৫৪.৬৮ |
| ৩৯ | গভীর নলকূপসহ পানির লাইন | মিটার | ৫১৮ | ৭৬.০৮ | ৫১৮ | ৭৬.০৮ |
| ৪০ | বৈদ্যুতিক লাইন, জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার স্থাপন | থোক | - | ৫৬.০০ | - | ৫৬.০০ |
| ৪১ | ফেনসিং | থোক | - | ৩১.৯৫ | - | ৩১.৯৫ |
| ৪২ | ভেড়ার সেড, অফিস, ষ্টোর রুম, ভ্যাক্সিনেশন রুম, গার্ড পোষ্ট, কোয়ারেনটাইন সেড | সংখ্যা | ০৩ | ২৯৯.৫০ | ০৩ | ২৯৯.৫০ |
| ৪৩ | বৃক্ষরোপন | থোক | - | ৪.০০ | - | ৪.০০ |
| | **উপ-মোট (মূলধন):** | | | **১০০১.২৬** | | **১০০১.২৬** |
| | **মোট (রাজস্ব +মূলধন)** | | | **২৪৪০.৪৮** | | **২৪১০.৪৮** |

**৯.০** **<u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০** **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>**

মূল প্রকল্পটি ১৪৬৭.১৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ০৪/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয় ১৬/১০/২০১২ তারিখে।

**<u>১ম সংশোধনঃ</u>** প্রকল্পে নতুন অঙ্গ হিসেবে ল্যাব ভবন অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে কিছু অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১৩.৮৫ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক ২৬/০৭/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**<u>২য় সংশোধনঃ</u>** বিদেশী ভেড়ার জন্য নতুন সেড নির্মাণ, গবেষণা, ল্যাব ইকুইপমেন্ট, বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটি ২য় সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪০.৪৮ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২২/১১/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।

**<u>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ</u>** প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম ও নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১২-২০১৩ | ১২১.৬৭ | ১২১.৬৭ | - | ১২১.৬৭ | ১২১.৬৭ | ১২১.৬৭ | - |
| ২০১৩-২০১৪ | ২৯৪.৭৮ | ২৯৪.৭৮ | - | ২৯৪.৭৮ | ২৯৪.৭৮ | ২৯৪.৭৮ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ২৪২.৮২ | ২৪২.৮২ | - | ২৪২.৮২ | ২৪২.৮২ | ২৪২.৮২ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ৪৮৯.০২ | ৪৮৯.০২ | - | ৪৮৯.০২ | ৪৮৯.০২ | ৪৮৯.০২ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ২৭৫.৯০ | ২৭৫.৯০ | - | ২৭৫.৯০ | ২৭৫.৯০ | ২৭৫.৯০ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৭০৮.২৯ | ৭০৮.২৯ | - | ৭০৮.২৯ | ৭০৮.২৯ | ৭০৮.২৯ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৩০৮.০০ | ৩০৮.০০ | - | ২৭৮.০০ | ২৭৮.০০ | ২৭৮.০০ | - |
| **মোটঃ** | **২৪৪০.৪৮** | **২৪৪০.৪৮** | - | **২৪১০.৪৮** | **২৪১০.৪৮** | **২৪১০.৪৮** | - |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | ডঃ মোঃ এরসাদুজ্জামান,<br>প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই | ২৭ নভেম্বর, ২০১২ | ৩০/০৬/২০১৯ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ গবেষণা কার্যক্রমঃ এ প্রকল্পের আওতায় ২৪টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১০৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ৪ জন কর্মকর্তাকে এমএস এবং পিএইচডি সম্পন্ন বাবদ ৩৭.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.২ প্রাণি খাদ্য ক্রয়ঃ বিএলআরআই কর্তৃক সারাদেশে ৭টি ভেড়ার খামারে পালিত ভেড়াসমূহের জন্য প্রকল্পের অর্থে ৬০.০০ লক্ষ টাকায় দানাদার খাদ্য ক্রয় করা হয়। এছাড়া উক্ত খামারগুলোতে ৩০ টন বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয় বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের ভেড়া পালন ও উন্নয়ন বিষয়ে লব্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য ১৩ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে মোট ব্যয় হয় ৫৩.৬০.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ যানবাহন সংগ্রহঃ ১টি জীপ, ১৫টি মটর সাইকেল, ১৬টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়। এসব যানবাহন বাবদ ১০২.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৫ ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ সাভার বিএলআরআইসহ আঞ্চলিক ভেড়ার খামারের জন্য ল্যাব ও ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং কেমিকেল/রিএজেন্টস ক্রয় বাবদ ব্যয় হয় ৪০.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৬ ভেড়া/ভেড়ী ক্রয়ঃ প্রকল্পের অর্থে উন্নতজাতের ৭৫টি দেশী ভেড়া/ভেড়ী ও ৪২টি বিদেশী ভেড়া/ভেড়ী ক্রয় করা বাবদ ৯৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.৭ প্রশিক্ষণঃ বিএলআরআই কর্মকর্তা ও খামারীসহ মোট ৮৫৮ জনকে ভেড়া পালন সহজতর বিষয়ে প্রশিক্ষণ বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ ভেড়া গবেষণা বিল্ডিং, বিএলআরআইঃ সাভার বিএলআরআই-তে ভেড়া পালন ও রোগ নির্ণয় বিষয়ে ভেড়া গবেষণা ভবন নির্মাণ বাবদ ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৯ অন্যান্য নির্মাণঃ সাভার বিএলআরআই-এর উত্তর-পূর্ব দিকে ভেড়া পালনের জন্য আলাদা জোন তৈরি করে সেড, গার্ড রুম, কোয়ারেন্টাইন সেড, জেনারেটর রুম, ড্রেন, কালভার্ট, গভীর নলকূপ, এপ্রোচ রোড নির্মাণ বাবদ মোট ব্যয় হয় ৫৫৩.২১ লক্ষ টাকা।

## ১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত আইএমইডি কর্তৃক ০৭/০৯/২০১৯ তারিখে সাভার বিএলআরআইতে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য ল্যাব কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ সাভার বিএলআরআই-এর উত্তর-পূর্ব পাশে আলাদা জোনে ভেড়া উৎপাদন গবেষণা খামার নির্মাণ করা হয়। ১ তলা বিশিষ্ট ৫৫০ ব.মি. আয়তনের ভেড়া গবেষণা বিল্ডিং, ৩টি ভেড়ার সেড, ১টি কোয়ারেন্টাইন/কন্ট্রোল হাউজ, ফার্ম অফিস, ষ্টোর রুম, ভ্যাক্সিনেশন রুম, গার্ড পোষ্ট, জেনারেটর ও সাব-স্টেশন কক্ষ নির্মাণ করা হয়। ২০৬০ ব.মি. ড্রেন, কালভার্ট ও সংযোগ সড়ক তৈরী, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ফার্মের জন্য ভূমি উন্নয়ন, নিস্কাশন নালা ও কম্পোস্ট পিট নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপনসহ ৫১৮ মিটার পানির লাইন স্থাপন, বৈদ্যুতিক লাইন, জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার স্থাপন, ডিপিং চ্যানেল, ফেনসিং নির্মাণ করা হয়।

১৪.২ উন্নত জাতের ভেড়া পালন/বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪২টি ভেড়া আকাশ পথে আমদানী করা হয়। তন্মধ্যে সাফক ১৩টি (১০টি ভেড়ী, ৩টি পাঁঠা), প্যারেন্ডাল ১৪টি (১০টি ভেড়ী, ৪টি পাঁঠা) এবং ডরপার ১৫টি (১০টি ভেড়ী, ৫টি পাঁঠা)। কিন্তু সকল ধরনের পরিচর্যা ও প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশে ভেড়াগুলো রাখা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আবহাওয়া জনিত কারণে কিছু ভেড়া/ভেড়ী মারা যায় মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিএলআরআই-এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১ম ও ২য় পর্যায়ের বর্তমানে ২৮টি ভেড়া/ভেড়ী সুস্থ অবস্থায় রয়েছে (প্রাপ্ত বয়স্ক ১৫টি, বাড়ন্ত ৫টি, ল্যাম্ব ৮টি ভেড়া)। এ ছাড়াও দেশীয় ভেড়ার সাথে বিদেশী ভেড়ার সংকরায়নের মাধ্যমে সংকরিত ৫০টি বিভিন্ন জাতের ভেড়া/ভেড়ী সুস্থ অবস্থায় আছে।

১৪.৩ প্রকল্পটি চলমানকালে ২৪টি গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত দেশীয় ভেড়াগুলোর (বরেন্দ্র, যমুনা অববাহিকা, উপকূলীয় এবং গ্যারল ভেড়া) মধ্যে কৌলিক সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হয়। ডামরা, ডরপার, প্যারেন্ডাল ও কোস্টাল জাতের ভেড়া ব্যবহার করে সিনথেটিক ভেড়ার জিনোটাইপ উদ্ভাবন করা হয়। ভেড়ার খাদ্যের জন্য খড় নির্ভর খাদ্যের সাথে প্রচলিত দানাদার খাদ্য প্রতিস্থাপন করে সজনে পাতা মিশিয়ে খাওয়ালে ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়। ল্যাম্ব, গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গবেষণা করা হয়। বিএলআরআই-এর বিদেশী ভেড়ার খামারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নরমাল কম্পোস্টিং ও কেঁচো কম্পোস্টিং গবেষণা করা হয়।

১৪.৪ পাহাড়ী এলাকায় দেশীয় ভেড়া পালনের প্রচলন শুরু করা, দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫০টি দেশীয় ভেড়া নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার আশ-পাশের গ্রামের আগ্রহী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ১০ জন খামারীদের নির্দিষ্ট চুক্তিতে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে খামারীর সংখ্যা ৩৭ জনে দাঁড়ায়। এসব খামারী ভেড়া পালন করে নিজেদের চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা খাতে উন্নয়ন হয়েছে। কমিউনিটি খামারীদের ৬০ ভাগের মত নারী এবং তারা পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি পারিবারিক অর্থনৈতিক আয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।

১৪.৫ কম মূল্যে, বেশি বস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভেড়ার পশম, পাট ও তুলার মিশ্রণে তৈরি সুতা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কম্বল, শাল, কাপড় তৈরির জন্য বিএলআরআই ও পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউটের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভেড়ার পশম থেকে প্যান্ট পিচ, ব্লেজার পিচ, শাল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। গত ১৩-০৭-২০১৭ ইং সালে ভেড়ার পশম ও পাট দিয়ে তৈরী বস্ত্র সামগ্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়। তাই বাণিজ্যিকভাবে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

প্রকল্পের সাভার ভেড়া উৎপাদন গবেষণা খামার

নির্মিত ফার্ম অফিস ভবন

নির্মিত কন্ট্রোল হাউজ

২য় জেনারেশনের বাড়ন্ত বাচ্চা

নির্মিত নতুন সেডে বিদেশী ভেড়া

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ভেড়ার সেড

ভেড়ার খামারে নির্মিত জেনারেটর, ঘাস কাটার সাইলেজ ও স্টোর ভবন

নির্মিত ওভারহেড পানির ট্যাংক

১৪.৬ গবেষণা বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

(১) বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া পালন ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে হতদরিদ্রদের ভেড়া বিতরণ করা;
(২) ভেড়ার পশম থেকে উল উৎপাদন করে পশমী পোশাক তৈরি করা;
(৩) ভেড়ার পাতলা চামড়া দিয়ে চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরির কৌশল আবিষ্কার;
(৪) বিভিন্ন জেলার দেশীয় ভেড়া যেমন- Damara, Dorper, Parendale, Suffolk and Coastal sheep-এর খাদ্যাভাস, প্রজনন ক্ষমতা, পরিবেশগত বিষয় পরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাতের ভেড়ার সংকায়ন করা;
(৫) বিদেশী ভেড়া আমদানী করে সেগুলোর খাদ্য ও পরিবেশগত বিষয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা।

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| 1) Conservation and improvement of sheep germplasms and their improvement | At present, the open nucleus breeding farm has a total of 460 sheep, of which the adult sheep is 273, growing sheep 106 and the young 81. Besides, there are 18 Damara, 27 Chhotanagpuri. Here the selection breeding process for sheep breeding is underway.The flock will conserve, maintain and improve the germplasm of native sheep. |

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| based on agro-eco system | **1.1. Analysis of genetic relationship among indigenous sheep populations of Bangladesh**<br>This study was conducted to evaluate the genetic relationship among indigenous sheep populations of Bangladesh (Barind, Jamuna river basin, Coastal and Garole sheep) using microsatellite markers. A total of 96 blood samples were collected from adult sheep of (i) Barind (24), (ii) Jamuna River Basin (24), (iii) Coastal (24), iv) Garole (10) and (vi) Chotanagpuri (10) sheep of India. Chhotanagpuri sheep available in the Meherpur district of Bangladesh was used as a reference breed. DNA was extracted and quantified from blood samples. Genetic distance between Jamuna river basin and Barind was lowest (0.0891) and between Garole and Costal was highest (0.1786). Garole and Chotonagpuri sheep has higher genetic distance from other three sheep populations. Phylogenetic dendogram showed that sheep of Jamuna river basin and barind belong to same genetic group. Whereas, coastal, garole and Nagpuri sheep were shown higher genetic distances from Jamuna river basin and coastal sheep. Considering findings of this study it may be concluded that the Barind and Jamuna river basin sheep belongs to a similar genetic group while, Garole and coastal sheep are belonging to two distinct genetic groups.<br>**1.2. Production and evaluation of cross bred sheep of Coastal with Damara, Dorper and with Parendale**<br>The objectives of this project are to evaluation of the productive and reproductive performances and also the adaptability of different crossbred genotypes in hot and humid climatic conditions. The breeding program was conducted at Goat and Sheep Research farm of Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka. At starting period 25 Coastal ewes were crossed with ram of Damara sheep. More 25 Coastal ewes are being crossed with ram of Dorper sheep. Beside this, 25 Coastal ewes are being crossed with ram of Parendale sheep. Subsequently, data on productive and reproductive performances were recorded regularly.<br>Table.1: Production performances of different cross bred sheep genotype |

| Parameters | Genotypes | | |
|---|---|---|---|
| | Damara-Coastal cross bred | Dorper-Coastal cross bred | Parendale-Coastal cross bred |
| Birth weight (kg) | 01.98±0.06 (45) | 01.97±0.19 (10) | 01.87±0.86 (9) |
| 3 month weight (kg) | 09.80±0.35 (40) | 11.56±0.76 (5) | 8.57±0.78 (5) |
| 6 month weight (kg) | 12.12±0.52 (35) | 13.98±0.74(4) | 12.87±0.65(4) |
| 3 month growth rate (g/d) | 87.20±0.04 (40) | 104.60±0.01 (5) | 73.00±0.02 (5) |
| 6 month growth rate (g/d) | 71.00±0.02 (40) | 65.20±0.01(4) | 9.59±0.03(4) |

Table 1. Shows Production performances of different cross bred sheep genotype. Birth weight, 3 month weight and 6 month weight of Damara-Coastal cross bred genotype were 1.98±0.06 kg, 9.80±0.35 kg and 12.12±0.52 kg, respectively. On the other hand, 3 month and 6 month growth rate of Damara-Coastal cross bred genotype were 87.2±0.04 g/d and 71.00±0.02 g/d, respectively Birth weight, 3 month weight and 6 month weight of Dorper-Coastal cross bred genotype were 1.97±0.19 kg, 11.56±0.76 kg and 13.98±0.74 kg, respectively. Beside this, 3 month and 6 month growth rate of Dorper-Coastal cross bred genotype were 104.6±0.01 g/d and 65.2±0.01 g/d, respectively. Birth weight, 3 month weight and 6 month weight of Parendale-Coastal cross bred genotype were 1.87±0.86 kg, 8.57±0.78 kg and 12.87±0.65, respectively. The growth rate ofParendale-Coastal cross bred genotype

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| | for 3 month weight and 6 month were73.00±0.02 g/dand 69.59±0.03 g/d, respectively. This is ongoing research program. The study will be continued until significant results. |
| 2) To develop time bound sheep/lamb production plans based on agro-ecological potential/problems | **2.1 Development of effective lamb production system in Bangladesh**<br>**2.1.1 Effect of pre and post-natal nutrition on the performances of ewes and their lambs**<br>The results of this experiment indicated that the pre and post-natal nutrition of ewes significantly affect DM intake, weaning weight and daily milk yield of ewes. Comparing different parameters the group $T_2$ fed *ad-libitum* German grass with concentrate at 1.5% of their body weight performed better compare to other groups. Further studies on a larger set of data with higher levels of nutrition during the last stage of pregnancy and lactation are recommended to specify actual trends that influence the study, taking the economic advantage into account.<br>**2.1.2 Effect of pre and post-natal nutrition of dams on the post weaning growth performances of lambs**<br>The results showed a strong positive leaner relationship with lambs weaning weight and different post weaning growth performances. Higher weaning weight of lamb significantly depends on pre and post-natal nutrition of ewes. Thus, maternal nutrition strongly influenced the post weaning growth of lambs. The live weight, FCR, cost per kg gain significantly increases ($P<0.01$) with increasing age. The lowest FCR, cost per kg gain and higher daily gain found at 6 months of age. Thus, results suggest that 6 months of age could be more profitable slaughter age for native Bengal lambs.<br>**2.1.3 Effect of replacement of conventional concentrate in a straw diet by Moringa foliage on lamb production performances**<br>The study was undertaken with the objective to determine the effect of replacing conventional concentrate with dried moringa foliage on the performance of growing native sheep. A total of 30 growing sheep were allocated into 5 groups with 6 sheep per treatment where one was control group. The paddy straw was used as a basal diet at the rate 30% of total feed and concentrate feed was substituted with moringa foliage at 25, 50, 75 and 100 among remaining 70% diet. After completing the feeding trial, digestibility trial was carried out. Four animals from each treatment were randomly selected to slaughter for evaluating the carcass quality. The result revealed that, desirable leaner carcass with a higher proportion of lean meat and lower weight of fat to improve carcass characteristics. Thus, moringa foliage may replace conventional concentrate partially or entirely in a straw based diet of sheep.<br>**2.1.4 Evaluation of lamb production potentiality of the Barind, Jamuna river basin and Coastal region sheep of Bangladesh under intensive management**<br>The DMI was significantly ($P<0.01$) lower in Jamuna river basin group compare to other groups. DM, OM and CP digestibility% and nitrogen balance (NB, g/kgmwt/d) were significantly ($P<0.01$) higher in Jamuna river basin group. Lower FCR was also found in Jamuna river basin group but not differ significantly with Coastal group. Nevertheless, daily gain and total live weight gain (LWG) were significantly ($P<0.01$) higher in Costal sheep. However, cost per kg gain not differs significantly among the groups. Besides that dressing percent and nutritive composition of meat does not differ among the groups. The result revealed that Jamuna river basin and Coastal both could be the suitable native sheep for the lamb production in Bangladesh. |
| 3) Modeling of community sheep production system at different regions integrating | **3.1 Community based Sheep Production in the Hilly area at Naikhonchari Upazila of Bandarban**<br>The study was planned to reduce poverty of the community people of Naikhongchari upazilla in Bandarban district of Bangladesh through establishment of BLRI improved native sheep rearing community. Total numbers of sheep in community |

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| backward breeding, nutrition and health management technologies, credit, trainings) and forward linkages marketing) | farmers increases around 150 numbers (37 community farmers) at the end of 2017/18 financial year. Fifty (50) beneficiaries have got training regarding all management issues of sheep rearing with demonstration of some BLRI improved technologies (UMS, UTS, UMB, Silage and Hay etc). As a result they are now capable of doing good management practices of native sheep rearing. 'Biju', Boishabi'; 'Eid-Ul-Azha'; 'Durgapuza'; 'Barodin' and some other reasons were the main occasions in the year-round for selling and buying sheep by the farmers and consumers. The demand was almost always high than supply which proves that the sheep meat has become very popular to the tribal peoples. Live sheep of community farmer reach to consumer following different ways like, 16% of sheep were sold to big traders, 13% to small traders, 15% to hotels/butchers, 11% to individual consumers and 43% to other types of farmers. Among the sheep sold to different buyers, 43% was fattened sheep that mostly sold to hotels/butchers, the rest are sold to the other farmers and individual consumers. Yearlings (20% (9% male, 11% female) were more demanded from traders and farmers. Farmers have preferred breeding ram and ewes (19%) for breeding purpose (replacement and foundation stock) and also to sell their old ewes. Few farmers and traders have showed interest to buy castrated male (18%) for fattening purpose. When there was a high supply, the trader can set a lower price and when there was high demand (low supply) the farmer can demand a higher price. Problems of sheep marketing in Naikhongchari are their market concept was not well developed; Constant and uniform animal supply for the market cannot be ensured; Marketing infrastructure was poor or non-existent in most places; Lack of standards and grading procedures; They were economically poor, thus lack the resources to invest on their businesses. In summary, we found that simple sheep rearing practices do empower rural women and improve their social status.<br><br>Instead of Naikhongchari, Three hundred farmers (each upazilla 30 farmers) from 10 upazilla of different district were trained under this project. They have received all facilities from this project such as feeds, medicine, vaccine, technical support, grass cutting etc.<br><br>**3.2 Establishment of sheep rearing community based organization (CBO) and selection of commercial farmer in different agro-ecological regions.**<br>Community based organization (CBO) was an effective means of promotion of sheep production in Bangladesh. Study was done to develop community sheep production model for increasing nutritional status of people, poverty alleviation and women empowerment of our country.There are more community based organizations was needed for field trial of new technologies and expansion of the project activities. These communities was established in 7 agro-ecological regions of the country (Table 1). The areas were selected on the basis of higher sheep concentration as well as potentiality of sheep production. In each of these eleven locations, at least five commercial farms and about 25 subsistence sheep farmer was brought under community farming. The farmer was rear sheep under a Community Based Organization (CBO) and the project personnel was provide technical support (routine vaccination and treatment, training, dissemination of technology, feed supplementation, fodder cutting/seed distribution etc.) to the farmers. Farmers would give benefit while they would cooperate in data collection and other on farm research work.<br>**Table 1. Areas and population size for the community based sheep breeding**<br>**No.** \| **Area** \| **Population size**<br>01 \| Savar, Dhaka (BLRI, Head Quarter) \| 460<br>02 \| Noakhali (Subarnachar & Companigonj \| 3000-4000<br>03 \| Tangail (Sadar & Bhuapur) \| 400-500 |

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| | 04 \| Gaibandha (Sadar & Gobindagonj) \| 300-400<br>05 \| Noagoan (Sadar & Mohadebpur) \| 500-600<br>06 \| Bandarban (Naikhongchari) \| 100-150<br>07 \| Sylhet (Sadar & Balagonj) \| 300-450<br>Sheep production was facilitated to landless and marginal farmers/poor families for improve their food and nutrition and also capable to purchase medicine for themselves and their animals.When women has own livestock, their social status was improved and their participation in decision making process was increased and finally empowerment of women was ensured. |
| 4) Technology developed on problems related to breeding, nutrition, health and socio-economic problems | **4.1.(a) Establishment of health management package for native sheep of Bangladesh**<br><br>Helminthic infections, diarrhoea and pneumonia were found to be the mostly occurring health hazards in sheep of all ages. Regarding antibiotic sensitivity, gentamicin and ciprofloxacin were found most effective and recommended to use in diarrhoeal cases in the field. On the other hand, mahogany (100 mg), betel leaf (100 mg) and dodder (100 mg) were found significantly effective against 100% worms in 2 hours *in vitro* and thus recommended to be used in the field against helminthic infection in sheep.<br>**4.1.(b) Development of herbal anthelmintic against internal parasites-GI nematodes of sheep**<br>Primarily, it was found from a research conducted on 200 sheep having gastrointestinal nematodes egg per gram (EPG) of faeces ranging from 750 to 3200 that neem (*Azadirachta indica*) leaves, betel (*Piper betle*) leaves, pineapple (*Ananas comosus*) leaves and bitter gourds (*Momordica charantia*) juices (50gm blended in 200ml of clean drinking water in each case) were effective to significantly reduce the EPG counts on day 7 after treatment when used orally once @ 3ml/kg body weight, 5ml/kg body weight and 10ml/kg body weight. So, all four herbal drugs @ 3ml/kg body weight, 5ml/kg body weight and 10ml/kg body weight may be used orally as anthelmintics in sheep population against the internal parasites-GI nematodes.However, the best option is 10ml/kg body weight.<br>**4.1.(c) *In vivo* evaluation of anthelmintic properties of certain medicinal plants against internal parasites-GI nematodes of sheep**<br>It was found from a research carried out on 105 sheep having gastrointestinal nematodes egg per gram (EPG) of faeces ranging from 550 to 7000 that hill glory bower (*Clerodendrum viscosum*) leaves juice was more effective than mahogany (*Swietenia mahagoni*), papaya (*Carica papaya*) and night-flowering jasmine (*Nyctanthes arbor-tristis*) leaves juices (50gm blended in 300ml of clean drinking water in each case) to significantly reduce the EPG counts on day 7 and day 14 after treatment when used orally once @ 10ml/kg body weight, 15ml/kg body weight and 20ml/kg body weight. So, hill glory bower leaves juice prepared may be used @ 10ml/kg body weight, 15ml/kg body weight and 20ml/kg body weight orally as anthelmintic in sheep population against the internal parasites-GI nematodes.<br>**4.1.(d) Identification of certain bioactive compounds with anthelmintic properties in *Azadirachta indica* and *Clerodendrum viscosum***<br>Certain bioactive compounds (tannic acid, pyrogallol, benzoic acid and quercetin) were detected in the leaves of *A. indica* and *C. Viscosum* by HPLC. From the HPLC analysis *A. indica* showed peak retention time which was similar to standard phenolic compounds including tannic acid (*A. indica* retention time 3.270 min, STD retention time 3.271 min) and pyrogallol (*A. indica* retention time 3.948 min, STD retention time 3.795 min). Benzoic acid (*C. Viscosum* retention time 6.092 min, STD retention time 6.067 min), tannic acid (*C. Viscosum*retention time 3.322 min, STD retention time 3.271 min) and quercetin (*C. Viscosum* retention time 4.967 min, STD retention |

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| | time 4.222 min) was detected in leaf part of *C. Viscosum.*<br><br>**4.2 Cryopreservation of exotic ram semen for conservation and multiplication of sheep germplasm of BLRI**<br>Approximately 500 doses of Parendale, 120 of Suffilk and 200 of Dorper doses of semen straw were prepared from each breed. Quality of stored frozen semen were evaluated after 24 hr of storage for different parameters e.g post thaw motility (%), acrosomal integrity (%), abnormal sperm (%), hypo osmotic swelling test (%), and microbial load etc. Already 14 sheep were selected for Artificial insemination. Artificial insemination was performed in BLRI sheep farm with prepared frozen semen for evaluation of semen quality and 8 sheep was finally pregnant.<br><br>**4.3 Design and Development of Products from Native Sheep Skin**<br>Product is anything which can satisfy the customer's need or want and a product made of leather is called the leather product. Twenty one (46) raw sheep skin was collected from sheep research farm of the Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka and bring it to Leather Research Institute, Nayarhat, Dhamrai, Dhaka for further processing. Soaking, fleshing, unhearing, liming, deliming, bating, pickling, tanning, re-tanning process of sheep skin was done and lastly finishing process was done for producing finished leather. Sample Ladies bag and purse manufactured was done and manufacturing of more leather product (ladies bag, purse) is going on.<br><br>**4.4 Study on farm nutrient recycling in BLRI foreign sheep farm**<br>The present study was undertaken with the objective to develop an easy, profitable, environment friendly small ruminant farm waste management technique to recycle the feed nutrients into agriculture including the quantification of its daily input and outgo. In the present study, the processing system of waste involved both normal aerobic composting and vermin-composting. Initial $p^H$ of sheep feces was 8.5 and it was reduced to 7.8 in normal compost and 5.26 to 6 in vermin compost. Maximum $p^H$ (6.00) of vermin compost was found in $T_3$ (20 kg manure with 500 nos worm) treatment. The input and output quantification shows that daily average roughage and concentrate intake on fresh basis of adult male and female was 11.19 $v_s$ 7.04 kg and 0.21 $v_s$ 0.15 kg, respectively and their outgo i.e., fresh feces void was 2.56 and 2.1 Kg, respectively. The respective roughage intake of growing male and female was 8.29 kg and 5.16 kg and amount of consumed concentrate mixture was equal (0.2kg/day) and they produced 1.90 and 1.80 kg feces per day. More than 50% of received nutrient was being passed through feces and nutrient passing out tendency was comparatively higher in growing animal group. No heavy metal entity was found in both feed and feces. But the nutritional value of normal and vermin compost is higher than the same value of fresh feces which indicates that fermentation process may have role on enhancing the form and quantity of nutrients. In case of vermin compost maximum recovery rate of final product was obtained from $T_3$ and it was 15.02 kg fertilizer from 20 kg feces and required worm for per kg fertilizer production was 33 nos. Vermin compost was comparatively superior in quality than normal aerobic compost in terms of nutritional value and return rate of final product. The respective return rate of normal and vermin compost is 55 and 75%. The production cost of per kg normal compost was Tk. 3.50 and vermin compost was Tk. 5.00. In terms money on an average each animal of adult and growing category received nutrients of Tk. 36.80 and Tk. 47.30 per day, respectively and voided nutrients of Tk. 15.00 and 12.64 per day which is become wasted now through the conventional management system. But when it undergoes a simple processing system then it recovered nutrients of Tk. 25.00 in normal compost and Tk. 49.5 in vermin |

| স্টাডির উদ্দেশ্য | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| | compost which is higher than the wasted amount of money in per animal feces. It could be said that to develop cost-effective and sustainable approach of small ruminant farming system there is no alternative to recycle the nutrients supplied to the animals and among the recycling systems vermin composting of feces could be a good choice to practice at farm level.<br><br>**4.5 Development of blended yarns and fabrics from jute, cotton and native sheep wool**<br>In the present study, it was observed that 30% wool, 30% jute and 40% cotton fiber blended yarn has been successfully developed. After operating, there were observed some limitation in spinning section. Wool dropping was more than jute and cotton fiber. Yarns were produced at different proportion.Jute and wool was available in the locality. Cotton fiber was costly. For these reason the cost of blended yarn was less than 100% cotton yarn. Shawl was produced with the production cost of Tk. 244 (7ft×3ft) and suiting fabrics (pant piece, blazer piece etc.) with the production cost of Tk. 588 (per 1 meter). Comfortable blanket was produced from 50:50 ratio of wool-jute yarn with the production cost of Tk. 495 (6ft×8ft). Dining mate and floor mate were produced with the combination of wool and jute in the ratio of 40:60 and the production cost of Tk. 280 and Tk. 140.<br><br>**4.6 Assessment of the effects of native sheep improvement project on socioeconomic Conditions of project beneficiaries and sheep management practices in selected areas of Bangladesh**<br>From the study it was found that the average age of sheep farmers were found 42.86 years. Average family size was found 4.01. The male-female ratio of sheep farming households was 1.01. The dependency ratio of the households was 2.22. Most of the sheep farmer were found uneducated. About 13.55 percent sheep farmers were absolutely uneducated and 53.31 percent were found only can sing. About 52.42 percent family member including respondent were found agriculture as their main occupation. The average land holdings of the households were found 158.13 decimal. Most of the livestock of sheep farm households were increased. Average sheep per households was increased 100.79 percent in the project areas. Remarkable livelihoods improvement is occurred among the project beneficiary farmers. On an average all kinds of livelihood assets were increased by 54.09 percent. The average annual income of the sheep farming household was increased by 62.81 percent. Annual savings of the sheep farmers were increased by 80.49 percent. Both male and female participation in sheep rearing was found increased remarkably. A noticeable improvement occurred in neo-natal nourishment practices. Housing facility, anthelmentic and vaccine uses were found increased by 438.89, 1275.00 and 3567.00 percent respectively. Mixed feeding system was increased by 168.10 percent. Remarkable improvement occurred in disease management of sheep in the project areas. Both the number of sheep affected per year and number of sheep died per year were found decreased. Pneumonia, diarrhea, bloat and parasite infection were found the main diseases of sheep. Dog bite was found another problem in sheep rearing. |
| 5) To provide technological support to Component–B of the project. | Farmers were trained on different adopted or developed new technology. This may include production of high biomass yielding perennial or annual grasses & legume, quality improvement of low quality fibrous crop residues, feeds & forage preservation, predisposing factors related to different diseases and preventive measures against those diseases, and application of flock health package. Special emphasis was given to feeding pregnant, lactating and newborn lambs. Under the project, 21 booklets and leaflets have been prepared from various research findings which have been provided to the Project Director of Component-B for use in their training. |
| 6) Human | There are provisions of higher academic degree as MS and Ph.D fellowship on sheep |

<table>
<tr><th>স্টাডির উদ্দেশ্য</th><th>অর্জিত ফলাফল</th></tr>
<tr><td>Resource development through inter-organization and regional co-operation.</td><td>breeding, nutrition and health for the continuing utility of the project. Two MS degree and a Ph.D degree were completed and a Ph.D student is submitted his thesis.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Title</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sero-Epidemiology and Molecular Characterization of Peste Des Petits Ruminants of Sheep in Bangladesh</td><td>Completed</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Phenotypic and genetic evaluation of indigenous sheep under community managed production system in Bangladesh</td><td>Thesis submitted</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sero-surveillance and sero-monitoring of locally produced PPR vaccine in the field and experimental level.</td><td>Completed</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Effect of management of carcass and meat quality of indigenous sheep</td><td>Completed</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

**১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ক) ভেড়ার জাত সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ উপযোগী জাত উন্নয়ন; | উন্মুক্ত নিউক্লিয়াস প্রজনন পদ্ধতি মোট ৪৬০টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭৩টি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া, বাড়ন্ত ভেড়া- ১০৬টি, বয়স্ক ভেড়া- ৮১টি। |
| খ) আঞ্চলিক সম্ভাবনা নির্ভর সময়ভিত্তিক ভেড়া ও ল্যাম্ব উৎপাদন পরিকল্পনা তৈরী; | বাংলাদেশে প্রাপ্ত দেশীয় ভেড়াগুলোর (বরেন্দ্র, যমুনা অববাহিকা, উপকূলীয় এবং গ্যারল ভেড়া) মধ্যে কৌলিক সম্পর্ক মূল্যায়ন করা হয়। ডামরা, ডরপার, প্যারেন্ডাল ও কোস্টাল জাতের ভেড়া ব্যবহার করে সিনথেটিক ভেড়ার জিনোটাইপ উদ্ভাবন করা হয়। ভেড়ার খাদ্যের জন্য খড় নির্ভর খাদ্যের সাথে প্রচলিত দানাদার খাদ্য প্রতিস্থাপন করে সজনে পাতা মিশিয়ে খাওয়ালে ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়। |
| গ) প্রজনন, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সেবা এবং বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক মডেল ভেড়া কমিউনিটি উন্নয়ন; | প্রকল্পের ক্রয়কৃত ভেড়ার উৎপাদিত বাচ্চা সহজ শর্তে গরীব মহিলাদের পালনের জন্য বিতরণ করা হয়। এসব ভেড়ার পশম কর্তন পদ্ধতি ও পশম হতে কম্বল তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| ঘ) আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশ বিবেচনায় ভেড়ার খাদ্য, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা, ল্যাম্ব উৎপাদন এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাভিত্তিক পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন; | ভেড়ার খাদ্যের জন্য খড় নির্ভর খাদ্যের সাথে প্রচলিত দানাদার খাদ্য প্রতিস্থাপন করে সজনে পাতা মিশিয়ে খাওয়ালে ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়। ল্যাম্ব, গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গবেষণা করা হয়। বিএলআরআই-এর বিদেশী ভেড়ার খামারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নরমাল কম্পোস্টিং ও কেঁচো কম্পোস্টিং গবেষণা করা হয়। |
| ঙ) কম্পোনেন্ট-বি এর উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রযুক্তি সেবা প্রদান; | প্রাণিসম্পদের আওতায় বাস্তবায়িত ভেড়া প্রকল্পের কার্যক্রমে বিএলআরআই হতে সকল ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। |
| চ) আন্তঃসংস্থা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদ ও কারিগরী উন্নয়ন। | বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ভেড়া পালনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে খামারীরা লাভজনকভাবে ভেড়া পালন করছে। |

**১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৬.১ অধিক হারে ভেড়ার বংশ বৃদ্ধি করা হলে গরীব জনগণ উপকৃত হবে। পাহাড়ী এলাকার গরীব জনগণকে চাহিদা মতো ভেড়া সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ভেড়া সরবরাহ কম হচ্ছে। আমদানীকৃত বিদেশী ভেড়ার সিমেন সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ভেড়ার বংশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে সাভার বিএলআরআই-তে পরীক্ষামূলক কৃত্রিম প্রজনন করা হচ্ছে এবং ফলাফল ভাল হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৬.২ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত ১টি জিপ গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর বিএলআরআই প্রধান কার্যালয় হস্তান্তর করা হয়। ১৫টি মটর সাইকেল প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু জিপ গাড়ীটি পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি।

১৬.৩ নোয়াখালী সুবর্ণচরের চর ইসলামিয়ার চারণভূমিতে কয়েকজন খামারী কর্তৃক একত্রে ৪/৫ হাজার ভেড়া পালন করা হয়। চরের ঘাস এসব ভেড়ার প্রধান খাদ্য। সেখানে ভেড়ার সংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক খাদ্য কম রয়েছে। খামারীগণ জানান, চরে ভেড়া পালন খুবই সহজলভ্য। তবে চরের প্রাকৃতিক খাবারের সাথে সাথে আরও বাড়তি খাবার সরবরাহ করা হলে ভেড়াগুলোর আরও দৈহিক বৃদ্ধি পেত। সুবর্ণচরে এছাড়াও লক্ষ্য করা যায়, পাঠীর তুলনায় পাঁঠার সংখ্যা অনেক কম রয়েছে। এ প্রকল্প হতে কিছু পাঁঠা দেয়া হলেও হারাহারি অনুপাতে তা পর্যাপ্ত নয়।

১৬.৪ পাহাড়ী ও সমতল এলাকায় ভেড়া চারণের সময় কুকুর আক্রমণ করে থাকে। এ বিষয়ে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরকে সম্পৃক্ত রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া সমতল ভূমির তুলনায় পাহাড়ী এলাকায় ভেড়ার বাচ্চা প্রজনন কম হয়।

১৬.৫ সাভার বিএলআরআই-তে সেড, গুদাম, গার্ড সেড, জেনারেটর রুম, কন্ট্রোল হাউজ, ফার্ম হাউজের নামকরণে অস্থায়ীভাবে পিভিসি কাগজ দিয়ে লেখা হয়েছে। ফলে বৃষ্টিতে ভিজে কাগজগুলো উঠে যাচ্ছে। স্থাপনাগুলোর সামনে উপরে স্থায়ীভাবে নামকরণ লেখা প্রয়োজন।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পের জিপ গাড়ীটি নিয়মানুযায়ী পরিবহন পুলে জমা দেয়া যেতে পারে;

১৭.২ সাভার বিএলআরআই-এ নির্মিত স্থাপনাগুলোর পিভিসি কাগজের নামকরণের স্থলে স্থায়ীভাবে নামকরণ করতে হবে;

১৭.৩ গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো মাঠ পর্যায়ে ভেলিডেশন করে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে;

১৭.৪ নোয়াখালীর সুবর্ণচরে অধিক ঘাস উৎপাদনের বিষয়ে বিএলআরআই কর্তৃক প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং আরও পাঁঠা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৫ পার্বত্য এলাকার ভেড়ার উৎপাদন ও পালন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কুকুরের আক্রমণ ও বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ করার জন্য বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে;

১৭.৬ প্রকল্পের অডিট নিস্পত্তি ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অডিট দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

১৭.৭ বিদেশী ভেড়ার সিমেন সংগ্রহপূর্বক ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

১৭.৮ প্রকল্পের গবেষণায় উদ্ভাবিত F1 ও F2 জাতের ভেড়া বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে পালন করা হচ্ছে। F3 জাতের ভেড়া উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াধীন। তাই F3 জাতের ভেড়া উদ্ভাবনের জন্য বিএলআরআই দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৯ ভেড়া পালন সহজলভ্য ও ভেড়ার মাংশের গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা, গরীবদের মাঝে ভেড়া বিতরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.১০ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)-ডিএলএস অংশ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)-ডিএলএস অংশ

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : সমগ্র বাংলাদেশ

**৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ২৮৭৩.৮৬ | ৩৩৯০.৭১ | ৩৩৪১.৮৬ | জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ | জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ | জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ | ৪৬৮.০০ (১৬.২৮%) | ১ বছর ৬ মাস (৩০%) |

■ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** বাংলাদেশে ভেড়ার ঘনত্ব বিশেষ কিছু জেলায় বেশি। দেশের অধিকাংশ ভেড়া বৃহত্তর ২২টি জেলায় পালিত হয়। সংখ্যা ও জাতীয় আয়ের অবদানের দিক থেকে বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের মধ্যে ভেড়ার গুরুত্ব চতুর্থ। এদেশে প্রাপ্ত ভেড়াসমূহ উষ্ণ-আদ্র পরিবেশে খাপ খাইয়ে বছরে দু'বার এবং প্রতিবার ২-৩টি বাচ্চা দেয়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী ও বাচ্চা মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম। চরম অবহেলিত অবস্থায় শুকনো খড় ও শষ্যের অবশিষ্ট অংশ খেয়েও একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া ১৫-২০ কেজি ওজনের হতে পারে যা থেকে ৬-৮ কেজি মাংস পাওয়া যায়। তাছাড়া একটি ভেড়া থেকে বছরে ১.৫ থেকে ২ কেজি উল উৎপাদন করা যায়। সুষম খাদ্যের আবশ্যকীয় উপাদান হলো প্রাণিজ আমিষ যা মূলত প্রাণিসম্পদ থেকে আসে। এক্ষেত্রে মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নতমানের আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভেড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এদেশে প্রাণিজ আমিষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ভেড়া উন্নয়নের জন্য গৃহিত কার্যক্রম খুবই সামান্য। অথচ ভেড়া দ্রুত বর্ধনশীল এবং প্রতিকূল পরিবেশে ভেড়া সহজে লালন-পালন করা যায়। এতদদ্দেশ্যে ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ১ম পর্যায়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পটির সুফল ধরে রাখার জন্য ২য় পর্যায়ের আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

১) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
২) ভেড়া পালনে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা তৈরীর প্রচেষ্টা নেওয়া;
৩) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-এ থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারীদের মধ্যে স্থানান্তর করা;
৪) ভেড়া পালনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
৫) পশম ও মাংসের বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া;
৬) ভেড়ার স্বাস্থ্য উন্নয়নের সহায়তা হিসেবে টিকা, কৃমিনাশক ও জরুরি ঔষধ এবং ঘাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া;
৭) ৩টি ডেমোনস্ট্রেশন ভেড়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্যাপাসিটি গঠন করা।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

(ক) ৩টি ডেমোনেস্ট্রেশন ভেড়ার খামার (রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহী, বাগেরহাট ও শেরপুর, বগুড়া) স্থাপনের মাধ্যমে বাড়ন্ত ভেড়ী ও পাঠা খামারীদের মধ্যে সরকারী নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ;
(খ) ৬৪টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় ১২৮টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং খামার উন্নয়ন;
(গ) ৬৪টি জেলার ৪৮০টি উপজেলায় ১৩৬০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামার উন্নয়ন;
(ঘ) ১৩৬০০ ভেড়ার খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

(ঙ) ৬৬০০ জন ভেড়ার খামারীকে রিফ্রেসার্স ট্রেনিং প্রদান;

(চ) ৫০০ জন ভি.এফ.এ./কম্পাউন্ডারকে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

(ছ) ৫০০ জন মাংশ বিক্রেতাকে ভেড়ার মাংসের গুণগত মান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ;

(ঝ) ভেড়ার খামারীদের সাপোর্ট সার্ভিস হিসেবে কৃমিনাশক, জরুরি ঔষধ, টিকা, ক্যাসট্রেটর মেশিন ও শেয়ারিং মেশিন সরবরাহ করা;

ঞ) ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় (প্রতি উপজেলায় ২০ জন করে) খামারী/ দরিদ্র কৃষককে ও ছিটমহল এলাকায় ৬০০টি ভেড়া/ভেড়ী বিতরণ।

## ৮.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **(ক) রাজস্বঃ** | | | | | |
| ১ | অফিসারের বেতন | জন | ৯ | ১৩৯.০০ | ৯ | ১৩৫.৩১ |
| ২ | কর্মচারীর বেতন | জন | ২৩ | ১২১.০০ | ২৩ | ১২০.৫৩ |
| ৩ | ভাতাদি | জন | ৩২ | ২১২.০০ | ৩২ | ২০৭.৮৮ |
| ৪ | ভ্রমণ ব্যয় | বছর | ৬.৫ | ৭০.০০ | ৬.৫ | ৬৯.৯৯ |
| ৫ | ওভারটাইম ভাতা | বছর | ৬.৫ | ৫.৫০ | ৬.৫ | ৫.৫০ |
| ৬ | অফিস ভাড়া/ ডেকোরেশন | বছর | ৬.৫ | ১৭.০০ | ৬.৫ | ১২.৮১ |
| ৭ | টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল | বছর | ৬.৫ | ২.০০ | ৬.৫ | ১.৮৫ |
| ৮ | বিদ্যুৎ | বছর | ৬.৫ | ১৫.৫০ | ৬.৫ | ১৪.৭৬ |
| ৯ | জ্বালানী | বছর | ৬.৫ | ৬০.০০ | ৬.৫ | ৫৬.৯৪ |
| ১০ | রেডিও ও টিভিতে প্রচার | বছর | ৬.৫ | ৫৮.০০ | ৬.৫ | ৫৮.০০ |
| ১১ | প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় | ব্যাচ | ১১৮৭ | ৬৭.০০ | ১১৮৭ | ৬৭.০০ |
| ১২ | বুকলেট মুদ্রণ | সংখ্যা | ৩৫০০০ | ২২.৫০ | ৩৫০০০ | ২২.০০ |
| ১৩ | লিফলেট মুদ্রণ | সংখ্যা | ১৫০০০০ | ৪.০০ | ১৫০০০০ | ৪.০০ |
| ১৪ | ফোল্ডার মুদ্রণ | সংখ্যা | ৩৭৫০০ | ৭.০৫ | ৩৭৫০০ | ৭.০০ |
| ১৫ | ফেস্টুন মুদ্রণ | সংখ্যা | ১০০০ | ৭.২২ | ১০০০ | ৬.২৩ |
| ১৬ | প্রচারণা/ বিজ্ঞাপন বিল | বছর | ৬.৫ | ১৬.০০ | ৬.৫ | ১৫.৭১ |
| ১৭ | ভেড়ার খামারী প্রশিক্ষণ (৫ দিন) | ব্যাচ | ৬৮০ | ২১৭.৬০ | ৬৮০ | ২১৭.৬০ |
| ১৮ | রিফ্রেসার্স ট্রেনিং (২ দিন) | ব্যাচ | ৩৩০ | ৪৬.২০ | ৩৩০ | ৪৬.২০ |
| ১৯ | ভি,এফ,এ,/কম্পাউন্ডার প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ২৫ | ২০.০০ | ২৫ | ২০.০০ |
| ২০ | কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ১৫ | ১০.০০ | ১৫ | ৯.৭৮ |
| ২১ | স্টাডি ট্যুর/ বিদেশ ট্যুর | ব্যাচ | ২ | ৫৯.৯১ | ২ | ৫৯.৯১ |
| ২২ | মাংস বিক্রেতা প্রশিক্ষণ | ব্যাচ | ২৫ | ৫.০০ | ২৫ | ৫.০০ |
| ২৩ | সেমিনার | সংখ্যা | ৪ | ১০.০০ | ৪ | ১০.০০ |
| ২৪ | আপ্যায়ন ভাতা (ট্রেনিং এন্ড অন্যান্য কমিটির জন্য) | ব্যাচ | ১১৮৭ | ৪৫.০০ | ১১৮৭ | ৪৫.০০ |
| ২৫ | গাড়ী ভাড়া (পিডি অফিস ও খামার)) | বছর | ৬.৫ | ২০.০০ | ৬.৫ | ২০.০০ |
| ২৬ | সফল খামারীদের পুরস্কার বিতরণ | বছর | ৬.৫ | ৩৪.৯২ | ৬.৫ | ৩৪.৯২ |
| ২৭ | দরিদ্র খামারীদের শেড নির্মাণে সহায়তা প্রদান | বছর | ৬.৫ | ৪৮.৪১ | ৬.৫ | ৪৮.৪১ |
| ২৮ | বেওয়ারিশ কুকুর নিধন | বছর | ৬.৫ | ৫.০০ | ৬.৫ | ৫.০০ |
| ২৯ | সার, বীজ ও কীটনাশক ক্রয় ও লেবার কস্ট | বছর | ৬.৫ | ২৮.০০ | ৬.৫ | ২৭.৯৬ |
| ৩০ | টিকা | মাত্রা | ৪৫০০ | ১৪.০০ | ৪৫০০ | ১৩.৯৬ |
| ৩১ | কৃমিনাশক ও জরুরি ঔষধ | মাত্রা | ১২.৫০ লক্ষ | ৫০.০০ | ১২.৫০ লক্ষ | ৪৯.৯২ |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৩২ | ইউরিয়া মোলাসেস ক্রয় | মে:টন | ১০০ | ১২.০০ | ১০০ | ১১.৯৮ |
| ৩৩ | দেশী ভেড়া ক্রয় | সংখ্যা | ২৩৪০ | ১৪৭.০৯ | ২৩৪০ | ১৪৬.৫১ |
| ৩৪ | দানাদার খাদ্য ও সবুজ ঘাস ক্রয় | মে:টন | ২৬৬ | ১১০.০১ | ২৬৬ | ১০৯.৯৯ |
| ৩৫ | সবুজ ঘাস ক্রয় | মে:টন | ১২৫ | ৬.৯৯ | ১২৫ | ৬.৯৯ |
| ৩৬ | প্রশিক্ষকদের সম্মানী ভাতা | ব্যাচ | ১০৭৫ | ১৫১.০০ | ১০৭৫ | ১৪৮.৬৩ |
| ৩৭ | ফডার কাটিং ফর ফার্ম | বছর | ৬.৫ | ২০.০০ | ৬.৫ | ২০.০০ |
| ৩৮ | কনটিনজেন্সি (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা, পিডি অফিস ও ফার্ম) | বছর | ৬.৫ | ৯২.০০ | ৬.৫ | ৯১.৯০ |
| ৩৯ | মেরামত ও সংরক্ষণ (যানবাহন) | বছর | ৬.৫ | ১৭.০০ | ৬.৫ | ১৬.৯৯ |
| ৪০ | মেরামত ও সংরক্ষণ (যন্ত্রপাতি) | বছর | ৬.৫ | ১৬.০০ | ৬.৫ | ১৫.৯৯ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **২০০৯.৯০** | | **১৯৮৮.১৫** |
| | **(খ) মূলধনঃ** | | | | | |
| ৪১ | পাজেরো জীপ গাড়ী ক্রয় | সংখ্যা | ১ | ৭৫.৮২ | ১ | ৭৫.৮২ |
| ৪২ | মোটর সাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ১০ | ১৫.০০ | ১০ | ১৪.৯০ |
| ৪৩ | ডিজিটাল ক্যামেরা ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় | সংখ্যা | ৭ | ৫.৩৭ | ৭ | ৫.৩৭ |
| ৪৪ | কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ | সেট | ১০ | ১২.৫০ | ১০ | ১২.৪২ |
| ৪৫ | ল্যাপটপ এন্ড এক্সেসরিজ ক্রয় | সংখ্যা | ৮ | ৬.২৩ | ৮ | ৬.২৩ |
| ৪৬ | বাই-সাইকেল ক্রয় | সংখ্যা | ১০ | ০.৯৯ | ১০ | ০.৯৯ |
| ৪৭ | ফটোকপিয়ার মেশিন | সংখ্যা | ৭ | ১০.০০ | ৭ | ৯.৯৩ |
| ৪৮ | ফ্যাক্স ক্রয় | সংখ্যা | ৭ | ২.৭৫ | ৭ | ১.৫৬ |
| ৪৯ | অফিস আসবাবপত্র | সেট | ৬ | ৪০.০০ | ৬ | ৪০.০০ |
| ৫০ | ল্যাব ও ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয় | সেট | ১২ | ৬২.৬০ | ১২ | ৬২.৫০ |
| ৫১ | টেলিফোন সেট ক্রয় | সেট | ৭ | ১.০৫ | ৭ | ০.৮৪ |
| ৫২ | ভূমি উন্নয়ন | ঘঃ মিঃ | ৩০৮০০ | ১০৭.৮৫ | ৩০৮০০ | ১০২.৪০ |
| ৫৩ | অফিস বিল্ডিং | বঃ মিঃ | ৩৬০ | ১১১.০৭ | ৩৬০ | ১১১.০৭ |
| ৫৪ | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (ভার্টিকেল এক্সটেনশনসহ) | বঃ মিঃ | ৬০০ | ১৭৮.৬৮ | ৬০০ | ১৭৮.২৬ |
| ৫৫ | বয়স্ক ভেড়ার শেড নির্মাণ | বঃ মিঃ | ৬০০ | ১৫৪.৪৪ | ৬০০ | ১৫৩.৫৩ |
| ৫৬ | গ্রোয়িং ল্যাম্ব শেড নির্মাণ | বঃ মিঃ | ১৫০ | ৩৫.২৩ | ১৫০ | ৩৫.২৩ |
| ৫৭ | খাদ্য গুদাম, খড় সেলোপিট, যন্ত্রপাতি শেড, গ্যারেজ নির্মাণ | বঃ মিঃ | ৩০০ | ৬১.০৯ | ৩০০ | ৬১.০৯ |
| ৫৮ | আইসোলেশন শেড নির্মাণ | বঃ মিঃ | ১৫০ | ৩৫.৯৬ | ১৫০ | ৩৫.৯৩ |
| ৫৯ | বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | রা:মি: | ২২৭৫ | ১৫২.০৯ | ২২৭৫ | ১৪৯.৬৪ |
| ৬০ | কাটা তাঁরের বেড়া | রা:মি: | ৩০০ | ৩.৪৪ | ৩০০ | ৩.৪৪ |
| ৬১ | মেনিউর পিট নির্মাণ কম্পোষ্ট পিট | সংখ্যা | ৬ | ৯.০০ | ৬ | ৮.৯৪ |
| ৬২ | রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ (ড্রেন- ৯৩২ রা.মি., রাস্তা- ৪২৯ ব.মি., কালভার্ট- ৩টি) | বঃ মিঃ | ৪২৯ | ১৩৬.৬৫ | ৪২৯ | ১২৫.২৬ |
| ৬৩ | গ্যাস লাইন, ট্রান্সমিটার, জেনারেটর লাইন স্থাপন | সংখ্যা | ৩ | ৫০.০০ | ৩ | ৪৯.৯৯ |
| ৬৪ | পাম্প হাউজ, ডিপ টিউবওয়েল, পানির ট্যাংক নির্মাণ | সংখ্যা | ৩ | ১১৩.০০ | ৩ | ১০৮.৪০ |
| | **উপ-মোট (মূলধন):** | | | **১৩৮০.৮১** | | **১৩৫৩.৭১** |
| | **মোট (রাজস্ব +মূলধন)** | | | **৩৩৯০.৭১** | | **৩৩৪১.৮৬** |

৯.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ১০.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৮৭৩.৮৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪/০৯/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

**প্রকল্প সংশোধনঃ**

- ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩১৬০.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২১/০৯/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।
- ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩১৬০.৮৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০১/২০১৮ তারিখে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করা হয়।
- ২য় সংশোধিত ডিপিপি ৩৩৯০.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ মেয়াদে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়।

## ১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৭৭.৭৫ | ১৭৭.৭৫ | - | ১৭৭.৭৫ | ১৭৭.৭৫ | ১৭৭.৭৫ | - |
| ২০১৩-২০১৪ | ৪১০.৪১ | ৪১০.৪১ | - | ৪১০.৪১ | ৪১০.৪১ | ৪১০.৪১ | - |
| ২০১৪-২০১৫ | ৭৬৯.৭৭ | ৭৬৯.৭৭ | - | ৭৬৯.৭৭ | ৭৬৯.৭৭ | ৭৬৯.৭৭ | - |
| ২০১৫-২০১৬ | ৭৯৬.৯১ | ৭৯৬.৯১ | - | ৭৯৬.৯১ | ৭৯৬.৯১ | ৭৯৬.৯১ | - |
| ২০১৬-২০১৭ | ৪৮৭.৭৪ | ৪৮৭.৭৪ | - | ৪৮৭.৭৪ | ৪৮৭.৭৪ | ৪৮৭.৭৪ | - |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩০২.১০ | ৩০২.১০ | - | ৩০২.১০ | ৩০২.১০ | ৩০২.১০ | - |
| ২০১৮-২০১৯ | ৪৪৬.০৩ | ৪৪৬.০৩ | - | ৪৩০.৯৪ | ৩৯৭.১৮ | ৩৯৭.১৮ | - |
| **মোটঃ** | **৩৩৯০.৭১** | **৩৩৯০.৭১** | - | **৩৩৭৫.৯৪** | **৩৩৪১.৮৬** | **৩৩৪১.৮৬** | - |

## ১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | দায়িত্বের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব এ.কে.এম.আজাদ, পি.এস.ও, লীভ রিজার্ভ | ০১.০৭.২০১২ | ৩১.০৮.২০১৫ |
| ০২ | মোঃ রেজ্জাকুল ইসলাম, পি.এস.ও, লীভ রিজার্ভ | ৩১.০৮.২০১৫ | ১৯.১০.২০১৫ |
| ০৩ | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পি.এস.ও, লীভ রিজার্ভ | ১৯.১০.২০১৫ | ৩১.১২.২০১৮ |

## ১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ

১৩.১ খামার উন্নয়নঃ ৩টি খামারের ভূমি উন্নয়ন, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, গ্যাস লাইন, ট্রান্সমিটার, জেনারেটর লাইন স্থাপন, পাম্প হাউজ, ডিপ টিউবওয়েল, পানির ট্যাংক নির্মাণ, রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ বাবদ ৬৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৩.২ বিভিন্ন শেড নির্মাণঃ বয়স্ক ভেড়ার শেড, গ্রোয়িং ল্যাম্ব শেড, খাদ্য গুদাম, খড় সেলোপিট, যন্ত্রপাতি শেড, গ্যারেজ নির্মাণ, আইসোলেশন শেড, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ বাবদ ৪৩৫.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ ভেড়ার খামারী প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পের অর্থে ভেড়ার খামারীদের ৫ দিন ব্যাপী ৬৮০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় হয় ২১৭.৬০ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণের উপকরণ বাবদ ব্যয় হয় ৬৭.০০ লক্ষ টাকা।

১৩.৪ দেশী ভেড়া ক্রয়ঃ ৩টি ভেড়ার খামারে পালনের জন্য ও ভেড়ার বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত উন্নত জাতের ২৩৪০টি ভেড়া ক্রয় করা হয়। এ বাবদ ব্যয় হয় ১৪৭.০৯ লক্ষ টাকা।

১৩.৫ দানাদার খাদ্য ও সবুজ ঘাস ক্রয়ঃ প্রকল্প মেয়াদে ৩টি ভেড়ার খামারে ২৬৬ মে. টন দানাদার খাদ্য ও সবুজ ঘাস ক্রয় বাবদ ১০৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৬ যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পের অর্থে ১টি পাজেরো জীপ গাড়ী ৭৫.৮২ লক্ষ টাকায় এবং ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ১৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৭ অফিস আসবাবপত্রঃ ৩টি ভেড়ার খামারে ৬ সেট অফিস আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৮ ল্যাব ও ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ ভেড়ার খামারসমূহে ১২ সেট ল্যাব ও ফার্মের যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৬২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

**১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>**

আইএমইডি কর্তৃক ০২/০৯/২০১৯ তারিখে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় মহিষ খামার সংলগ্ন ভেড়া খামারে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাগেরহাট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খামার ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১৪.১ প্রকল্পের আওতায় ফকিরহাট মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারের পাশে অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, ৩টি ভেড়া সেড, গুদাম, কোয়ারেন্টাইন সেড, প্রবেশ রাস্তা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল, গেইট নির্মাণ করা হয়। নির্মিত ৩টি সেডে ১০০টি করে মোট ৩০০টি ভেড়া/ভেড়ী রাখা সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল, পাম্প হাউজ ও ভূ-উপরিস্থ পানির ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। পানির ট্যাংকির সিঁড়ি মাঝখানে ভেঙ্গে গেছে।

১৪.২ খামারটিতে প্রকল্প হতে প্রথমে ২০টি ভেড়া (পাঁঠা) ও ৬০টি ভেড়ী প্রদান করা হয়। বর্তমানে ৮৪টি ভেড়া/ভেড়ী রয়েছে। তন্মধ্যে বয়স্ক ভেড়া- ২টি, ভেড়ী- ৩১টি রয়েছে। বাড়ন্ত ভেড়া- ১৩টি, ভেড়ী- ২০টি। বাচ্চা ভেড়া- ৭টি, ভেড়ী- ৯টি রয়েছে। প্রতি বছর সরকারী নির্ধারিত মূল্যে গরীব খামারীর নিকট বাড়ন্ত ভেড়া বিক্রি করা হয়। প্রকল্পের প্রদত্ত ৮০টি ভেড়া/ভেড়ী থেকে উৎপাদিত বাচ্চার মধ্য থেকে এ পর্যন্ত ২৩৪টি (ভেড়া- ১৩০টি, ভেড়ী- ১০৪টি) গরীব খামারীর নিকট বিক্রি করা হয়।

১৪.৩ খামারে ভেড়া পালনের জন্য বর্তমানে রাজস্ব খাতের কোন জনবল নেই। প্রকল্পের সমাপ্তির পর আউটসোর্সিং-এর জনবল অন্যত্র চলে গেছে। ফলে ভেড়া লালন-পালন হুমকির মধ্যে পড়েছে। সেডগুলো নিয়মিত পরিষ্কার, ভেড়ার খাদ্য ক্রয়, ভেড়ার সঠিক পরিচর্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। বয়স্ক ভেড়াগুলোর গায়ে পশম বড় হয়ে জটলা হয়ে গেছে। ভেড়ার গায়ের পশম কাটা হয়না তাই ভেড়াগুলো সুস্থভাবে বেড়ে উঠছে না। পরিদর্শনকালে ২/৩টি বাচ্চা খুবই অসুস্থ প্রতীয়মান হয়।

১৪.৪ স্থিরচিত্রঃ

ফকিরহাট, বাগেরহাট ডেমনস্ট্রেশন ভেড়ার খামার

ভেড়ার খামারের গেটের লেখা উঠে গেছে

মরানদীর ওপর ভেড়ার খামারের সংযোগ সড়কে কোন কালভার্ট রাখা হয়নি

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভেড়ার সেড

প্রশিক্ষণ ভবনের কক্ষের দেয়াল ড্যাম হয়েছে

প্রশিক্ষণ ভবনের ছাদে অপরিস্কার ও পানি জমে থাকে

প্রকল্পের অর্থে ক্রয়কৃত ভেড়া ও উৎপাদিত বাচ্চা

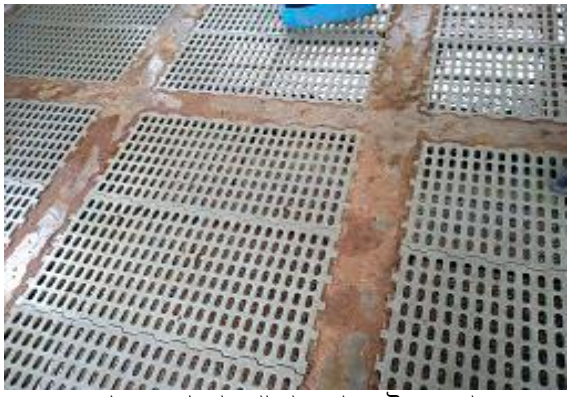

ভেড়ার সেডগুলোর পাকা কলাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| ১) জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করা; | প্রকল্প মেয়াদে ১৩৬০০ জন ছোট খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| ২) ভেড়া পালনে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও উদ্যোক্তা তৈরীর প্রচেষ্টা নেওয়া; | প্রকল্পের অর্থে ভেড়া পালনে খামারীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- বুকলেট, লিফলেট, ফেস্টুন তৈরি করে প্রচার করা হয় ও উদ্যোক্তা তৈরীর প্রচেষ্টা নেওয়া; |
| ৩) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-এ থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারীদের মধ্যে স্থানান্তর করা; | ১৩৬০০ জন ভেড়ার খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| ৪) ভেড়া পালনের মাধ্যমে আত্ম- | গরীব খামারীদের ভেড়া পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান, সরকারী কম মূল্যে ভেড়া |

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা; | বিতরণ, ভেড়ার শেড নির্মাণে সহায়তা, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীদের সহায়তা করা হয়। খামারীগণ নিজেদেরকে কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করেছে ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। |
| ৫) পশম ও মাংসের বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া; | ভেড়ার পশম দিয়ে উল তৈরি করে পোষাক প্রস্তুত করা হয়। ভেড়ার মাংসে কম চর্বি থাকে বিধায় মাংস খাওয়ায় কোন ঝুঁকি থাকে না। অধিক ভেড়া পালন, মাংস খাওয়া, ভেড়ার রোগ ব্যধি কম বিষয়ে প্রকল্প থেকে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়; |
| ৬) ভেড়ার স্বাস্থ্য উন্নয়নের সহায়তা হিসেবে টিকা, কৃমিনাশক ও জরুরি ঔষধ এবং ঘাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া; | গরীব কৃষক/খামারীদের ভেড়া পালনে আগ্রহ বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পের অর্থে রোগ প্রতিরোধক টিকা, কৃমিনাশক, ঔষধ ও ঘাস সরবরাহ করা হয়। |
| ৭) ৩টি ডেমনস্ট্রেশন ভেড়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ক্যাপাসিটি গঠন করা। | রাজাবাড়ীহাট, রাজশাহী, বাগেরহাট ও শেরপুর, বগুড়ায় ৩টি ডেমনস্ট্রেশন ভেড়ার খামার স্থাপন করা হয়। খামারগুলোতে উন্নত জাতের দেশী ভেড়া ও ভেড়ী সংগ্রহের মাধ্যমে ভেড়ার বংশ বৃদ্ধি, জাত উন্নয়ন এবং গরীব জনগণের মাঝে সরকারী মূল্যে ভেড়া বিক্রয় করা হয়। এতে মাংসের চাহিদা অনেকটা পূরণে সহায়ক হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ ২০১৬ সালে এ খামারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে অধিকাংশ সেড ও ভবনের রং নষ্ট হয়ে গেছে। ২য় তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ ভবনের সামনের গ্রিল মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন ত্রুটি রয়েছে। কয়েকটি স্থানে দেয়ালে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়।

১৬.২ খামারের অফিস ভবনের ছাদে পানি জমে থাকে তাই ছাদ ও দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। নির্মিত অবকাঠামোগুলো যথাযথ ব্যবহার না করায় ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩টি ভেড়া খামারে (বাগেরহাট, বগুড়া, রাজশাহী) বর্তমানে কোন জনবল নিয়োজিত নেই বা প্রাণিসম্পদ দপ্তর হতে কোন জনবল পদায়ন করা হয়নি। ফলে খামারগুলোতে প্রদত্ত ভেড়া থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। ভেড়া লালন-পালন, ভেড়ার পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ যথারীতি করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে খামার ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু খামার দেখাশুনা, ভেড়া পালন, ভেড়ার চিকিৎসা সেবা, অবকাঠামোগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ভেড়ার সেডগুলো পরিষ্কার রাখা হচ্ছে না।

১৬.৪ বাগেরহাট (ফকিরহাট) ভেড়া খামারটির সম্মুখে একটি মরানদী রয়েছে। বর্ষাকালে উক্ত নদীতে পানি প্রবাহিত হয়। আঞ্চলিক গ্রামীণ রাস্তা থেকে ভেড়ার খামারে নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পানি প্রবাহের জন্য কোন কালভার্ট রাখা হয়নি। ফলে পানি প্রবাহিত হচ্ছে না এবং বাঁধের কারণে পানি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। উপস্থিত ডিএলও এবং ইউিএলও জানান, জরুরি ভিত্তিতে নদীর ওপর কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে।

১৬.৫ ফকিরহাট ভেড়া খামারের সেডগুলো, অভ্যন্তরীণ রাস্তার আরসিসি'র ওপরের সিমেন্টের আবরণ ওঠে যাচ্ছে। সেডগুলোর পাটাতনের কলাম নষ্ট হচ্ছে। সেডে ভেড়ার মলমূত্র নিয়মিত পরিষ্কার না করায় ভেড়াগুলোর স্বাস্থ্য হানি ঘটছে।

১৬.৬ খামারের অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, ভেড়া সেড, পাম্প হাউসে লক্ষ্য করা যায়, বৈদ্যুতিক লাইনগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংযোগ করা হয়নি। পানির পাম্প হাউজে বৈদ্যুতিক লাইনের ক্যাবল ঝুঁকিপূর্ণভাবে ঝুলে রয়েছে।

১৬.৭ পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভূ-উপরিস্থ পানির ট্যাংকির সিঁড়ির মাঝখানে ভেঙ্গে গেছে। পানির পাম্পে বাহিরের দেয়াল ড্যাম হয়ে গেছে। মূল গেইট, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, সেড, গুদামে স্থায়ীভাবে নামকরণ লেখা হয়নি। অস্থায়ীভাবে পিভিসি কাগজ দিয়ে লেখা হয়েছে। সেজন্য নামকরণগুলো উঠে গেছে।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ বাগেরহাট (ফকিরহাট) ভেড়ার খামারের নির্মাণ কাজে নিম্ন মানের উপকরণ ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ভবনের বিভিন্ন স্থানে ড্যাম পড়া, ছাদে পানি জমে থাকা, নিম্ন মানের গ্রিল স্থাপনের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে;

১৭.২ ভেড়ার খামারের বিভিন্ন স্থাপনা, সেডগুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ভবনগুলোর ছাদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৩ ৩টি ভেড়া খামারে (বাগেরহাট, বগুড়া, রাজশাহী) ভেড়া পালন, পরিচর্যা, চিকিৎসা, ভেক্সিনেশন, নিয়মিত ভেড়ার মল-মূত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে জনবল পদায়ন/আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে;

১৭.৪ বাগেরহাট (ফকিরহাট) ভেড়া খামারটির সম্মুখে মরানদীর ওপর বাঁধ দিয়ে এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ করা হয়। দু'পাশের পানি নিষ্কাশনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বক্স কালভার্ট নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ ফকিরহাট ভেড়া খামারের সেডের ত্রুটিপূর্ণ পাটাতন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার ত্রুটিগুলো মেরামত করতে হবে;

১৭.৬ অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, পাম্প হাউস, সেডগুলোর অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করতে হবে;

১৭.৭ ভেড়ার খামারে সরবরাহকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এসব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৮ ফকিরহাট ভেড়ার খামারের মূল গেইটসহ সকল স্থাপনায় স্থায়ী নামকরণ লিখতে হবে;

১৭.৯ ভূ-উপরিস্থ পানির ট্যাংকির সিঁড়ি মেরামত ও পাম্প হাউজের দেয়ালের ড্যাম মেরামত করতে হবে;

১৭.১০ ফকিরহাট ভেড়ার খামারে সেডের সংস্থান ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.১১ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর স্টক এ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৯)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর স্টক এ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

**৫.০ স্টাডির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ২৭১.১০১ - ২৭১.১০১ | ৩৮১.৬০ - ৩৮১.৬০ | ৩৮১.৬০ - ৩৮১.৬০ | নভেম্বর ২০১৬ হতে অক্টোবর ২০১৮ | নভেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ | নভেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ | + ১১০.৫০ (৪০.৭৬%) | ৮ মাস (৩৩.৩৩%) |

■ FAO (Food & Agriculture Organization)-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ১৬.২৮ শতাংশ যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মৎস্য। উপকূলীয় এলাকার ৫.০০ লক্ষ লোক সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ ও এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয় ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আরভি মীন সন্ধানী নমক আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সংগ্রহকৃত এ গবেষণা ও জরিপ জাহাজের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ টিএপিপি গ্রহণ করা হয়। এটি সামদ্রিক মৎস্যসম্পদের কার্যকর মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক মাছের সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যমান মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিলেন্স পদ্ধতি উন্নযন সহায় ভূমিকা রাখবে।আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- উন্নত তথ্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা করা;
- স্টক মূল্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ;
- মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- গভীর সমুদ্রে মৎস্য গবেষণার জন্য যাতায়াতকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- সমুদ্রের মৎস্যজাত গবেষণার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
- সমুদ্রের মৎস্যের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ;
- মৎস্য জাত সম্পর্কিত কর্মশালা

**৮.০ টিপিপি অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | পরামর্শকের সম্মানী (বৈদেশিক) | থোক | - | ১৮৭.৪৬ | - | ১৮৭.৪৬ |
| ২ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | ১০৫.৬৪ | - | ১০৫.৬৪ |
| ৩ | প্রশিক্ষণ ব্যয় | থোক | - | ৪৫.৫০ | - | ৪৫.৫০ |
| ৪ | সাধারণ পরিচালনা ব্যয় | থোক | - | ২২.৬০ | - | ২২.৬০ |
| ৫ | কম্পিউটার/ল্যাপটপ, প্রিন্টার | থোক | - | ২০.৪০ | - | ২০.৪০ |
| | **মোট ব্যয়:** | | | ৩৮১.৬০ | | ৩৮১.৬০ |

**৯.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u>** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>**

আলোচ্য প্রকল্পের টিএপিপি ২৭১.১০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য) প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১৬ হতে অক্টোবর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯/০১/২০১৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের মেয়াদ ৮ মাস বৃদ্ধিসহ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮১.৬০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করে নভেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত টিএপিপি ৩০/০৬/২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

**১১.০ <u>বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৬-২০১৭ | ১১৬.৬৮ | - | ১১৬.৬৮ | - | ১১৬.৬৮ | - | ১১৬.৬৮ |
| ২০১৭-২০১৮ | ১১৮.০৬ | - | ১১৮.০৬ | - | ১১৮.০৬ | - | ১১৮.০৬ |
| ২০১৮-২০১৯ | ১৪৬.৮৬ | - | ১৪৬.৮৬ | - | ১৪৬.৮৬ | - | ১৪৬.৮৬ |
| **মোটঃ** | **৩৮১.৬০** | **-** | **৩৮১.৬০** | **-** | **৩৮১.৬০** | **-** | **৩৮১.৬০** |

**১২.০ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব ফেরদৌস আহমেদ, উপপ্রধান | প্রকল্প শুরু থেকে | ২৬/০৩/২০১৮ |
| ০২ | জনাব রাশিদা আখতার, সহকারী পরিচালক | ২৭/০৩/২০১৮ | ১১/০৭/২০১৮ |
| ০৩ | জনাব সুমন বড়ুয়া, সহকারী পরিচালক | ১২/০৭/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৯ |

**১৩.০ <u>প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ</u>**

১৩.১ বৈদেশিক পরামর্শকের সম্মানীঃ প্রকল্পের আওতায় ৬ জন বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করে সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা বাবদ ১৮৭.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ প্রশিক্ষণ ব্যয়ঃ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ বাবদ ৪৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৩ ভ্রমণ ব্যয়ঃ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ভ্রমণ বাবদ ১০৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ সাধারণ পরিচালনা ব্যয়ঃ সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণার জন্য সাধারণ পরিচালনা বাবদ ২২.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ক্রয়ঃ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ, প্রিন্টার ক্রয় বাবদ ২০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

আইএমইডি কর্তৃক ২৫/০১/২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম, আগ্রাবাদে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১ মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রামে এ প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত বিদেশী পরামর্শকগণ মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ উক্ত প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৪.২ প্রকল্পের গবেষণার অংশ হিসেবে সামুদ্রিক মৎস্য, চিংড়ি, কাঁকড়া, কোরাল, পোয়া, টোনা, কামিলে, ভেটকি ইত্যাদি মাছের মজুদ ও বংশবিস্তার বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণায় বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ সন্ধান পাওয়া যায়। এসব মাছের বিভিন্ন জাত, ধরণ, বৈশিষ্ট্য, খাবার, ডিম, মাছের প্রজনন, রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

১৪.৩ সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের মজুদ সম্পর্কে সার্ভে পরিচালনা করা হয়। সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ গবেষণার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের জাহাজ (অনুসন্ধানী জাহাজ) নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ সার্ভে সম্পন্ন করে। প্রশিক্ষণার্থীগণ গবেষণার অংশ হিসেবে মৎস্য সম্পদের ডাটা সংগ্রহ, কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি ও ডাটা এনালাইসিস সম্পন্ন করা হয়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণারত প্রশিক্ষণার্থীগণ

গবেষণার জন্য সামুদ্রিক কাঁকড়া

মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে

প্রশিক্ষণার্থী কাঁকড়ার বৈশিষ্ট্য গবেষণা করছেন

## ১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| • উন্নত তথ্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মাধ্যমে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা করা; | নিরাপদভাবে সমুদ্রের মৎস্য জাত সম্পদের গবেষণা করার জন্য ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। সার্ভে ডিজাইন, সার্ভে অপারেশন, ডাটা কালেকশন ও ডাটা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। |
| • স্টক মূল্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ; | সমুদ্রে মৎস্য জাত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। ফলে মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা ইউনিটে কর্মকর্তাগণ জরিপ ও গবেষণার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। |
| • মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি। | মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প চলাকালে সমুদ্রে মৎস্য জাত সম্পদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবি সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছে। |

## ১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গবেষণা পরিচালনা করা। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় উক্ত গবেষণায় মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই-এর কর্মকর্তাদের স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সরকারের মৎস্য দপ্তরগুলোকে আরো সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ছিল।

১৬.২ এ প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তাসম্পন্ন উন্নয়ন সহযোগী FAO-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করেছে। মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই এবং দেশের অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী উক্ত গবেষণায় সম্পৃক্ত ছিলেন। গবেষণার জন্য ব্যবহৃত ম্যানুয়াল, পুস্তকাদি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্রে রাখা হলে মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য সম্পদ গবেষণায় সহায়ক হবে। তাই এসব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয় হতে দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।

১৬.৩ এ প্রকল্পের ফোকাল পার্সন/প্রকল্প পরিচালক হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। ফলে প্রকল্পের পিসিআরসহ অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তিতে বিড়ম্বনা হয়েছে।

১৬.৪ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন ২০১৯-এ। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে আইএমইডিতে দাখিল করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে পাওয়া যায় ২৭/০২/২০২০ তারিখে অর্থাৎ ৮ মাস পর।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই-এর সকল কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

১৭.২ গবেষণার ডাটা সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রির সফটওয়্যার মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করতে হবে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭.৩ গবেষণার জন্য ব্যবহৃত এ প্রকল্পের ম্যানুয়াল, পুস্তকাদি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্রে হস্তান্তর করতে হবে;

১৭.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৫ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

১৭.৬ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

# সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ (এসসিএমএফপি): প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটিজ প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (১ম সংশোধিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৮)**

**১.০ প্রকল্পের নাম** : সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ (এসসিএমএফপি): প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটিজ প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি (১ম সংশোধিত)

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

**৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

**৪.০ প্রকল্প এলাকা** : মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

**৫.০ স্টাডির বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| প্রাক্কলিত ব্যয় | | প্রকৃত ব্যয় | পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল | | প্রকৃত বাস্তবায়নকাল | অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %) | অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত | | | |
| ৯৩৮.৮৫<br>১৫.০০<br>৯২৩.৮৫ | ৯৩৮.৮৫<br>১৫.০০<br>৯২৩.৮৫ | ২৬২.৭৫<br>৯.৩৪<br>২৫৩.৪১ | মার্চ ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | মার্চ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ | মার্চ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ | -- | ১০ মাস (৮৩.৩৩%) |

■ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ **প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ**

৬.১ **পটভূমিঃ** কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ মৎস্য উপ-খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতাংশ মৎস্য উপ-খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ২.০১ শতাংশ আসে মৎস্য উপ-খাত থেকে। গার্মেন্টস-এর পর চিংড়ি ও মাছই রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রধান পণ্য যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের দ্বার উন্মোচন করেছে। মৎস্যচাষ এবং মাছ ও চিংড়ি রপ্তানী বর্তমানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশ লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে গবেষণা/স্টাডি পরিচালনা করা এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি তৈরি। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল তৈরি করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তিতে আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ **উদ্দেশ্যঃ**

- To prepare a Development Project Proposal (DPP) for Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh (SCMFP);
- To prepare Project Implementation Manual (PIM) including operational, financial and administrative procedures for SCMFP;
- To prepare conceptual plan for Marine Fish Stock Assessment, MCS system establishment, and scaling up of mariculture/coastal aquaculture;
- To develop conceptual plan for renovation of common, infrastructure for shrimp farming, coastal aquaculture and mariculture;
- To develop action plan for co-management and fishers' livelihood transformation.

- To prepare draft TOR's for rercruitment of project personnel, experts/consultants and outsourcing farms/organization for study, project implementation, monitoring and evaluation.

৭.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- পরামর্শক নিয়োগ
- প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর
- ইনভেস্টিগেশন এন্ড স্টাডি
- অফিস যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
- অফিস মেরামত

**৮.০ টিপিপি অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **রাজস্ব ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ১ | ভ্রমণ ব্যয় | থোক | - | ২.৫০ | - | ২.৫০ |
| ২ | পোস্টাল বাবদ | থোক | - | ০.২৫ | - | ০.২০ |
| ৩ | পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র | থোক | - | ১০.০০ | - | ০ |
| ৪ | ফুয়েল, গ্যাস, লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি | থোক | - | ৪.০০ | - | ২.৩৩ |
| ৫ | অফিস সরবরাহ | থোক | - | ৫.৫০ | - | ৩.৪৪ |
| ৬ | বৈজ্ঞানিক বই, জার্নাল, নিউজপেপার, ইমেজ একুইজিশন, সার্ভে ও এনালাইসিস, ম্যাপ ইত্যাদি | থোক | - | ২.৪০ | - | ২.৪০ |
| ৭ | বিজ্ঞাপন ও যোগাযোগ | থোক | - | ৭.০০ | - | ২.০১ |
| ৮ | প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর | জন | ১৪ | ৭৫.০০ | ৮ | ১১.১৬ |
| ৯ | ওয়ার্কশপ/সেমিনার, কনফারেন্স, অফিসিয়াল মিটিং, এফজিডি | থোক | - | ২০.০০ | - | ৭.৯৬ |
| ১০ | যানবাহন ভাড়া | সংখ্যা | ২ | ১৬.০০ | - | ০.৭৮ |
| ১১ | ইনভেস্টিগেশন এন্ড স্টাডি (গবেষণা) | সংখ্যা | ৩ | ৪৩৮.০০ | - | ০ |
| ১২ | পরামর্শক নিয়োগ (জাতীয়) | জনমাস | ৮৭ | ২৬৯.১০ | ৪৮ | ১৫৮.২৯ |
| ১৩ | চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ | জনমাস | ৮৪ | ২৬.৬০ | ৬২ | ২২.২৩ |
| ১৪ | বিভিন্ন কমিটি এবং প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য সম্মানী | থোক | - | ৭.৫০ | - | ৩.২৮ |
| ১৫ | কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ | থোক | - | ৫.০০ | - | ৪.৮১ |
| ১৬ | অন্যান্য (ফেরি, টোল, ট্যাক্স, ওভারটাইম) | থোক | - | ১০.০০ | - | ৩.৪৩ |
| ১৭ | যানবাহন মেরামত | থোক | - | ১.০০ | - | ০.৭৫ |
| ১৮ | কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার | থোক | - | ১.৫০ | - | ০ |
| ১৯ | অফিস মেরামত | থোক | - | ৭.০০ | - | ৬.৮৬ |
| | **উপ-মোট (রাজস্ব):** | | | **৯০৮.৩৫** | | **২৩২.৪৩** |
| | **মূলধন ব্যয়ঃ** | | | | | |
| ২০ | ডিজিটাল/ভিডিও ক্যামেরা | সংখ্যা | ২ | ১.০০ | ২ | ০.৯৯ |
| ২১ | কম্পিউটার/ল্যাপটপ (যন্ত্রাংশসহ) | সেট | ৫ | ৭.০০ | ৫ | ৬.৯৬ |
| ২২ | ফটোকপিয়ার | সংখ্যা | ৩ | ৬.০০ | ৩ | ৫.৯৬ |
| ২৩ | ফ্যাক্স মেশিন | সংখ্যা | ২ | ১.০০ | ২ | ০.৯৮ |
| ২৪ | স্ক্যানার | সংখ্যা | ৩ | ১.৫০ | ৩ | ১.৪৮ |
| ২৫ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (স্ক্রীনসহ) | সংখ্যা | ২ | ৩.০০ | ২ | ২.৯৮ |
| ২৬ | এয়ারকন্ডিশনার | সংখ্যা | ৪ | ৫.০০ | ৪ | ৪.৯৮ |
| ২৭ | পানি জীবানুমুক্তকরণ যন্ত্র, বাইন্ডিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার | থোক | - | ১.০০ | - | ১.০০ |
| ২৮ | আসবাবপত্র | থোক | - | ৫.০০ | - | ৪.৯৯ |
| | **উপ-মোট (মূলধন):** | | | **৩০.৫০** | | **৩০.৩২** |

| ক্রমিক নং | অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ | একক | টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত ব্যয় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | বাস্তব | আর্থিক | বাস্তব | আর্থিক |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):** | | | **৯৩৮.৮৫** | | **২৬২.৭৫** |

**৯.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১০.০ প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের টিএপিপি ৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১৫.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য- ৯২৩.৮৫ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/০৩/২০১৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের মেয়াদকাল শুরু মার্চ ২০১৭ উল্লেখ থাকলেও প্রকল্পের হিসাব খোলা ও বিশ্ব ব্যাংক হতে অর্থ প্রাপ্তিতে ৮ মাস বিলম্ব হয়। এছাড়া পরিবেশগত বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণে অর্থের সংস্থান এবং মেরিন সার্ভিলেন্স ও মেরিকালচার বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের ঋণ চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১০ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১ম বার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত টিএপিপি ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

**১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

| আর্থিক বছর | এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ | | | অবমুক্তি (টাকা) | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ | | মোট | টাকা | প্রঃসাঃ |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩০০.০০ | ৮.০০ | ২৯২.০০ | ৮.০০ | ১৬৫.৭৪ | ৫.৮৫ | ১৫৯.৮৯ |
| ২০১৮-২০১৯ | ৯৯.০০ | ৪.০০ | ৯৫.০০ | ৩.৫০ | ৯৭.০১ | ৩.৪৯ | ৯৩.৫২ |
| **মোটঃ** | **৩৯৯.০০** | ১২.০০ | **৩৮৭.০০** | **১১.৫০** | **২৬২.৭৫** | ৯.৩৪ | **২৫৩.৪১** |

**১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

| ক্রঃনং | প্রকল্প পরিচালকের নাম | যোগদানের তারিখ | বদলির তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ | জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম | ১০.০৩.২০১৭ | ০৮.০৪.২০১৮ |
| ০২ | জনাব হাসান আহম্মদ চৌধুরী | ১০.০৪.২০১৮ | ৩১.১২.২০১৮ |

**১৩.০ প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণঃ**

১৩.১ স্টাডি ট্যুরঃ প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক সফর বাবদ ৭৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১১.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.২ চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগঃ প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ বাবদ ব্যয় ২২.২৩ লক্ষ টাকা।

১৩.৩ অফিস মেরামত ও সংস্কারঃ মৎস্য অধিদপ্তরে প্রকল্প কার্যালয় মেরামত ও সংস্কার বাবদ ৬.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৪ অফিস যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য ৫ সেট কম্পিউটার ও সামগ্রী ক্রয় বাবদ ৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৩.৫ আসবাবপত্র ক্রয়ঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৪.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

## ১৪.০ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক শাহ জহুরুল হোসেন কর্তৃক ১৯/১১/২০১৯ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

১৪.১ প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহৎ আকারে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি তৈরি এবং নতুন প্রকল্পের গ্রহণের জন্য এ প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নতুন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের নিমিত্ত ২টি ব্যাচে মোট ১২ জন কর্মকর্তাকে ভারত ও নেদারল্যান্ডে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৪.২ প্রকল্পের অর্থে মৎস্য গবেষণার জন্য ২১ কপি বৈজ্ঞানিক বই ক্রয় করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, স্ক্যানার, স্ক্রীণসহ প্রজেক্টার, এয়ারকন্ডিশন, চেয়ার, টেবিল, আলমিরা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। উক্ত দাপ্তরিক উপকরণগুলো মৎস্য অধিদপ্তর ও চলমান মেরিন প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৪.৩ কারিগরি সহায়তাপুষ্ট আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ পরিচালনা, তলদেশীয় এবং ভাসমান প্রজাতিকর মৎস্যের মজুদ নিরূপণ কর্মসুচি জোরদার করা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সংগ্রহকৃত কনফারেন্স টেবিল, চেয়ার ও এয়ারকন্ডিশন

প্রকল্পের সংগ্রহকৃত ফটোকপি মেশিন ও মৎস্যজাত সম্পর্কিত বই

**১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

| পরিকল্পিত উদ্দেশ্য | অর্জন |
|---|---|
| • To prepare a Development Project Proposal (DPP) for Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh (SCMFP); | সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, উপকূলীয় জলজ মৎস্য চাষ উৎপাদনশীলতা এবং গরিব জেলেদের জীবিকার রূপান্তর বিষয়গুলো নিয়ে বৃহৎ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। |
| • To prepare Project Implementation Manual (PIM) including operational, financial and administrative procedures for SCMFP; | |
| • To prepare conceptual plan for Marine Fish Stock Assessment, MCS system establishment, and scaling up of mariculture/coastal aquaculture; | |
| • To develop conceptual plan for renovation of common, infrastructure for shrimp farming, coastal aquaculture and mariculture; | |
| • To develop action plan for co-management and fishers' livelihood transformation. | |
| • To prepare draft TOR's for rercruitment of project personnel, experts/consultants and outsourcing farms/organization for study, project implementation, monitoring and evaluation. | |

**১৬.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৬.১ আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক থেকে অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হওয়ায় যথাসময়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো, টেকসই জীবনধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করার বিষয়ে আরটিএপিপিতে উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়নি। মৎস্য অধিদপ্তরের ৫ সদস্য বিশিষ্ট টীম কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা হয়। ফলে এ খাতের সংস্থানকৃত ৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, সময় স্বল্পতার কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি।

১৬.২ প্রকল্পের অধিকাংশ অঙ্গের কার্যক্রম গ্রীণ ক্যাটাগরি সম্পর্কিত। শুধু মৎস্য অধিদপ্তরের কিছু পূর্ত মেরামত ও সংস্কার কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পের আরটিএপিপি সংস্থান অনুযায়ী পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়নি এবং এ খাতের ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়নি।

১৬.৩ প্রকল্পে ১১ জন ব্যক্তি পরামর্শক ৮৭ জনমাসের জন্য আরটিএপিপিতে ২৬৯.১০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। কিন্তু সকল পেশার পরামর্শক না পাওয়ায় ৬ জন পরামর্শক ৪৮ জনমাসের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। ফলে এ খাতে মাত্র ১৫৮.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

১৬.৪ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত উপকরণগুলো প্রকল্প সমাপ্তির পর মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।

১৬.৫ প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

১৬.৬ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত মালামালের গায়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষেপে লেখা না থাকায় প্রকল্পের মালামাল সনাক্তকরণে সমস্যা হয়েছে। ফলে রাজস্ব খাতের মালামাল ও প্রকল্পের মালামালের মধ্যে কোন তফাৎ পাওয়া যায়নি।

১৬.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যেসব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত কর্মশালায় পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডির সদস্য অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে মতামত প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

## ১৭.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৭.১ প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না করা, পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ না করা, সকল ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ না করার বিষয়টি মন্ত্রণালয় যাচাই করে আইএমইডি'কে অবহিত করবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রতিটি অঙ্গের যৌক্তিকতা নিরূপণ করা এবং প্রতিটি অঙ্গ বাস্তবায়ন করা সমীচীন হবে;

১৭.২ প্রকল্পের সংগ্রহকৃত উপকরণগুলো দ্রুত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.৪ দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্পের মালামালের গায়ে অমোচনীয় কালি দিয়ে সংক্ষেপে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে;

১৭.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালায় আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে হবে;

১৭.৬ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।